প্রথম প্রকাশ : ১লা ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি টেমার লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক : প্রশান্ত তালুকদার
গদাধর প্রিন্টার্স
৪১/ডি/১০৩, মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা -৭০০০৬৭

আয়

কথ

মার্কিন নৌবহরের কমাণ্ডার জেমস ডি সোয়ানসন মানুষটা খর্বকায়, মাংসল মুখের চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সের। চোখের কোণে হাসি খেলে। সারা মাথা জুড়ে নিকষ কালো চুল বয়স কমিয়ে দিয়েছে কিছুটা। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে প্রথম দৃষ্টিতে।

আনবিক শক্তি সম্পন্ন ডলফিন সাবমেরিনের নায়ক হিসেবে তাঁকে আর একবার ভালো করে নজর করেছি। বিশেষ করে চোখে পড়েছে তার চোখ দুটি। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখ—ঠাণ্ডা, ধূসর রঙের চোখ দুটো নজর এড়ায় না। ওর চোখ দুটো প্রথমে আমার সারা শরীরে ঘুরলো—থামলো আমার হাতের কাগজটায়, কিন্তু ওর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কোনো হদিস মিললো না তাতে—

'দুঃখিত, ডাক্তার কার্পেন্টার—' শান্ত, নম্র গলা সোয়ানসনের। অনুতাপের ছোঁয়া নেই গলায়, ফ্যাসেঁ-টেলিগ্রামটা ভাঁজ করে বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে, 'এটাকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়—সরকারী পরিচয়পত্র হিসাবে নয়, যাত্রী হিসাবেও আপনাকে সঙ্গে নিতে পারছি না। ব্যক্তিগত কিছু না, সেটাও আপনার কারণ কিন্তু আমার এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় আমার। কুঁচকে 'সরকারী পরিচয়-পত্র হিসেবে যথেষ্ট নয় বলছেন এটা?'

বের করে সইটার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ—করলাম, 'এ সাওয়ার হয় আপনার? নৌবহরের জানলা-পরিস্কার করে এ নয়। ওই সই?' পরিচিত

মজার কথা নয়, তবু দিন শেষের আলোয় মনে হলো ওর ঠোঁট বিস্তৃত হলো, বললো, 'অ্যাডমিরাল হিউসান ন্যাটোর পূর্ব কমাণ্ডার। ন্যাটো সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য অন্যান্য সব ব্যাপারে ওয়াশিংটনের নির্দেশ মানি। আর, তা

ব্যাপারটা, সেই 'অন্যান্যের' পর্যায়েই পড়ছে। আমি দুঃখিত, ও আর একটা কথা—আপনি লণ্ডনের যে কোনো মানুষকে দিয়ে এটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে থাকতে পারেন—কারণ, এটা নৌবহরের খাতা কাগজেও লেখা হয় নি!'

ওর সন্দেহ অমূলক, তাই বললাম, 'ওঁকে রেডিও টেলিফোনে ডাকতে পারেন আপনি, কমাণ্ডার।'

'পারি, কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো হেরফের হচ্ছে না। শুধুমাত্র নির্ভেজাল মার্কিন নাগরিকেরাই এই জাহাজে স্থান পাওয়ার যোগ্য, এবং সে নির্দেশ ওয়াশিংটান থেকেই পেয়ে থাকি আমি—'

'অর্থাৎ জলযুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ বা অতলান্তিক সাবমেরিনের অধিকর্তার কাছ থেকে?'

ধীরে মাথা হেলিয়ে দিলো কমাণ্ডার। আমি এক মুহূর্ত পরে বলে উঠলাম, তাহলে ওদের রেডিও মারফৎ অ্যাডমিরাল হিউসানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলুন, সময় অত্যন্ত কম—কমাণ্ডার।'

বরফ পড়তে শুরু করেছে এবং প্রতিমুহূর্তেই ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়ায় জমে যাচ্ছি একথা বলতে গিয়েও বললাম না।

হূর্ত ভিয়ে কি ভাবলো সোয়ানসন, পরে হেঁটে গেলো ডকের ফানটার দিকে। অল্পক্ষণ কথা বললো নীচুস্বরে, পরে লয়ে দিলো। আমার দিকে ফিরতে আরও তিনটে মানুষ ।। ওদের মধ্যে যার উচ্চতা সবার বেশী—লম্বা লোকটার দাসাদা। চেহারাটা ঘোড়ার সওয়ার হওয়ার উপযুক্ত র মাঠেই মানাতো ভালো—সেই দাঁড়ালো, ওদের

মূল্য ঃ ৫৷

পরিচয় দিলো, 'লেফটেনান্ট হ্যানসেন, আমার কর্মাধ্যক্ষ—
সা পর্যন্ত আপনারা দেখাশুনা করবেন—'

কথাগুলো সুনির্বাচিত।

দেখাশোনা করার দরকার নেই কারো, যথেষ্ট বয়স হয়েছে

আমার,—আর, তেমন নিঃসঙ্গও বোধকরি না কখনো—' সবিনয়ে কথাগুলো ছেড়ে দিলাম।

'আমি তাড়াতাড়িই ফিরবো, ডাক্তার'—সোয়ানসান দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো।

আমার মাথায় চিন্তা ঢুকলো। সোয়ানসান কি আমাকে নামিয়ে দেবে ?

জাহাজের চারদিকে তাকালাম। পায়ের কাছে পড়ে থাকা বিরাট-কায় বস্তুটির দিকেও নজর গেলো। আমার জীবনে এই প্রথম আনবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন দেখছি—আর, বলতে দ্বিধা নেই—'ডলফিন'এর মত সাবমেরিন-এর আগে দেখি নি।

মহাসাগরীয় সাবমেরিনের দৈর্ঘ্যটুকুই আছে 'ডলফিন'এর, আর কোনো মিল নেই। ব্যাসের দিকে থেকে যে কোনো মামুলি সাবমেরিনের ডবল। পূর্ববর্তীদের মত নেই তার নৌকো মার্কা চেহারা—'ডলফিন' নকশায় নিখুঁত, নলাকার। সাধারণ ভি মাপের অগ্রভাগ নয় তার—নিটোল গোলাকৃতি। ডেকে নেই, ফলে নকশার অভিনবত্ব চোখে পড়ে সহজেই। প্রায় একশো ফুট পেছনে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ গম্বুজ। ক্রমে 'ডলফিন'এর আকর্ষণ ম্লান হয়ে এলো আমার মনে, কারণ শীতের হাওয়া আমার হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে, চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে···

হ্যানসেনের দিকে ফিরলাম, 'আমরা যে ঠাণ্ডায় জমে টেঁসে যাওয়ার সামিল হয়েছি তাতে কারো দৃষ্টি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। ওই দিকেই তো দেখছি আপনাদের নৌ-ক্যানটিনটা, তা—সুপরিচিত গোয়েন্দা ডাক্তার কার্পেন্টার যদি আপনাদের কফি খাওয়ায়, তাতে নীতিগত কোনো বাধা নেই নিশ্চয়ই ?'

হ্যানসেন হাসলো, 'কফির ব্যাপারে বিশেষ করে আমি কোনো নীতির র ধারি না। আর, আজকের এই ঠাণ্ডা রাতটার কথা [illegible] [illegible] করিয়ে উচিৎ ছিলো—স্কটল্যাণ্ডের এই শৈত্য—' হ্যান

চেহারাই শুধু কাউবয়দের মত নয়, কথাবার্তার ধরণও তার ওদের মতই। রলিংস-এর দিকে ফিরলো সে, 'ক্যাপটেনকে বলে এসো আমরা প্রকৃতির রোষ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছি—'

হালকা গলায় বলে দিলো কথাগুলো হ্যানসেন। রলিংস টেলিফোনের দিকে পা বাড়াতে আমরা নিওনের আলোয় ঝলমল ক্যানটিনের দিকে চললাম, হ্যানসেন আমার আগে। ক্যানটিনে ঢুকে সে কাউন্টারের দিকে চললো—আর, তার লালমুখো দোসরটি, তুষার ভাল্লুকের মুখ মনে করিয়ে দেয় যার চেহারা, আমাকে ঘরের কোণে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলো।

ওরা আমার ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না! হ্যানসেন ফিরে আমার অন্য পাশে বসে পড়লো।

রলিংস ফিরলো, আমার মুখোমুখি জায়গা বেছে নিলো।

'ঘেরাওয়ের কায়দাটা ভালই তোমাদের,' ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলাম, প্রশস্তির গলায়। 'তবে তোমাদের মন খুব পরিস্কার নয়, সন্দিগ্ধ— অনুদার তোমরা।'

'ভুল বুঝেছেন আমাদের', হ্যানসেন ম্লান গলায় বললো, 'আমরা তিনজন আপনার শত্রু নই. শুধু নির্দেশ পালন করছি। সন্দিগ্ধ, অনুদার ওই সব বিশেষণে যদি কাউকে ভূষিত করতে হয় তো কমাণ্ডার সোয়ানসানকে করাই ভালো, তাই না, রলিংস?'

'নিশ্চয়ই। অত্যন্ত নিরাপত্তা-মানসিকতার মানুষ ক্যাপটেন।' গম্ভীর গলায় বললো রলিংস।

আর একবার চেষ্টা করলাম. 'কিন্তু, তাতে অসুবিধে হয় না? মানে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জাহাজ ছাড়তে হলে সবাইকে জাহাজে তোলা দরকার—'

'বলুন ডাক্তার, আপনার বক্তব্য বলে যান।' হ্যানসেনের কণ্ঠায় [illegible] ধ্বনিত হলেও, তার সাগর নীল চোখ দু'টোয় [illegible]

আলো জ্বলছে না, 'শ্রোতা হিসেবে খ্যাতি আছে আমার—'

'বরফের রাজ্যে যাত্রার প্রস্তুতি তাহলে ভালোই হচ্ছে?' স্মিতগলায় প্রশ্ন রাখলাম।

ওরা কেউ কারোর দিকে তাকালো না, কিন্তু মন ওদের একই তারে বাঁধা। আরও কাছে সরে এলো ওরা আমার দিকে—একই সঙ্গে। কফি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা চললো, হ্যানসেন তার ঠোঁটে হাসিটুকু রেখেছে, বন্দরে ক্যান্টিনে কিন্তু উচ্চমার্গের আলোচনাই চলে—আর, আমরা কোথায় চলেছি জানলেন কি করে আপনি?'

আমার হাতটা কোটের তলায় যেতেই হ্যানসেন আমার কবজি ধরে ফেললো। কিছু পরে হ্যানসেন ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'আমরা কিন্তু সন্দেহ করছি না, বা অন্য কিছুও ভাববেন না। আমরা, যারা সাবমেরিনে কাজ করি—আমাদের বিপদজনক জীবনের কথা ভেবে নার্ভাস হয়ে যাই।'

অন্যহাতে ওর হাতটা সরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। কাজটা কিন্তু অনায়াস হয় নি।

কোটের তলা থেকে একটা ভাঁজকরা খবরের কাগজ বের করে টেবিলে নামিয়ে দিলাম। 'কোথায় চলেছো তোমরা জানলাম কি করে, জানতে চাইছিলে না? সেটা, আমি পড়াশোনা জানি বলেই সম্ভব হয়েছে—আধ ঘন্টা আগে রেনফ্রিউ [illegible] বন্দরে গ্লাসগো'র এই কাগজটা কিনেছি—'

হাত দিয়ে গালটা ঘষে নিলো হ্যানসেন, ভাবনায় মগ্ন সে। পরে হাসি দেখা দিলো তার ঠোঁটে, 'ডাক্তার, আপনার ডকটরেট কিসের ওপর ছিলো বলুন তো? ওয়েট-লিফটিংয়ে? ওই কাগজটা—ওটা আধ ঘন্টা আগে রেনফ্রিউতে পেলেন কি করে?'

'হেলিকপ্টারে চলে গিয়েছিলাম—'

'কয়েক মিনিট আগে অবশ্য একটা শব্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু—সেটা তো আমাদের হেলিকপ্টার ছিলো

'হ্যাঁ, সেটার সারা অঙ্গ জুড়ে পেল্লায় অক্ষরে 'ইউ, এস, নেভী' কথা-গুলো খোদাই ছিলো। আর সেটার চালক সারাটা সময় চিউয়িং গাম চিবিয়ে ক্যালিফর্ণিয়া ফিরে যাবার ক্ষণ গুনেছে।'

'ক্যাপটেনকে জানিয়েছেন খবরটা ? হ্যানসেন দাবী করলো।'

'কোনো সুযোগই পাই নি জানাবার—'

'হ্যাঁ, তার তো আরও অনেক কিছু আছে মাথায়—' হ্যানসেন কাজটা খুলে নিলো। প্রথম পাতায় দৃষ্টি দিয়েই সে যা খুঁজছে পেয়ে গেলো : সাতটা কলম জুড়ে দু'ইঞ্চি ব্যানারের হেডলাইন।

লেফটেনান্ট হ্যানসেনের মুখটা বিরক্তিতে কুঁচকে গেলো, 'ছাখো একবার। আমরা এই হতচ্ছাড়া কুয়োয় দৌড়ে মরছি, সারা মুখে ফিতে লাগানো—কথা না বেরোয়। কোথায় চলেছি, কী উদ্দেশ্যে—কাকপক্ষীও জানে না। আর—এ শালা কাগজওলারা সোজা খবর ছেপে দিয়েছে প্রথম পাতায়!'

'মস্করা করছো লেফটেনান্ট ?' লালমুখো বলে উঠলো, তার গলার আওয়াজ যেন জুতোর ভেতর থেকে উঠে আসছে।

'না, মস্করা করছি না জাব্রিনস্‌কী—' ঠাণ্ডা গলা হ্যানসেনের। 'পড়ো না : "উদ্ধারে আনবিক সাবমেরিন।' 'উত্তর মেরুর দিকে নাটকীয় যাত্রা।' ইয়েল্লা—উত্তর মেরু! আর, সেই সঙ্গে 'ডলফিন'-এর ছবিও আছে। ক্যাপটেনের ছবিও। আরে, আমার ছবিও রয়েছে

রলিংস তার কোমল হাতটা বাড়িয়ে কাগজটা নিলো। অস্পষ্ট ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখলো 'হ্যাঁ, চেনা যাচ্ছে বইকি। পাকা হাতে তোলা—সব দিক বজায় রেখে তুলেছে।'

'ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ—এটা শোনো তাহলে, 'নিম্ন-লিখিত যুক্ত বিবৃতি লণ্ডন এবং ওয়াশিংটান থেকে একই সঙ্গে দিন বারোটায় কয়েক মিনিট (গ্রীনিচ সময়) বিজ্ঞাপিত হয়েছে। তুষার কেন্দ্র জেব্রার জীবিত মানুষদের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে

মার্কিন নৌবহর মার্কিন আনবিক সাবমেরিন 'ডলফিন'-কে অবিলম্বে তাদের উদ্ধারের জন্যে পাঠাচ্ছেন।'

'...পূর্ব আতলান্তিকে ন্যাটোর নৌ শক্তির সঙ্গে বিস্তারিত মহড়া শেষে স্কটল্যাণ্ডের হোলি লোশের কেন্দ্রে ফিরে এসেছে 'ডলফিন'। আশা করা যাচ্ছে 'ডলফিন'-এর কমাণ্ডার (জেমস ডি সোয়ানসান) আজ সন্ধ্যায় সাতটা নাগাদ যাত্রা করবেন।'

'কিন্তু, আমাকে তো ধরা হয় নি ?'

'হ্যাঁ বাদ, পড়ে গেছেন। এখন চুপ করে থাকুন—আপনার কর্মাধ্যক্ষ এখন কথা বলছে। আর্কটিক সাগরে একমাত্র তুষার কেন্দ্র জেব্রার বিপর্যয়কর খবর পৃথিবী জেনেছে ষাট ঘন্টা হয়ে গেলো। নরওয়ের বোডোতে এক ইংরিজিনবীশ রেডিও-অপারেটারের এসওএস পাবার পর—খবর অত্যন্ত অস্পষ্ট—' ব্যারেন্‌স সাগরে ব্রিটিশ ট্রলার 'মনিং স্টারের বার্তা, যা চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে এসেছে, বলছে তুষার কেন্দ্রের জ্বালানী তেলের বিপর্যয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থা মন্দ '

বছরের প্রথমদিকে গ্রীষ্মের শেষে জন্ম নিয়েছে জেব্রা—উত্তর মেরু থেকে দূরত্ব যার মাত্র তিনশো মাইল। সঠিক অবস্থান নিরুপণ করা সম্ভব নয়, কারণ—সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বরফ ভেঙে চলেছে।

গত ত্রিশ ঘন্টা ধরে দূরপাল্লার সুপারসোনিক বোমারু বিমানগুলো তল্লাসী চালাচ্ছে জেব্রার সন্ধানে, মার্কিন, ব্রিটিশ আর রুশ বোমারু এক যোগে চালিয়েছে অনুসন্ধান। কিন্তু সঠিক অবস্থান না জানায়, এবং আর্কটিকের এই সময়ে দিবালোকের সম্পর্ণ অনুপস্থিতি তাদের অনুসন্ধান ব্যর্থ করে দিয়েছে।

'ওদের অবস্থান নিরূপণের কোনো প্রয়োজন ছিলো না, রলিংস

প্রতিবাদের গলায় বলে উঠলো, অন্তত, দেখে তো নয়ই। বোমারু-গুলোয় যে যন্ত্রপাতি থাকে ইদানীং কালে, একশো মাইল দূর থেকে পাখীও চোখে পড়ে—শুধু কেন্দ্রের রেডিও অপারেটারের সংকেত ভরসা করলেই চলতো—'

'রেডিও অপারেটার হয়তো বেঁচে নেই। হয়তো রেডিও ভেঙে পড়েছে ওর ঘাড়েই। হয়তো রেডিও চালু রাখার উপযোগী জ্বালানী নষ্ট হয়ে গেছে। লোকটা কি ভাবে কাজ করতো, তার ওপর নির্ভর করছে।' হ্যানসেন অনেকগুলো কথা বলে গেলো একসঙ্গে।

'কি করে জানলেন আপনি?' শান্তস্বরে প্রশ্ন করলো সে।

'কোথাও পড়েছি মনে হয়—'

'হ্যাঁ, পড়ে থাকবেন কোথাও।' ভাবলেশহীন মুখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কাগজে চোখ নামালো হ্যানসেন, 'মস্কো থেকে প্রকাশিত একটা বার্তা থেকে জানা যাচ্ছে, যে পরমাণুচালিত ড্ভিনা মুরমানস্ক থেকে ঘন্টা বিশেক আগে যাত্রা করেছিলো, দুনিয়ার সেরা বরফ-ঠেঙ্গারু হিসেবে খ্যাতি আছে ড্ভিনার। আর্কটিক সাগরের দিকে দ্রুত ধাবমান ড্ভিনা। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এর ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নন, কারণ বছরের এই সময়ে তুষার এমন জমাটবদ্ধ, যে কোনো জলযানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, এমন কি ড্ভিনারও। জেব্রার মানুষগুলোকে বাঁচাবার একমাত্র আশা নিয়ে চলেছে ড্লফিন—সাফল্যের কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরফের রাজ্যে চলতে হবে তাকে কয়েকশো মাইল, আর, কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থান নিরূপণও দুঃসাধ্য।

হ্যানসেন এরপর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পড়ে গেলো। শেষে কাগজ নামিয়ে দিলো, 'এই টুকুই। ডলফিনের কাহিনী এখানে শেষ।

রলিংস আহত চোখে তাকালো। লালমুখে জাব্রিনস্কী সিগারেটের প্যাকেট বের করে সবাইর দিকে বাড়িয়ে দিলো, সে হাসছে। ক্রমে

হাসি মিলিয়ে গেলো তার, 'পৃথিবীর চূড়োয় বসে পাগলাগুলো কি করছে তাহলে ?'

'আবহাওয়ার গবেষণা, বুঝলে হাঁদারাম। শুনলে না লেফটেনান্ট কি বললো ?'

'আমি এখনো বলছি—লোকগুলো পাগলা, ওরা এসব করছে কেন লেফটেনান্ট ?' জাব্রিনস্কী হ্যানসেনের চোখে তাকালো।

'আমার মনে হয় এটা ডাক্তার কার্পেন্টারকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়।' শুকনো গলায় বললো হ্যানসেন।

বাইরে দৃষ্টি তার, আসন্ন আঁধারের ফাঁকে তুষার জমেছে। মনটা তার যেন অনেক দূরে। উত্তর মেরুতে। বাঁচার লড়াই চালাচ্ছে যে মানুষগুলো তাদের দেখতে চেষ্টা করছে মনের চোখে।

'উনি আমার চেয়ে অনেক বেশীই জানেন বলেই আমার ধারণা—'

'আমি অল্পই জানি। যা জানি তার ভেতর রহস্যও নেই, অশুভ কিছুরও ইঙ্গিত নেই। আবহবিদরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ মেরু প্রদেশ দুটোকে পৃথিবীর দুটি অন্যতম আবহাওয়া কেন্দ্রের স্বীকৃতি দিয়েছেন। দক্ষিনাংশের সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা আছে, কিন্তু, উত্তরাংশ এখনো আপনার অপরিচিত। সুতরাং ভাসমান তুষার পাত বেছে নেওয়া হয়েছে'

'ওরা কেন্দ্রগুলো স্থাপন করে কি ভাবে ?' রলিংস প্রশ্ন করলো।

'বিভিন্ন পন্থায়। তোমাদের লোকেরা শীতকালে ওগুলো চালু করে, বিমানাবতরণের সুবিধে থাকে তখন। আলাসকার পয়েন্ট ব্যারো থেকে কেউ হয়তো অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে উপযোগী জায়গার খোঁজে। রুশরা গ্রীষ্মে জাহাজ ব্যবহার করে। 'লেনিন' নামে ওদের একটা পরমাণু-চালিত বরফ-ভাঙ্গা জলযান আছে। জেব্রার ব্যাপারে আমরা একই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি—'লেনিন' চেয়ে নিয়েছি ওদের কাছ থেকে। এই মুহূর্তে তার অবস্থান স্পিটসবার্জেনের চারশো মাইল উত্তরে।

'ওরা এখনো পাগলামি চালিয়ে যাচ্ছে।' জাব্রিনস্কী বলে উঠলো, পরে একমুহূর্ত নীরব থেকে আমার দিকে চিন্তার চোখে তাকালো, 'আপনি কি ওই হতচ্ছাড়া নৌবহরের লোক, ডাক্তার?' রলিংস তাড়াতাড়ি ওর দোষ খণ্ডন করার জন্যে বলে উঠলো, 'জাব্রিনস্কীর কথাবার্তা ওই-রকমই, আদবকায়দা জানে না—ক্ষমা করে দিন ওকে, ডাক্তার। আর আমরা যেসব সুযোগ-সুবিধে পেয়ে থাকি, তা, থেকে ও বঞ্চিত, ব্রন্টসে-এ জন্মে ছিলো ও, শুনেছি।'

'অপরাধ নেবেন না। রাজকীয় নৌবহর বলতে চেয়েছি আমি—আপনি তার লোক তো?'

'সংশ্লিষ্ট আছি, বলা যায়—'

'তেমন ঘনিষ্ঠভাবে নয় নিশ্চয়ই?' রলিংস জানালো।' তা, উত্তর মেরুতে অবকাশযাপনের এত ব্যস্ততা কেন আপনার, ডাক্তার? ওখানে কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডা, বলে দিচ্ছি।'

'কারণ জেব্রার মানুষদের অবিলম্বে ডাক্তারী চিকিৎসার দরকার। অবশ্য, কেউ বেঁচে থেকে থাকে যদি—'

'জাহাজে ডাক্তারবাবু আছেন আমাদের—হাতুড়ে সাহেব!'

'ডাক্তার বলো—হতভাগা কোথাকার!' জাব্রিনস্কী তিক্ত গলায় বলে উঠলো।

'আহা, তাই তো বলতে চাইছি।' রলিংস ক্ষমার ভঙ্গিতে বলে উঠলো। 'আমি তো পড়াশুনোওলা লোকই খুঁজি কথা বলার জন্যে, মানে—আমারই মত। আসলে, 'ডলফিন'-এ চিকিৎসার ব্যাপারটাই সিল হয়ে গেছে।'

'ঠিকই বলেছেন।' হেসে বললাম। 'তবে, যারা বেঁচে আছে তারা নিশ্চয়ই সুস্থাবস্থায় নেই—তুষার ক্ষতের শিকার হয়েছে, পচা ঘা বা গ্যাংগ্রীনও হয়ে থাকবে কারুর—আমি আবার ওইগুলোরই বিশেষজ্ঞ।'

'তাই নাকি?' রলিংস তার কফির কাপে উঁকি দিলো, ওই বিষয়-

গুলোতে মানুষ বিশেষজ্ঞ হয় কি করে, কে জানে।'

হ্যানসেন বাইরে তাকিয়ে নিলো এতক্ষণ, এবার চোখ ফেরালো, 'ডাক্তার কার্পেন্টার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী নন, জুরীরা দয়া করে চুপ করুন।'

রলিংস আর জাব্রিনস্কী, চুপ করে গেলো, হোলি লোশের সম্পর্কে কি একটা আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো একটা জীপ দ্রুতগতিতে ওদের জানলা পেরিয়ে ছুটে গেলো, হেডলাইট জ্বালা।

রলিংস কথার মাঝেই লাফিয়ে উঠে পড়লো, পরে বসে পড়লো—চিন্তিত মুখে বলে উঠলো, 'নাটক জমলো তাহলে! কে গেলো দেখলে?' হ্যানসেন প্রশ্ন করলো।

'দেখলাম তো—আল-ফাল কেউ হবে—'

'আমি কিন্তু তোমার এই উক্তি কানে নিই নি—' ঠাণ্ডাগলায় বলে উঠলো হ্যানসেন।

'ভাইস-অ্যাডমিরাল জন গার্ভি, মার্কিন নৌবহরের।'

'তাহলে, আল-ফাল কেউ নয়, কেমন? অ্যাডমিরাল গার্ভি, ন্যাটোর মার্কিন নৌবহরের সর্বাধ্যক্ষ। ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং নিঃসন্দেহে—কিন্তু ভদ্রলোক এখানে কি করছে, কে জানে!'

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে যে!' রলিংস বলে উঠলো বিদ্রূপের গলায়। অ্যাডমিরাল সাহেবের মার্তিনীর প্রথম পেগের সময় হয়ে গেছে তো, বিপদ।'

'আচ্ছা, রেনফ্রিউ থেকে আজ আপনার সঙ্গে উনি উড়ে আসেন নি তো?' আমার দিকে ফিরে ধূর্ত চোখে তাকালো হ্যানসেন।

'না।'

'চেনেন কি ওঁকে?'

'এর আগে নামও শুনিনি।'

'আজব ব্যাপার!' বিড় বিড় করে উঠলো হ্যানসেন।

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তা চললো। হ্যানসেন আর তার দুই অনুচর গার্ভির আগমন চিন্তায় বিভোর, ক্যান্টিনের দরজা খুলে গেলো—সারা ঘরে কনকনে বাতাস ছড়িয়ে পড়লো।

নীল-পোশাকের এক নাবিক ঢুকে টেবিলের কাছে চলে এলো, 'ক্যাপ্টেন সেলাম দিয়েছেন, লেফটেনান্ট—ডাক্তার কার্পেনটারকে ওঁর কেবিনে অনুগ্রহ করে নিয়ে চলুন।'

হ্যানসেন মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়লো।

এগিয়ে চললাম আমরা। নীচে নামতে হ্যানসেন বলে উঠলো, 'একটু সাবধানে পা ফেলবেন, ডাক্তার—জায়গাটা পেছল।'

না! কোনো ভুল করলাম না। হোলি লোশের বরফ-শীতল জলের দিকে তাকিয়ে সতর্কপায়ে এগোলাম। ক্যানভাসের ছাউনি পেরিয়ে একটা দীর্ঘ ধাতব মই বেয়ে নেমে গেলাম ইঞ্জিন-ঘরে। আশ্চর্য ঝকঝকে, উষ্ণ-ঘরটা। ঘরময় ধূসর-রঙ করা যন্ত্রের ভীড় একদিকে, ছায়াহীন নিওনের আলো সারা ঘরে ছড়িয়ে।

'আমার চোখ বেঁধে দেবেন না তো, লেফটেনান্ট?'

'দরকার হবে না—' দাঁতের ফাঁকে হাসলো হ্যানসেন। 'আপনি যখন ওপর তলায় আছেন তখন দরকার হচ্ছে না, আর—না থাকলেও দরকার হচ্ছে না, কারণ, আপনি যা দেখছেন, তাতো জানাতে পারছেন না কাউকে; যদি হাজতে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে জীবন কাটাতে না চান'!

বুঝলাম।

একটা কাঁপা গুঞ্জন কানে এলো, পায়ের তলার কোনো জায়গা থেকে আসছে শব্দ···

গলির শেষে পড়লো আর একটা ভাড়ী পাল্লার দরজা। আমরা 'ডলফিন'-এর কন্ট্রোল সেন্টারে পৌঁছলাম। বাঁদিকটায় পার্টিশান করা বেতার-ঘর, ডানদিকের সমস্ত জায়গাটা জুড়ে যন্ত্রের ভীড়,

বোতামের সারি কাঠের দেয়ালে—সেগুলোর কাজ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার। সামনে, সোজা তাকালেই নজরে পড়ে একটা বড় টেবিল—তালিকা বিছানো। আর পেছনে, আবার—মাঝখানে পাল সাজানো ক'টা—বিরাটাকৃতি আরও এগোতে চোখে পড়লো দুটি ক্ষুদে পেরিসকোপ বসানো। কোনো সাধারণ মাপের সাবমেরিণের দ্বিগুণ জায়গা নিয়ে সারা কন্ট্রোল ঘরটা। কিন্তু তার প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা জুড়ে যন্ত্রের সমারোহ। কন্ট্রোল ঘরের ডেক আধুনিক বহু ইঞ্জিনবিশিষ্ট জেট উড়োজাহাজের অবিকল প্রতিরূপ। দুপাশে উড়োজাহাজের অনুকরণে কন্ট্রোল-কলাম।

কন্ট্রোল-ঘরের উলটোদিকে—গলিপথের অন্য পাশে আর একটা ঘরও চোখে পড়লো। হ্যানসেনের সঙ্গে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যেতে হলো। বাঁদিকের প্রথম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো হ্যানসেন। দরজায় টোকা দিলো সে।

দরজা খুলে কমাণ্ডার সোয়ানসান বেরোলো।

'এই যে ডাক্তার কার্পেনটার। আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। আমরা সাড়ে ছ'টায় যাত্রা শুরু করছি।'

হ্যানসেনের দিকে ফিরলো সে এবার, 'জন, এর মধ্যে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে তো ?'

'টর্পেডোগুলো ওঠানোর সময়ের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে, ক্যাপটেন।'

'আমরা গোটা ছয়েক তুলছি মাত্র।'

হ্যানসেন শুধু একটা ভ্রু তুলে তাকালো, 'নলের মধ্যেই রাখা হবে তো ওগুলো ?'

'না, তাকের ওপরে থাকবে। ওগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে।'

'বাড়তি থাকছে না ?'

'না।'

হ্যানসেন মাথা হেলিয়ে চলে গেলো।

সোয়ানসান আমাকে কেবিনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

'ডাক্তার, স্যাটোর মার্কিন নৌবহরের কমাণ্ডার অ্যাডমিরাল গার্ভির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি আপনার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দীর্ঘ চেহারার মানুষ গার্ভি। উজ্জ্বল চেহারায় সাদা চুলে একে কমনীয় সৌন্দর্য এনে দিয়েছে।

'পরিচয় করে সুখী হলাম, ডাক্তার। আর, আপনার প্রতি এই অনুষ্ণ সম্বর্ধনার জন্যে দুঃখপ্রকাশও করে নি একই সঙ্গে। তবে, কমাণ্ডার সোয়ানসান তো শুধু হুকুমই তামিল করেছেন। ওঁর লোকেরা আপনার ঠিকমত দেখা শোনা করেছে তো?'

'ক্যান্টিনে ওদের কফি কিনে খাওয়াবার অনুমতিটুকু দিয়েছে।'

'ওরা সব সুবিধেবাদী, বুঝলেন—এই পরমাণু-মানুষগুলো। মার্কিন অতিথেয়তার সুনাম ক্ষুণ্ণ। একটু হুইসকি চলবে, ডাক্তার?'

'মার্কিন জাহাজগুলো 'ড্রাই' বলেই তো ধারণা ছিলো আমার।'

'ধারণা আপনার ঠিকই, ডাক্তার। অভ্রান্তই—ওষুধের ডোজে একটু অ্যালকোহল আর কি। আমার নিজস্ব ব্যাপার—'

কোমর থেকে একটা শিশি বের করে নিলেন অ্যাডমিরাল, গ্লাসও বেরোলো।

'স্কচের গভীরে যাওয়ার আগে পরিনামদর্শী মানুষেরা যথারীতি প্রাগ-বিধান নিয়ে থাকে। আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ডাক্তার। গতরাতে লণ্ডনে আপনাদের অ্যাডমিরাল হিউসানের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। আপনাকে জাহাজে জায়গা দেবার জন্যে সোয়ান-সনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার কথা বলেছেন—'

'প্রভাব-বিস্তার, বলছেন কি কথাটা?'

'হ্যাঁ।' দীর্ঘশ্বাস পড়লো অ্যাডমিরালের, 'আমাদের এই পরমাণু-সাবমেরিন ক্যাপটেনরা, বুঝলেন ডাক্তার—শক্ত মানুষ বলে কুখ্যাতি

আছে এদের।' গ্লাসটা তুলে ধরলেন গার্ভি, 'সফলতা কামনা করছি, আপনার—আপনার কমাণ্ডারেরও। ওই নচ্ছারগুলোকে খুঁজে পাবেন আপনি, আশাকরি—কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত বলেই ধারণা আমার।'

'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ওদের খুঁজে পাবো, বা—কমাণ্ডার সোয়ানসান পাবেন—'

'আপনার নিশ্চয়তার কারণ?' ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন গার্ভি।

'বলতে পারেন?'

গ্লাস নামিয়ে দিয়ে গার্ভি সোজা তাকালেন আমার দিকে, চোখে পিটপিটুনি থেমে গেছে তাঁর, 'অ্যাডমিরাল হিউসান আপনার প্রসঙ্গ বার বার এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আপনি কে কার্পেন্টার? আপনি কি করেন?'

'সেটাও নিশ্চয়ই তার কাছেই শুনেছেন আপনি। নৌবহরের সামান্য ডাক্তার একজন, কাজ তার…'

'নৌবহরের ডাক্তার?' অ্যাডমিরাল থামিয়ে দিলেন আমাকে। 'মানে—ঠিক তা নয়, আমি—'

'অসামরিক মানুষ?'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে দিলাম। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি মনোভাব যাই থাকুক। প্রকাশ্যে স্বস্তির ভঙ্গি।

'তারপর বলে যান ডাক্তার।' অ্যাডমিরাল বলে উঠলেন। 'আর কিছু বলার নেই। চাকরির সূত্রে পরিপার্শিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। শূন্যে উড়ে যাওয়ার সময়ে ওজন কমে গেলে কি প্রতিক্রিয়া হয়, বা 'সাবমেরিন থেকে পালানোর সময়ে চাপের ব্যাপারটা—'

'সাবমেরিন—আপনি সাবমেরিনে জলের তলায় গেছেন কখনো, ডাক্তার? মানে—সত্যি সত্যি কোনো যাত্রায় অংশ নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। নিতে হয়েছে। দেখেছি—ট্যাঙ্ক থেকে পালানোর ভানের ব্যাপারটা আসল ব্যাপারের কাছে কিছু না।'

অ্যাডমিরাল আর তাঁর সঙ্গীর মুখভাব আরও ম্লান দেখাচ্ছে। বিদেশী মানুষ—মন্দ, মন্দতর—অসামরিক বিদেশী। আর, সাবমেরিণের সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন অসামরিক বিদেশী—বিপদজনক।

ওদের মনের অবস্থা আমার নখদর্পনে। ওদের অবস্থায় অবশ্য আমার চিন্তাও অভিন্ন হতো।

'তুষার-কেন্দ্র জেব্রার ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট কি, ডাক্তার?' গার্ভি সোজা প্রশ্ন রাখলেন এবার।

'নৌবহর থেকে ওখানে যাবার নির্দেশ পেয়েছি, স্যর।"

'বুঝেছি, ক্লান্তকলা গার্ভির!' অ্যাডমিরাল হিউসান অবশ্য সেটা ব্যাখ্যা করেছেন ইতিমধ্যে। তা, আপনাকেই নির্বাচনের হেতু?'

'উত্তর মেরু সম্পর্ক আমার মোটামুটি ধারণা আছে বলেই বোধহয়। তাছাড়া তুষার ক্ষত আর গ্যাংগ্রীনের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি আছে আমার। আপনাদের জাহাজের ডাক্তার যা' পারবেন না, আমি হয়তো পারবো।'

'কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওইরকম আধ ডজন বিশেষজ্ঞ এখানে এনে ফেলা আমার পক্ষে খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

এবং তারা মার্কিন নৌবহরের নিয়মিত লোকই হবেন। না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, ডাক্তার!'

বুঝলাম ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে আসছে, আর এক দফা চেষ্টা চালালাম,' আমি তুষার কেন্দ্র জেব্রার কথা জানি—ওখানকার স্থান-নির্বাচনে সাহায্য করেছি। ক্যাম্প চালু করার ব্যাপারেও সহায়তা করেছি। ওখানকার কম্যাণ্ডার মেজর হ্যালিওয়েল আমার পুরনো বন্ধু—'

শেষের কথাগুলো অর্ধসত্য। কিন্তু এ' অবস্থায় অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।

করছেন ?

আমার কাজগুলো ছকে বাঁধা নয়, স্যার।'

'আমার ধারণা কিন্তু তাই—যাই হোক—ডাক্তার, আপনি যদি তার ব্যতিক্রম হন তাহলে তার কি ব্যাখ্যা দেবেন ?' টেবিল থেকে সংকেতের একটা ফর্ম তুলে আমার হাতে দিলেন, 'কমাণ্ডার সোয়ানসানের বেতার-অনুসন্ধানের উত্তরে ওয়াশিংটান থেকে এই মাত্র পৌঁছেচে এটা।'

সংকেতটা পড়লাম: ডঃ নীল কার্পেন্টার নির্ভেজাল মানুষ। সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মানুষ বলে ধরে নিতে পারেন। পূর্ণ সহযোগিতা করবেন তাঁর সঙ্গে।'

বার্তাটিতে ন্যাভাল অপারেশান্স-এর অধ্যক্ষের স্বাক্ষর। 'যথেষ্ট সেইজন্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন অধ্যক্ষ, এ' ধরণের একটা চরিত্র লিপি পাঠিয়ে। তা, এর পরও আপনার ভাবনাটা কিসের। এতে যে কোনো মানুষই সন্তুষ্ট হবে বলেই তো আমার মনে হয়।'

'কিন্তু, আমি হতে পারছি না। ডলফিন-এর সার্বিক দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত। এই বার্তা অবশ্য আপনাকে মুক্ত করছে—সোয়ানসানের কাজের পরিপন্থী কিছু করার প্রয়োজনও হচ্ছে—কিন্তু, আমি তা' মেনে নিতে পারছি না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি তো নির্দেশ পেয়েছেন। নির্দেশ পালন করুন।'

আমার গায়ে অবশ্য হাত তুললেন না ভদ্রলোক। চোখের পলকও পড়লো না তাঁর। সাবমেরিনের নিরাপত্তাই তাঁর একমাত্র মাথাব্যথা, 'আমি যদি মনে করি উত্তর মেরুতে বুনো হাঁস তাড়ানোর চাইতে 'ডলফিন'-এর আরও কিছু দায়িত্ব আছে—বা, আমার যদি মনে হয় আপনি ক্ষতিকর মানুষ—তাহলে নির্দেশ অমান্য করার প্রশ্ন অবশ্যই উঠছে। আমি এখানকার সর্বাধিনায়ক, আর আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি—'

গোলমাল বাড়লো। কথাবর্তায় মনে হচ্ছে ওঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে, এবং...আমি দুটো মানুষের দিকেই চোখ তুললাম—সতর্ক চোখে মাপলাম—অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম...ওদের দুজনেরই বিশ্বাসযোগ্য এমন একটা কাহিনীর অবতারণার কথা ভেবে চলেছি। অনেকক্ষণ পরে বলে উঠলাম, 'ওই দরজাটা কি শব্দনিয়ন্ত্রিত?' আমার গলা খাদে।

'মোটামুটি।' সোয়ানসানও গলা নামিয়ে দিলো।

'আমি আপনাদের কাউকেই গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞা করিয়ে বা ওই-ধরনের কিছু বাজে কথা আদায় করিয়ে অপমান করবো না।' শান্তস্বরে শুরু করলাম; সেই সঙ্গে এ' কথাও জানাচ্ছি—আমি যা' বলবো এখন, তা অ্যাডমিরাল সাহেবের জবরদস্তিতে বলছি, এবং না বললে আমার যাত্রা বন্ধ হতে পারে—এই আশংকায় বলছি—'

'কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না—' গার্ভি বললেন।

'কি করে জানছেন সেটা? এখুনি তো বোঝা যাবে না তা। যাক, ঘটনাটা হচ্ছে—তুষারকেন্দ্র জেব্রা বিমানমন্ত্রকের সরকারী আবহ-কেন্দ্র হিসেবে গন্য। বিমান-মন্ত্রকের অধীনেই সেটা। কিন্তু—দুঃখের বিষয়, গোটা মন্ত্রকে জনা দুয়েকের বেশী দক্ষ আবহবিদ নেই।'

অ্যাডমিরাল গার্ভি গ্লাস পূর্ণ করে আবার বাড়িয়ে দিলেন, নিঃশব্দে। ভাবলেশহীন তাঁর চোখমুখ।

'ওখানে, অর্থাৎ কেন্দ্রে পাবেন দুনিয়ার সেরা দক্ষ কারিগরদের—রাডার, রেডিও, লাল-উজানি (ইনফ্রা-রেড) আর আনবিক গণনাযন্ত্র (ইলেকট্রনিক কমপিউটার), ইত্যাদির কাজে নিযুক্ত তারা। রুশদের ক্ষেপনাস্ত্র ছাড়ার আগে শেষ-মুহূর্তে সংকেতের ব্যাপারটাও আমরা জেনেছি, কি ভাবে জেনেছি সেটা প্রশ্ন না। জেব্রা যে কোনো ধরনের সংকেত সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পারে, এই সব যন্ত্রের সাহায্যে। মিনিট খানেকের মধ্যেই আলাসকা আর গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী প্রতি

-ক্ষেপন কেন্দ্রে চলে যাচ্ছে তথ্য। আরও মিনিট খানেকের মধ্যেই ইনফ্রা-রেড প্রতি-ক্ষেপন রকেট ছাড়া হয়ে যাচ্ছে·· উত্তর মেরু অঞ্চলেই বিনা আয়াসে শত্রু পক্ষের ক্ষেপনাস্ত্র গতিরুদ্ধ হচ্ছে, হচ্ছে বিধ্বস্ত—মানচিত্রটা দেখুন, দেখবেন—জেব্রা তুষারকেন্দ্র রুশদের ক্ষেপনাস্ত্র-কেন্দ্রের দোরগোড়ায় বসে। 'ডিইডব্লিউ'—'ডিস্টান্ট আর্লি ওয়ার্নিং' পদ্ধতির কয়েক শো মাইল অগ্রগামী—ওই পদ্ধতিকে অপ্রচলিত করে দিয়েছে।'

'সরকারী মানুষ বলতে আমিই একমাত্র, যার ওই এলাকায় যাতায়াত আছে, এবং আমি এসবের কিছুই শুনি নি।'

বিস্মিত হলাম না। কারণ, আমি নিজেই শুনি নি, মানে—এ' ব্যাপারটা মাথায় এসেছে কয়েক মুহূর্ত আগে। জেব্রায় পৌঁছবার পর কমাণ্ডার সোয়ানসানের প্রতিক্রিয়া কৌতুককর হতে পারে, মনে হলো। কিন্তু এটা পরের ব্যাপার, আপাতত সেখানে পৌঁছতে হবে।

'তুষারকেন্দ্রের বাইরে খুব অল্প মানুষই জানে সেখানে কি ঘটছে। এখন তো জানলেন—তাহলে নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করছেন, বাইরের পৃথিবীর কাছে এই কেন্দ্রের গুরুত্ব কতখানি। ওখানে কি ঘটেছে সেটাই আগে জানা দরকার, এবং অবিলম্বে, কারণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার, ওখানে যদি কোনো অঘটন না ঘটে গিয়ে থাকে।'

গার্ভির ঠোঁটে হাসি ফুটলো, 'আমার এখনো ধারণা—আপনি সাধারণ চিকিৎসক নন।' সোয়ানসানের দিকে ফিরলেন, 'কমাণ্ডার, কতক্ষণের মধ্যে যাত্রা শুরু করা যাবে?'

'টর্পেডোগুলো তোলা হয়ে যাক। তারপর 'হানলে' জাহাজ থেকে খাবার দাবার আর মেরু-বস্ত্র, শেষে যাত্রা।'

'ব্যস? তবে যে বললেন লোশের দিকে এগিয়ে প্লেনগুলো পরীক্ষা করে নেবে,—নিখোঁজ টর্পেডোগুলো—'

'সেটা ডাক্তারের কথা শোনার আগে ভেবেছিলাম। কিন্তু, এখন আমি

ওঁর মতই সেখানে পৌঁছবার জন্যে ব্যগ্র। পরীক্ষার এখুনি কোনো দরকার আছে কিনা দেখে নিচ্ছি, নইলে যাত্রার মধ্যেই ব্যাপারটা সারা যাবে।'

'জাহাজের মালিক তুমি, তা—ডাক্তারের থাকার ব্যবস্থাটা কোথায় করছো?'

'ইঞ্জিনিয়ারের কেবিনে একটা খাট ফেলার মত জায়গা আছে। ওঁর স্যুটকেস পাঠিয়েও দিয়েছি সেখানে।'

'তালাটা নিয়ে কি খুব ঝামেলা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

মুখের রঙ সামান্য বদলালো সোয়েনসানের, 'জীবনে এই প্রথম এরকম বিদঘুটে সংযোগ-ব্যবস্থা দেখেছি—খুলতে পারি নি, আর, তাতেই তো আমাদের সন্দেহ বেড়েছে। অ্যাডমিরালের সঙ্গেও দু' একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে, আপনাকে আপনার ডেরায় পৌঁছে দি—রাতের খানা আটটায়।'

'রাতে খাবো না ভাবছি, ধন্যবাদ।'

'ডলফিন-এ কেউ সমুদ্র-ব্যাধিতে ভোগে না, সে আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি—' হাসলো সোয়ানসান।

'আমি বরং ঘুমোবো তার চেয়ে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারি নি, পঞ্চাশ ঘণ্টা অবিশ্রাম যাত্রার ধকল। ভীষণ ক্লান্ত—'

'হ্যাঁ, অনেক ঘোরা হয়েছে তাহলে আপনার।' সোয়ানসান আবার হাসলো। সব সময়েই হাসছে যেন সে, এবং সে হাসির মর্ম বর্তমানে মূল্যায়ন করা শক্ত।

'পঞ্চাশ ঘণ্টা আগে কোথায় ছিলেন আপনি, ডাক্তার?' আচমকা প্রশ্ন করলো সোয়ানসান।

'দক্ষিণ মেরুতে—'

অ্যাডমিরাল গার্ভি আমার দিকে প্রবীন দৃষ্টিতে তাকালেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।

জেগে ওঠার পরেও অনেকক্ষণ ঘুমের ঘোর লেগে রইলো চোখে, যে ঘোর থাকে বাড়িতে নিদ্রায়। আমার ঘড়িতে সময় সাড়ে ন'টা। বুঝলাম, পরের সকাল—সেদিনের রাত নয়। পনেরো ঘণ্টা

কেবিনের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। উঠে, হাতড়ে বাত্তি জ্বালালাম। চারপাশে তাকালাম—না, হ্যানসেন বা ইঞ্জিনিয়ার কেউই নেই। ওরা নিশ্চয়ই আমি শুয়ে পড়ার পর ঢুকেছিলো এবং আমি ওঠার আগেই বেরিয়ে গেছে। ভালো করে চারদিক দেখে নিলাম, কানখাড়া করে। একটা আশ্চর্য নৈঃশব্দ সারা পরিবেশে—গতিহীন সমস্ত কিছু। যেন বাড়ির শোবার ঘরে রয়েছি। কিছু গোলমাল হলো কি? বাধা কিসের? জাহাজ চলছে না কেন? হলফ করে বলতে পারি গতরাতে সোয়ানসান আমার মতই অবস্থার গুরুত্বে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বেসিনে চোখমুখ ধুয়ে নিলাম দ্রুত। গলির ডান দিকটায় কয়েক ফুট আগে একটা দরজা। অফিসারদের পোশাক-ঘরে ঢুকে পড়লাম। ওদের একজন এখনো তার প্রাতরাশের পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে—কাবাব, ডিম আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সহযোগে। চোখ তার একটা সাময়িকীর ওপর, আত্মতৃপ্ত মানুষের স্বাক্ষর তার সর্বাঙ্গে। আমার বয়সীই হবে লোকটা—লম্বা চেহারার, ভারী হবার লক্ষণ শরীরে। অতগুলো মানুষের মধ্যে এমন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা নজরে পড়ে নি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উঠে পড়লো সে, হাতটা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে, 'ডাক্তার কার্পেন্টার নিশ্চয়ই। 'সুস্বাগতম—বসুন, বসুন।' প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ছেড়ে দিলাম দ্রুত, পরে প্রশ্ন করলাম, 'কি হয়েছে কি—আমরা থেমে আছি কেন?'

'সারা দুনিয়ারই তো ওই একটাই সমস্যা,' বেনসান শোকার্ত গলায় বলে উঠলো, 'গতি আর গতি—আর তার ফল? বলি আপনাকে—'

'মাপ করবেন, ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করবো—'

আমি ফিরতেই আমার হাত ধরে ফেললো বেনসান, 'আরাম করুন, ডাক্তার। আমরা সাগরে পড়েছি, বসুন—'

'সাগরে—কিন্তু, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

'বুঝবেন না—জলের তলায়—তিনশো ফুট গভীরে কিছুই অনুভব করবেন না। আমি এ' সব ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওটা কারিগরদের মাথাব্যথা—'

'কারিগর—?'

'ওই ক্যাপটেন, ইঞ্জিনিয়ার—ওদের কথা বলছি, হাতের আন্দোলনে কিছু বোঝাতে চাইলো বেনসান, 'আপনার ক্ষিদে পেয়েছে?'

'আমরা ক্লাইভ পেরিয়েছি কি?'

'স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে অনেক পথ পেরিয়ে যদি ক্লাইডের ব্যাপ্তি হয়, তাহলে উত্তরটা—হ্যাঁ, পেরিয়েছি।'

'আবার ফিরবো তাহলে?'

হাসলো বেনসান, 'শেষ ছিলাম আমরা নরওয়েজীয় সাগরে, বার্জেনের অক্ষাংশে।'

'আজ কি মঙ্গলবারের সকাল?' জানিনা প্রশ্নটা বোকার মত হয়েছিলো কিনা, তবে নিজেকে অবশ্যই তাই মনে হয়েছে।

'হ্যাঁ'।' হাসলো বেনসান, 'এবং গত পনেরো ঘণ্টায় আমরা কি বেগে এগিয়েছি যদি কষে ফেলতে পারেন তো অনুরোধ করবো সেটা নিজের মনেই রাখতে আপনাকে।' চেয়ারে হেলান দিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে দিলো সে, 'হেনরি।'

ভাঁড়ারের দিকে একটা লোক বেরিয়ে এলো, সাদা জ্যাকেট পরনে—লম্বা, রোগা চেহারার মানুষ, রঙটা অনুজ্জ্বল। বেনসানের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ গলায় বলে উঠলো, 'আর এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ দেবো?'

'চর্বি ভর্তি ওই বস্তু আমি একবারের বেশী গ্রহণ করি না তুমি ভালো

করেই জানো,' বেনসানের গলা মর্যাদাব্যঞ্জক। 'সে জন্যে ডাকিনি, হেনরি—ইনি ডাক্তার কার্পেন্টার—'

'কেমন আছেন?' আন্তরিকতার গলায় বললো হেনরি।

'প্রাতরাশের ব্যবস্থা করো, হেনরি—আর মনে রেখো। ডাক্তার ব্রিটেনের মানুষ। মার্কিন নৌবহরের 'চাউ' সম্পর্কে ওর কোনো বিরূপ ধারণা থাকে এটা—'

'ওই খাদ্যটি সম্পর্কে কারো সেরকম ধারণা থাকলে সেটা তাঁরা সযত্নে বুকে করেই রাখেন। তাহলে প্রাতরাশ—'

'অনুগ্রহ করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা বাদ দিয়ে, আমরা—এই ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশরা কিছু কিছু জিনিষ সহ্য করতে পারি না।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে হেনরি অদৃশ্য হলো।

'বেনসান, আপনিও তো চিকিৎসক?'

'ডলফিন'-এর রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, নির্ভেজাল। যে মানুষের পেশাদারী যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আর, সেই সঙ্গে সমপেশায় নিযুক্ত আর একজনকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে!'

'আমি কিন্তু কাউকে টেক্কা দেবার অভিপ্রায় নিয়ে আসি নি—

'জানি, আসেন নি...' দ্রুতস্বরে বলে গেলো বেনসান। সোয়ানসান ততক্ষণে বেনসানের হাতটা ধরে ফেলেছে—তাৎপর্য, আমাকে ব্যঙ্গ থেকে বিরত করা। আবার ভাবনা শুরু হলো আমার—তুষারকেন্দ্রে পৌঁচবার আমার মিথ্যার ঝাঁপি উন্মুক্ত হলে সোয়ানসান কি বলবে। বেনসান কিন্তু হাসিমুখে বলে চললো, 'এ জাহাজে দুটো ডাক্তার তো দূর অস্ত, একজনেরই দরকার পড়ে না—'

'আপনার কাজের চাপ নেই তেমন বলছেন;' প্রাতরাশের টেবিলে তার অলস ভঙ্গিই বলে দিলো সে সম্ভাবনা কম।

'কাজের চাপ! সারাদিনে একটা রুগী জোটে কিনা সন্দেহ। ওই বন্দরে পৌঁছবার পর যা দুটো একটা।'

বেনসানের ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেলো, 'কাজের কোনটাই তেমন অসংগতির দাবীদার নয়। জাহাজের প্রত্যেককে আমরা একটা ক'র ডোসীমিটার দিই ফিল্ম ব্যাজ রেডিয়েশান ডোসেজের জন্যে, তা অবশ্যই স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কম।

পারিপার্শ্বিক সমস্যাটা আরো সহজ কার্বণ ডায়োক্সাইড আর মনোক্সাইডই চিন্তার কারণ। আমাদের একরকম যন্ত্র আছে— তা ছেড়ে দেওয়া কার্বণ ডায়োকসাইড পরিপার্শ্ব থেকে টেনে নিয়ে সাগরে ফেলে দেয়। কার্বণ মণোকসাইডও এড়ানো যায়—যদি ধুমপান নিষিদ্ধ করা যায়—কিন্তু, তাতে বিভ্রাট বাড়বে। যন্ত্র যত্নে রাখার দায়িত্ব একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনম্যানের ওপর।'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো বেনসানের, 'আমার এখানে এমন এক অস্ত্রোপচার-ঘর আছে, যা আপনাকে খুসী করবে, ডাক্তার। অপারেশান টেবিল থেকে দাঁত তোলার চেয়ার। আর এক কামকেচ্ছা হয়েছিলো, এক রান্নার লোক আমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে আঙ্গুল পুড়িয়ে ফেলেছিলো, হতভাগা সিগারেট খাচ্ছিলো।'

কিছু একটা 'বক্তৃতা' করা তো দরকার, নইলে চাকরি থাকে না। দিনে অন্তত ঘন্টা দুয়েক মেডিক্যাল সাময়িকী হাতড়াতে হয়, কিন্তু, কিন্তু কি লাভ তাতে, যদি কাজেই না লাগানো যায়! তাই বক্তৃতা দিই—কোথায় কোথায় চলেছি আমরা, সে সম্পর্কে বক্তৃতা করি— সবাই শোনে।' সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কেও জ্ঞান দিই—অতি-আহার আর কম-পরিশ্রম সম্পর্কেও বলি, এসব অবশ্য কেউ শোনেনা। আমি নিজেও না—ওইরকম একটা সময়ে রান্নার লোকটা আঙ্গুল পুড়িয়ে ফেলেছিলো। সেই জন্যেই তো হেনরী রান্নার ব্যাপারে অত মাতব্বরী করে, লোকটা দুটো মানুষের খাবার উদরস্থ করে, অথচ কোনো অদৃশ্য বিপাকে লোকটার গায়ে মাংস কাগলো না। আবার বলে—ডায়েটিং—এর জন্যেই নাকি—'

'এসবই যেন একটু বেশীই মনে হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে—'

'তাইতো—' চোখমুখ উজ্জ্বল হলো তার, কিন্তু, আমার একটা কর্ম আছে—শখের ব্যাপারও বলতে পারেন—সাধারণ মানুষের যা নেই। বরফ-যন্ত্র। ও ব্যাপারে-বিশেষজ্ঞ বলতে পারি নিজেকে—'

'হেনরি কি বলে এ' সম্পর্কে?'

'কে? হেনরি?' হেসে উঠলো বেনসান, 'সে রকম বরক-যন্ত্র নয়—পরে দেখাবো আপনাকে—'

হেনরি খাবার নিয়ে এলো। বেশ জমাটি মেনু। প্রাতরাশ পর্বের পর বেনসান বসলো, 'কমাণ্ডার সোয়ানসান বলছিলেন আপনি জাহাজটা ঘুরে ফিরে দেখবেন। আমি কিন্তু তৈরী, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে।'

'আপনাদের দুজনেরই অনুগ্রহ। কিন্তু—কিন্তু আমি প্রথমে দাড়িটা—কামাবো—পোশাক পাল্টাবো, আর—ক্যাপটেনের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে নেবো।'

'দাড়ি কামাতে পারেন, ইচ্ছে হলে। কেউ জোর করবে না। আর পোশাকের ব্যাপারে, শার্ট আর প্যান্টই যথেষ্ট। আর, ক্যাপটেন আপনাকে জানিয়ে দিতে বলেছেন, আপনাকে জানানোর মত কিছু তথ্য পাওয়া মাত্রই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

দাড়ি কামিয়ে নিলাম। পরে বেনসান আমাকে নিয়ে 'ডলফিন' দেখাতে বেরোলো। স্বীকার করতেই হয় সাবমেরিনটি যে কোন ব্রিটিশ যানকে লজ্জা দেবে, মনে হবে সেটা যেন বরফ-যুগের কিছুর ধ্বংসাবশেষ।

বেনসান আমাকে তার অস্ত্রোপচার-ঘরে নিয়ে চললো। ক্ষুদ্র ঘরটা আশ্চর্য সাজানো—সজ্জায় নয়, যন্ত্রপাতিতে। চললাম অন্য ঘরে, সেখানে চলচ্চিত্রের আয়োজন, বিরাটই বলা যায়। ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও আছে।

'স্বাতন্ত্র আছে—' বললাম।

'একাত্ম হয়ে গেছি এর সঙ্গে, জানেন।' বেনসানের গলায় ক্ষোভ।

'চলচ্চিত্র-গ্রন্থগারিক হয়েছি, কিন্তু ব্যাবহার করার উপায় নেই; ডিসিপ্লিনের প্রয়োজনে—। যাইহোক পরিবেশটাকে দারুণ হেল্প করছে, তাই না? মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থদের প্রফুল্ল করেছে। ভাবতেও ভালো লাগে।'

অস্ত্রোপচার-ঘর ছেড়ে কর্মী আবাসের দিকে চললাম। ডেক থেকে নেমে ক্রুদের কোয়ার্টারে পৌছলাম। ঝকঝকে টালি দেওয়া কলঘর দিয়ে নিয়ে চললো আমাকে বেনসান, গোছানো বাংকঘর পেরিয়ে ওদের খাবার ঘরে!

'এটা জাহাদের প্রাণকেন্দ্র। আনবিক সজ্জা···নেই—শুধু হাই-ফাই, রেকর্ড-প্লেয়ার; কফি মেসিন; আইসক্রিম মেসিন; চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার—তাসের টেবিল। সাবেকি সাবমেরিনের মানুষগুলো কবর থেকে উঠে আসবে এ'সব দেখে! ওদের অবশ্য মাসের পর মাস জলের তলায় কাটাতে হয় নি।'

'অতি-আহারের বক্তৃতাগুলো এখানে দিই আমি, ঘুম পাড়ানি বক্তৃতা', গলা তুলে বললো বেনসান, জনা সাত-আট কফি পানরত মানুষকে শুনিয়ে, ওদের কেউ পড়ছে, কেউ বা ধূমপানরত।

লোকগুলো দাঁত বের করে হেসে উঠলো, এ ধরণের সংলাপ যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে তাদের। বেনসান বাড়িয়ে বলছে, এটা জানে তারা। ওদের মধ্যে একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়লো। ভারী চেহারার মানুষ থেকে ক্ষুদে মানুষটা পর্যন্ত—প্রত্যেকেই এক ধরণের আলগা স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষরবহনকারী, জাব্রিনসকী আর রলিংস এর মধ্যে যা দেখেছি, উজ্জ্বলতার আমেজে ভরপুর শান্ত ব্যক্তিত্ব।

বেনসান ওদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো, জাহাজে ওদের কার কি কাজ তা'ও জানালো।

আমার পরিচয়ও দিলো ওদের, রাজকীয় নৌ-বহরের ডাক্তার বলেই। হাওয়া বদলই আমার উদ্দেশ্য বলে জানালো। সোয়ানসানের নির্দেশেই হয়তো এসব বলে থাকবে। আমার সম্পর্কে যারা অত্যুৎ-

সাক্ষী, তাদের মুখ বন্ধ করাও অন্যতম কারণ হতে পারে।

একটা ছোট কামরার ভেতর ঢুকলো বেনসান আমাকে নিয়ে। হাওয়া-বিশুদ্ধকরণের জন্যে তৈরী ঘর এটা। এ' হলো ইঞ্জিনম্যান হ্যারিসান। কাজকর্ম কেমন চলছে হ্যারিসান?'

'ভালোই, ডাক্তার।' লগবুকে কটা সংখ্যা বসিয়ে বেনসানের সামনে ধরলো। বেনসান দ্রুত সই করলো তাতে, এবং আর কিছু কথাবর্তার পর বেরিয়ে এসো।

'কলমের এক আঁচড়ে আর্ধেক দিনের কাজ শেষ। আচ্ছা, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র দেখার আগ্রহ নেই তো আপনার?'

'না, কেন?'

'আমাদের পায়ের তলার সামনের সবটুকু অংশ জুড়েই ভাঁড়ার। ব্যাপারই একটা—তবে, একশোটা মানুষের উপযোগ। খাবার—কারণ প্রয়োজনবোধে মাস তিনেক জলের তলায় কাটাতে হতে পারে। ওঘরে আর তাহলে ঢুকবো আমরা, ওইখাদ্য সম্ভারে চোখ গেলেই আমার মনে হয়, নিশ্চিত পরাজয় যে যুদ্ধে—তা চালিয়ে যাচ্ছি। বরং রান্নার জায়গাটায় উঁকি দেওয়া যাক।'

আমরা ঢুকতে একটা লম্বা ভারী চেহারার রাঁধুনী ঘুরে তাকালো, হাসি হাসি মুখ তার। 'আজকের লাঞ্চ চাখতে এসেছেন নাকি ডাক্তারসাহেব?'

'না। পরিচয় করিয়ে দিই, ডাক্তার কার্পেন্টার; স্যাম ম্যাকগায়ার আমাদের রান্নাঘরের একনম্বর লোক, এবং আমার প্রধান শত্রু। তা, আমার লোকদের কি গেলাবে আজ?'

'গেলাবার ব্যাপার নেই কিছু।' উৎফুল্লস্বরে বললো ম্যাকগায়ার, 'ক্রীমস্যুপ, বীফ, রোস্ট পটেটো আর অ্যাপল পাই, পেট ভরে। —প্রোটিন খাদ্য—'

ঘর থেকে বেরোবার মুহূর্তে বেনসান দাঁড়িয়ে পড়লো। দশ ইঞ্চি মাপের একটা ভারী পেতলের টিউবের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলো—

ডেকের প্রায় চার ফুট উচ্চতায় রাখা। ঢাকনিটা বেশ শক্ত করে আঁটা, 'এটার ব্যাপারে আগ্রহ হতে পারে আপনার ডাক্তার—কি মনে হয় এটা?'
'প্রেসার কুকার বোধহয়?'
'দেখতে সেইরকমই, তাই না? এটা আমাদের জঞ্জাল-সাফাইয়ের যন্ত্র। আগেকার দিনে, সাবমেরিনগুলোকে যখন কয়েক ঘন্টা পরপরই ভেসে উঠতে হতো—ময়লা পরিস্কার করবার জন্যে, তখন কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু তিনশো ফুট জলের তলায় যখন আপনাকে দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছে, তখন শুধু ঝুড়ি উপুড় করে দিলেই কাজ শেষ হচ্ছে না।—এই টিউবটা 'ডলফিন-এর নীচে চলে গেছে। জল-নিরোধক দরজা একটা সেখানে—এটার বরাবর। দুটো দরজা একই সময়ে যাতে না খোলে সেরকম ব্যবস্থা করা আছে। স্যাম বা তার লোকেরা পলিথিন নাইলনের থলিতে জঞ্জাল স্তূপ করে, ইট চাপিয়ে দেয়—
'ইট?'
'হ্যাঁ। স্যাম, জাহাজে কত ইট আছে আমাদের?'
'হালের গোণায় একহাজারের কিছু ওপরে, ডাক্তার।'
'রীতিমত ঠিকেদারী ব্যাপার, কি বলেন? বেনসানের ঠোঁটে গর্বের হাসি, 'এই ইটগুলোই জঞ্জালের স্তূপ জলের নীচে ঠেকিয়ে রাখবে। যুদ্ধের সময় না হলেও আমাদের অবস্থা গোপন রাখাই অভিপ্রায়। তিন চারটে বস্তায় মাল চলে যায়, ওপরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। থলিগুলো পাম্পের সাহায্যে বের করে দেওয়া হয়। পরে বাইরের দরজা বন্ধ, ব্যস।'
'আচ্ছা।' সায় দিলাম। যে কোনো কারণেই হোক, এই ব্যবস্থা আমার কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হলো।
'মাত্র ছ'টা টর্পেডো, বুঝলেন?' বেনসান গলা নামিয়ে বলে গেলো। কারণ বান্‌কের পার্টিশানগুলোর ফাঁকে নিদ্রিত মানুষের ভারী নিশ্বাস

কানে আসছে। 'আরও বারোটা রাখার জায়গা আছে। টর্পেডো টিউবে ভরে রাখার মত আরও ছ'টাই আছে। দুটোয় আবার দোষ দেখা দিয়েছে।'

বেনসান দাঁতের ফাঁকে হাসলো, 'যে কোনো সাবমেরিনের বড়কর্তার একটা ব্যাপারেই ঘোর আপত্তি, সেটা হচ্ছে টর্পেডোহীন সাবমেরিনে যাত্রা। তার চেয়ে বাড়িতে থাকাটা অনেক নিরাপদ মনে করে সে।'

'এগুলো এখন কাজ করছে না, তাহলে?'

'সেটা বলতে পারবো না। ওটা আমাদের নিদ্রিত যোদ্ধারা জাগলে জানা যাবে।'

'এখন কাজ হচ্ছে না কেন?'

'কারণ ক্লাইডে ফেরার আগে ওগুলো নিয়ে বাট ঘণ্টা অবিশ্রাম কাজ করেছে ওরা—গণ্ডগোল ঠিক করতে। আমি তখন ক্যাপটেনকে বললাম, ওদের ওইভাবে আর কিছু সময় রাখলে জাহাজেরই ক্ষতি হবে, আর —'

কথার মধ্যেই বেনসান এগোলো. টর্পেডো সারির পাশ দিয়ে ইস্পাত-মোড়া আর একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। পার্টিশান দেওয়া পেছন দিকটা। দরজা খুলে দিলো সে। ভেতরে আর একটা দরজা চোখে পড়লো—পার্টিশানের আড়ালে, ডেকের আঠারো ইঞ্চি উচ্চতায় তার কার্নিশ।

'এই জলযানগুলো তৈরী করতে কোন ঝুঁকি নেন না আপনারা, মনে হয়—কারণ এগুলো ভেদ করার চেয়ে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের গেট ভাঙা সহজ '

'তা ঠিক না। আমাদের সাবমেরিন আনবিক শক্তিসম্পন্ন হলেও, পুরনো জলযানগুলোর মত জলের নীচের আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা মুক্ত নই, সে সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। পর্টিশানের দোষে এর আগে এ জাহাজ নষ্ট হয়েছে।'

পেছনের দরজা বন্ধ করে সামনেটার খুলে দিলো বেনসান।

খাবার ঘরে ফিরলাম। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি নাবিক হাজির হলো—জানালো ক্যাপটেন তলব করেছেন আমাকে। ওর পেছন পেছন উঠে কন্ট্রোল ঘরে ঢুকলাম। সোয়ানসান আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দরজায়, 'মর্নিং ডাক্তার, ভালো ঘুমিয়েছেন নিশ্চয়ই ?'

'ঝাড়া পনেরোটি ঘণ্টা। কি মনে করেন, আর এক প্লেট প্রাতরাশ। কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো কমাণ্ডার সাহেব ?'

কিছু একটা যে হয়েছে সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

কারণ, এই প্রথম সোয়ানসানের মুখে হাসি দেখলাম না।

'জেব্রা সম্বন্ধে বার্তা এসেছে। সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। অল্প সময়ের ব্যাপার অবশ্য সেটা—'

বার্তার ভাষা উদ্ধৃত হোক আর না হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত আমি, সোয়ানসান বার্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

'আমরা কখন জলে নামলাম ? জিজ্ঞেস করলাম, কারণ সাবমেরিন জলের নীচে হলেই বেতার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার।

ক্লাইড ছাড়ার পরে নয়, আমরা এখন তিনশো ফুট গভীরে।'

'বেতার-বার্তা এসেছে কি ?'

হ্যাঁ চলুন, বার্তা ভাষান্তরিত হবার ফাঁকে আমরা চালকদের সঙ্গে কথা বলে নিই।'

কন্ট্রোল-ঘরে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো আমায় সোয়ানসান। পেরিসকোপ স্ট্যাণ্ডের পাশে একটি ছোকরার সামনে দাঁড়ালো সোয়ানসান এবার, স্কুল ছাড়ার বয়স হয় নি ছেলেটার—'উইল রেবার্ন, একে আমরা সাধারণত কোন নজর দিই না। কিন্তু বরফের রাজ্যে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে উইল জাহাজের ভি আই পি বনে যায়—আমাদের নেভিগেশন অফিসার। আমরা কোথায় এখন, উইল ?'

'এইখানে, ক্যাপটেন।' নরওয়েজীয় সাগরের একটা ক্ষুদে-আলোক

বিন্দুতে আঙ্গুল রাখলো সে। টেবিলের গ্লাসের নীচে মানচিত্রে সাঁটা সেটা। 'গায়রো আর সিন্‌স্‌ এর চুলচেরা সমীক্ষা চালিয়ে—'
'সিন্‌স্‌? পাপের কথা বলছেন?'
'আহা, অমন হতভম্ব হয়ে যাবেন না, ডাক্তার। লেফটেন্যান্ট রেবার্নের পাপকাজ করার বয়স হয় নি। সিন্‌স্‌ মানে ও জাহাজের ইনারশিয়াল নেভিগেশনাল সিসটেমের কথা বলছে। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র পরিচালনের প্রয়োজনে এককালে ব্যবহৃত হতো। বিশেষ করে আনাবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনে। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, উইল-ই আপনার কানের পোকা বের করে দেবে।' মানচিত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ও, 'আপনি যে সময়ে পৌঁছতে চান সেখানে, সেই বেগে চলেছি আমরা।'
'আমার তো বিশ্বাস হয় না—' বললাম।
'আমরা সাতটায় হোলি লোশ পেরিয়েছি; মানে একটু আগেই। বারোটা টর্পেডো কম থেকেও কিন্তু অবস্থার কোনা হেরফের হয়নি—' কথা শেষ হলো না সোয়ানসানের, হাত বাড়িয়ে বার্তার কাগজ নিলো সে একজন নাবিকের কাছ থেকে। আস্তে পড়লো সে। আর হাসছে না সে, 'আমি দুঃখিত, ডাক্তার,—গতরাতে বলছিলেন না জেব্রার কমাণ্ডান্ট মেজর হ্যালিওয়েল আপনার বিশেষ পরিচিত?'
আমার জিভ শুকিয়ে গেছে। মাথা হেলিয়ে দিয়ে সোয়ানসানের কাছ থেকে বার্তাটা নিলাম:
জেব্রার তুষারকেন্দ্রে ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে (গ্রীনিচ মীন টাইম) একটি অতিরিক্ত বার্তা গৃহীত হয়েছে। বার্তাটি অস্পষ্ট এবং উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে: মেজর হ্যালিওয়েল ও অফিসার কমাণ্ডিং এবং আরও তিনজন, নাম জানা যায় নি—গুরুতর আহত অথবা মৃত। ওদের কজন সত্যিই মৃত জানা যায় নি। অন্যান্যরা, সংখ্যা জানা যায় নি—পোড়া ঘায়ে

জর্জরিত। খাদ্য, জ্বালানী, পরিপার্শ্ব এবং বার্তা প্রেরণের অসুবিধের জন্য বার্তা অস্পষ্ট।

আবহাওয়ার দরুণ জীবিতরা বদ্ধাবস্থায়। 'তুষার ঝঞ্ঝা' শব্দগুলো পরিস্কার প্রচারিত। বাতাসের গতি এবং তাপমাত্রার সংবাদ বিস্তারিত পাওয়া গেলেও অস্পষ্ট...

মর্নিংস্টার বারবার তুষারকেন্দ্র জেব্রার সংগে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ। মর্নিংস্টার আরও নিকটে যাবার চেষ্টা করছে—প্রতি-কেন্দ্র হিসাবে কাজ করার জন্যে—বার্তা শেষ হলো।'

কাগজ ভাঁজ করে সোয়ানসানকে ফেরৎ দিলাম। সোয়ানসান আর একবার দুঃখ প্রকাশ করলো।

'গুরুতর আহত বা মৃত! শীতের বরফের চূড়োয় জ্বলে-যাওয়া কেন্দ্রে একই কথা।' আমার গলা প্রাণহীন শোনাচ্ছে, আবেগশূন্য। 'জানি হ্যালিওয়েল, এরকম মানুষ কমই দেখতে পাবেন কমাণ্ডার। বিশিষ্ট মানুষ। পনেরো বছর বয়সে ইস্কুল ছেড়েছিলো, বাপ-মা মরতে। আট বছরের ছোট ভাইকে বাঁচাতে জীবিকার পথ বেছে নিয়েছিলো। টাকা বাঁচিয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে জীবনের মূল্যবান দিনগুলো ভাইয়ের জন্যে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছটি বছর পড়িয়েছে তাকে। সেইদিনটা পর্যন্ত নিজের দিকে তাকায় নি, সংসারী হয় নি। একটা মিষ্টি বৌ আর তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা। দুটি ভাইপো আর একটি ভাই ঝি, যার ছ'মাসও বয়স হয় নি।'

'দুটি ভাইবোন—' সোয়ানসান থেমে গিয়ে আমার চোখে তাকালো, 'আরে, আপনার ভাই? আপনার—' আমাদের দু'জনের পদবীর স্বাতন্ত্রে বিহবল হলো।

আমি নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে দিলাম। রেবার্ন এগিয়ে এলো সেই মুহূর্তে, তার চোখে উদ্বেগের ছাপ। কিন্তু সোয়ানসান তাকে ইসারায় সরে যেতে বললো—তার দিকে না তাকিয়েই। আস্তে মাথা হেলিয়ে ও কিছু বলার আগেই বললাম, 'লোকটা শক্ত ধাতের।

হয়তো বেঁচে গিয়ে থাকবে—হয়তো। তুষারকেন্দ্রের অবস্থান জানতে হবে আমাদের—অবিলম্বে—'

সোয়ানসান যেন কিছু বলতে পেরে স্বস্তি পেলো. 'হয়তো ওদের কিছু হয় নি, জেব্রা তো ভাসমান কেন্দ্র। আবহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে হয়তো বেশ কিছু দিন ওরা ভেসে চলেছে. আর যা জেনেছি তাতে ওদের ক্রোনোমিটার আর বেতার দিকনিরূপণ যন্ত্রগুলোতে আগুন ধরে গেছে।'

'এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও, ওদের শেষ অবস্থান কোথায় ছিলো জানে নিশ্চয়ই ওরা। ওদের চলার মোটামুটি গতিবেগ আর দিকও জানা মর্নিং স্টারকেও অবিরাম বার্তা প্রেরণের অনুরোধ জানানো দরকার। এখুনি জলে নামলে স্টার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব কি?'

'সন্দেহ আছে। ওটা আমাদের হাজার খানিক মাইল উত্তরে রয়েছে। ওদের রিসিভারও প্রেরকযন্ত্র অনুপাতে ছোট।'

'বি বি সি-র যন্ত্রগুলো মোটামুটি বড়। নৌবহরের গুলোও। ওদের কাউকে মর্নিং স্টার-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে বলুন—জেব্রার অবস্থা জানাতে বলুন—'

'ওরা সরাসরিও যোগাযোগ করতে পারে।'

'পারে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু উত্তর পাবে না। মর্নিং স্টারই তা পারে —যদি অবশ্যই উত্তরে জানাবার কিছু থাকে। আর সেটা তো জেব্রার কাছাকাছি হচ্ছে ক্রমে।'

'আমরা নামছি।' সোয়ানসান মানচিত্র থেকে সরে ডাইভিং স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলো। প্লটিং টেবিলের কাছে মুহূর্তের জন্যে থামলো, 'তুমি যেন কি চাইছিলে, উইল?'

রেবার্ন আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো, গলা নামিয়ে দিলো, কিন্তু আমার শ্রবণশক্তি প্রখর, শুনলাম, 'ওঁর মুখের অবস্থা দেখছেন, ক্যাপটেন? মনে হচ্ছিলো উনি আপনার গায়ে হাত তুলে বসবেন!'

'আমারও তাই মনে হয়েছিলো।' সোয়ানসান ফিসফিসিয়ে বললো।

হ, আমার মনে হয়, আমি শুধু ওঁর মনের চোখে পড়েছি, এই যা।'

আমি কেবিনে ফিরে বিছানায় গা ছেড়ে দিলাম।

ওই যে দেখছেন সামনে—ওইটাই 'প্রতিবন্ধক'।'

উত্তরের পানে দ্রুতবেগে চলেছে 'ডলফিন'। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মাঝারী রকমের ঝড় ধেয়ে আসছে, ঢেউ উথালপাথল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে।

দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, একটা মোটা কোট পরে, অয়েলস্কীনে নিজেকে মুড়ে দাঁড়িয়ে আমি। সোয়ানসানের বাড়ানো হাতটার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলাম। বাতাসের তীব্র গর্জন ছাপিয়ে ওর দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ পাচ্ছি। মাইল দুয়েকও হবে না—একটা দীর্ঘ, অপ্রশস্ত ধুসরশুভ্র রেখা চোখে পড়লো। এ' দৃশ্য আগেও দেখেছি, তেমন দেখার কিছু না—কিন্তু এ' দৃশ্য মানুষের চোখে সম্পূর্ণ নতুন—রূপোলী বরফের পাহাড়—যেন পৃথিবীর ছাদ...আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে শুরু, আলাসকা পেরিয়ে দুনিয়ার অপরপারে। আমাদের ওর তলা দিয়েই যেতে হবে...

অন্যপারে পৌছতে হবে, কয়েক শো মাইলের রাস্তা—উদ্দেশ্য, কিছু মৃত বা মুমূর্ষু মানুষের সন্ধান। কিন্তু তারা কোথায়, এই মুহূর্তে—জানা নেই আমাদের।

উনপঞ্চাশ ঘন্টা আগে যে বেতার বার্তা প্রচারিত হয়েছে, সেইটাই সর্বশেষ। তারপর সব নিস্তব্ধ। মর্নিংস্টার অবশ্য মাঝের দুটো দিন বার্তা পাঠিয়ে চলেছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু নিস্তব্ধতাই জুটেছে তাদের ভাগ্যে।

আঠারো ঘন্টা আগে, আনবিক শক্তি পরিচালিত রুশ জাহাজ ড্ভিনা প্রতিবন্ধকের দরজায় পৌছেচে, সেটা পেরোবার অক্লান্ত

প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে। শীতের প্রারম্ভে বরফ ততো ঘন নয়। এবং ড্‌ভিনার শক্তিশালী ইঞ্জিন আঠারো ফুটে বরফের ঘনত্ব অতিক্রম করবার শক্তি রাখে, অবশ্যই আবহাওয়া অনুকূল হলে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে। ড্‌ভিনা মাইল চল্লিশেক চলার পর থেমে গেছে—সামনে তার বরফের প্রাচীর, উচ্চতা যার বিশ ফুট—ঘনত্বে একশো ফুট।

রুশ প্রচেষ্টা কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। মার্কিনদের সঙ্গে যুক্তভাবে ওই এলাকায় অন্তরীক্ষে উড়েছে তাদের দূর-পাল্লার বোমারুগুলো। বরফের রাজ্যে, হাড়-কাঁপানো বাতাস ঠেঙিয়ে চলেছে তাদের অনুসন্ধান, কিন্তু—রাডারের সন্ধান মেলে নি। ব্যর্থতার কারণ হিসেবে নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—বিশেষ করে বিমান বাহিনীর যুদ্ধ-যান বি ৫২—যার রাডার তমসার আড়ালে দশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে একটা কুটিরের সন্ধান পেলেও, জানিয়েছে জায়গাটি কুটিরশূন্য হয়ে গেছে...

কিন্তু, ব্যাখ্যা যাইহোক—কারণ যাই ঘটুক না কেন—চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রা নিঃশব্দ···কোনো দিন যেন সেখানে জীবনের স্পন্দন ছিলো না···যেন কোনো অস্তিত্বই ছিলো না এর কোনো কালে···

'এখানে থেকে ঠাণ্ডায় জমে মরার কোনো মানে হয় না।' সোয়ানসান প্রায় চিৎকারের ভঙ্গিতে কথা বলছে, অন্য আওয়াজ ছাপিয়ে। 'বরফের দুর্গ যদি ভেদ করতেই হয় আমাদের, তাহলে এখনই করা ভালো।' পশ্চিমমুখে তাকালো সোয়ানসান, এক প্রকাণ্ড ট্রলার ভাসছে অদূরে—মর্নিংস্টার অপেক্ষায় রয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ প্রতীক্ষা। ফিরে যাবে মর্নিংস্টার এবার—

সোয়ানসান তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নাবিকটার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'ওদের কাছে এই খবরটা পাঠিয়ে দাও—জানাও, আমরা

অবিলম্বে জলের তলায় ফিরে যাচ্ছি, বরফের ব্যূহ ভেদ করতে। দিন চারেকের মধ্যে উঠছি না, চোদ্দ দিনের প্রস্তুতি থাকছে।'

আমার দিকে ফিরলো সে, 'ওই সময়ের মধ্যে যদি আমরা ওদের খুঁজে না পাই—' কথা অসমাপ্ত রাখলো সোয়ানসান।

আমি মাথা হেলিয়ে দিতে, সোয়ানসান বলে চললো, 'মর্নিংস্টার-এর সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। নিরাপদে ফিরে যাওয়ার শুভেচ্ছা-সহ—'

সংকেত শুরু হতে অন্যমনস্ক গলায় বলে উঠলো, 'ওই জেলেগুলো কি শীতকালের সময়টা আর্কটিকে জাল ফেলে মাছ ধরে?'

'ধরে।'

মর্নিং স্টার থেকে একটা বাতি জ্বলে উঠতে সোয়ানসান বলে উঠলো, 'কি বললো, ওরা?'

'বরফ ব্যূহ ভেদ করার সময়ে সাবধানে এগোন, মাথা বাঁচিয়ে। শুভেচ্ছা রইলো বিদায়—'

'সবাই নীচে চলো—' সংকেতের ব্যাপারটা থামতে বললো সোয়ানসান। মই বেয়ে নামলাম নীচে, একটা ছোট কামরায়। আরও দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে 'ডলফিন'-এর কন্ট্রোল-ঘরে পৌঁছলাম।

মাইক্রোফোনের কাছে সরে গিয়ে সোনয়ানসান শান্তস্বরে বলে উঠলো, 'ক্যাপটেন বলছি। আমরা বরফের তলা দিয়ে চলেছি, ডুব দিচ্ছি—।' মাইক ছেড়ে দিয়ে বললো, 'তিনশো ফুট।'

আমাদের যাত্রা শুরু।

মিনিট দশেক পরে সোয়ানসান এলো। গত দু' দিনে সোয়ানসানকে অনেকখানি জেনেছি, ভালোও লেগেছে লোকটাকে—শ্রদ্ধাও জেগেছে। জাহাজের বাকি মানুষগুলো ওকে বিশ্বাস করে, রক্তহীন বিশ্বাস। সোয়ানসানের জাহাজ-প্রশাসন সম্পর্কিত সহকর্মী বেনসান কিন্তু মানুষের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল নয়, কিন্তু—তারও ধারনা সোয়ানসান নৌবহরের শ্রেষ্ঠতম সাবমেরিন বিশেষজ্ঞ। আমারও তাই

ধারণা। এই পরিবেশে ওই মানসিকতার মানুষই দরকার।

'আমরা যাত্রা শুরু করছি, ডাক্তার। কি রকম মনে হচ্ছে আপনার?'

'কোথায় চলেছি জানতে পারলে আরও ভালো লাগতো—'

'ডলফিন'-এর চোখ সর্বদ্রষ্টা। সবদিকেই আছে নজর—জলের ওপরে, নীচে। আমরা এখন তিনশো ফুট জলের তলায়।'

'আচ্ছা, কোনো সামুদ্রিক জীব—মানে তিমি-টিমির সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে তো?'

'অন্য সাবমেরিনের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে।' সোয়ানসানের ঠোঁটে হাসি নেই। 'আর, তার ফলাফল—আমরা দু'পক্ষই শেষ হয়ে যাবো। শূন্যে যতই দৌড়ঝাঁপ বাড়ুক না, জলের তলাটা অত নিরাপদ নয়।'

সোয়ানসান কন্ট্রোল-ঘরে ঢুকলো, আমি পেছনে। ডাঃ বেনসান ব্যস্ত সেখানে. একটা যন্ত্রের ভেতর চোখ চালিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে আর একজন মানুষ।

'ওটা সার্ফেস ফ্যাদোমিটার—বরফ-যন্ত্র বললে বুঝতে সুবিধে হয়। বেনসানের কাজ কিন্তু ওখানে নয়, কিন্তু—ওকে কোর্টমার্শাল করা ছাড়া যন্ত্রটা থেকে সরিয়ে আনার উপায় নেই, যদিও আরও দু'জন দক্ষ চালক রয়েছে জাহাজে।'

বেনসান হাসলো, চোখ কিন্তু তার যথাস্থানেই।

'প্রতিধ্বনি-মুখর যন্ত্রের মতই আর কি। বরফের রাজ্য থেকে প্রতিধ্বনিত হবে। ওই যে সরু সাদা রেখাটা দেখছেন—ওটার মানে—ওপরে উন্মুক্ত জল। বরফের তলায় ঢুকবো যখন—যন্ত্রে ধরা পড়বে তা, এবং তার ঘনত্বও জানা যাবে।'

'নিপুণ ব্যাপার।' বলে উঠলাম।

'তার চেয়েও বেশি। বরফের তলার ব্যাপারটা 'ডলফিন'-এর কাছে জীবন-মরণের। জেব্রার সম্পর্কেও ওই একই কথা। আমরা তার অবস্থান জানতে পারলেও পৌঁছতে পারছি না, বরফ ভেদ না করে।

আর, এই যন্ত্র বলে দেবে কোথায় তা সুক্ষ্মতম।'

'খোলা জল নেই তো কোথাও, এই সময়ে?'

'পলিনিয়াস বলে ওটাকে। মনে রাখবেন, বরফ কখনোই নিশ্চল থাকে না। শীতকালেও না। আর, চাপে প্রায়ই বরফ ভাঙে, খোলা জল দেখা দেয়। আর, দু' দিনের মধ্যে এক ফুট। ওই পলিনিয়াস-এর একটাতে পৌঁছতে পারলে, ধরুন—দিন তিনেকের ভেতরে—পার হতে পারবো।'

'পর্যবেক্ষণ-গম্বুজ নিয়ে?'

'হ্যাঁ। আজকালকার সমস্ত আনবিক সাবমেরিনে-খাড়া পাল লাগানো আছে, একটাই কারণ তার—উত্তর মেরুর বরফ জয় করার ক্ষমতা। তবুও, একটা প্রতিক্রিয়া হয়ই—'

'কি প্রতিক্রিয়া হয়? তাড়াতাড়ি এগোলে প্রেসার হাল-এর কিছু হয় কি? ওটা তো জানি সমুদ্র-তাপ বা লবনাক্ত পরিবেশে হয়—শেষ মুহূর্তে সুক্ষ্ম বরফ-রেখা থেকে যেন সরে এলেন, মনে হবে।'

'এই। যা বললেন—শেষ মুহূর্তের ব্যাপার। ওসব নিয়ে চিন্তাই করবেন না আদৌ, বলা তো দূরের কথা, এ' কাজে দুঃস্বপ্নের ব্যাপারটা আর ঘটাতে চাই না।'

আমি তীক্ষ্ণ:চোখে তাকালাম ওর দিকে, সোয়ানসান আর হাসছে না। গলা নামিয়ে দিলো সে, 'বরফের রাজ্যে ঢোকার পর ফিট্ থাকবে, এমন কেউ আছে কিনা 'ডলফিন'-এ, মনে হয় না। আমিও থাকবো না জানি। ডলফিন দুনিয়ার সেরা জাহাজ—ডাক্তার, তবুও তারও যন্ত্র বিগড়োতে পারে। আমরা ডুব মেরে ডিজেলে কাজ চালাই। অবশ্য, ডিজেলে বাতাস দরকার—আর বরফের রাজ্যে বাতাস মিলবে না। অতএব, পলিনিয়া···বছরের এই সময়ে যার সুযোগ অতি সীমিত—ব্যাটারী যতক্ষণ আছে ··যা···'

'এসব শুনে যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছি—' বললাম।

'তাই বুঝি?' সোয়ানসানের ঠোঁটে হাসি. 'কিন্তু, এসব কখনোই

ঘটবে না। তা, ওস্তাদ কি করছে ওদিকে—বেনসান, কি খবর?'
বেনসানের দিকে ঘুরলো সোয়ানসান।

'এই তো—প্রথম চলমান চাঙড়। আর একটা, তারপর আরও একটা। দেখে যান, ডাক্তার।'

দেখলাম। কাগজে যে স্টাইলসের আঁচড় পড়ে চলেছিলো হিস হিস শব্দে তা এখন ক্ষীণতর—সমান্তরাল রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বরফের চাঙড়গুলোকে ফেলে আসছি পেছনে...আর একটা আঁচড়... আর এক চাঙড় অদৃশ্য...দেখেছি...রেখাগুলো ক্রমে ক্ষীণতর...পরে অদৃশ্য হলো...

'এইবার, আমরা গভীরে চলে যাবো...অনেক গভীরে...'

কমাণ্ডার সোয়ানসান বলেছিলো তাড়াহুড়ো করে কাজ হবে, এবং অক্ষরে অক্ষরে তা বুঝিয়ে দিয়েছে সে। পরের সকালে জাগলাম, একটা জোর ঘুম দিয়ে হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা হাত পড়তে, চোখ মেলে চাইলাম। আলোয় চোখ সয়ে আসতে লেফটেনান্ট হ্যানসেনকে দেখতে পেলাম।

'সুন্দর ঘুমটা ভাঙাবার জন্যে দুঃখিত, ডাক্তার। এইটা দেখুন—' উৎফুল্ল গলা হ্যানসেনের।

'এটা কি? বিরক্তির গলায় প্রশ্ন করলাম। ৮৫০৩৫' উত্তরে, ২১°২০' পূবে—জেব্রার শেষ অবস্থানের জায়গা।'

'পৌঁছে গেছি?' ঘড়ি দেখলাম, অবিশ্বাসীর গলায় আবার বলে উঠলাম, আমরা পৌঁছেগেছি তাহলে?'

'আমরা বসে ছিলাম না—আসুন, ক্যাপটেন আপনাকে আমাদের কাজ দেখবার জন্যে ডাকছেন।' সবিনয়ে জানালো হ্যানসেন।

'নিশ্চয়ই। 'ডলফিন' যখনই এবং যেভাবেই জেব্রায় পৌঁছোক, আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে ব্যাগ্র।'

হ্যানসেনের কেবিন ছেড়ে আমরা প্রায় কন্ট্রোল-ঘরের কাছাকাছি পৌঁছেছি এমন সময়ে একটা প্রচণ্ড আলোড়নে পড়তে পড়তে সামনে নিলাম। রেলিং ধরে ফেললাম কোনোরকমে।

কোনো সাবমেরিনে এই অভিজ্ঞতা হতে পারে, এটা স্বপ্নাতীত আমার কাছে।

সেফটি বেলটগুলোর প্রয়োজন পরিস্কার হলো এবার।

'কি হয়েছেটা কি? সামনে জলের মধ্যেকার কোনো বাধা এড়ানো যাচ্ছে কি?'

'পলিনিয়ার ব্যাপার মনে হচ্ছে। মানে, বরফ যেখানে অতি সূক্ষ্ম, সেখানকার কিছু। ওইরকম কিছু দেখতে পেলে লেজ-গোটানো কুকুরের মত ছুটে ফিরতে হয়। জাহাজের লোকদের কাছে জনপ্রিয়তাও বাড়ে, বিশেষ যারা কফি বা স্যুপ খাচ্ছে এই সময়ে—'

কন্ট্রোল-ঘরে ঢুকলাম আমরা। কমাণ্ডার সোয়ানসান আর নেভিগেটার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্লটিং টেবিলে। আরো দূরে, সার্ফেস ফ্যাদোমিটারের কাছে একটা লোক বরফের ঘনত্ব সম্পর্কে কিছু সংখ্যা পড়ে চলেছে—শান্ত, নিরুত্তাপ গলায়। কমাণ্ডার চোখ তুলে তাকালো, 'মর্নিং' ডাক্তার! মনে হচ্ছে আমরা এখানে কিছু পাবো।'

হ্যানসেন এগিয়ে গেলো টেবিলটার দিকে। উঁকি দিলো। উঁকি দেবার মত অবশ্য তেমন কিছু ছিলো না। গ্লাসের ফাঁক দিয়ে একটা ক্ষুদে আলোকবিন্দু চোখে পড়ছে। কালো রেখা সারা কাগজ জুড়ে। পেনসিলের আঁচড়। তিনটে লাল কালির আঁচড়ও পড়েছে, তার ওপর চিকে মারা। তুটো প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে।

হ্যানসেন তখনো কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে, বরফ-যন্ত্রের চালক চেঁচিয়ে উঠলো—মার্ল।'

মুহূর্তে কালো পেনসিলের রং বদলে লাল হলো, চার নম্বর পড়লো। —'এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে এই বরফের ফাঁকে ঢোকা গেলো।

'আরও, উত্তরে পৌঁছবার পর, সুযোগ কমতেই থাকবে। আচ্ছা', চেষ্টা করে দেখাই যাক—গতিবেগ কত?'

'এক নট—ঘণ্টায়—', রেবার্নের জবাব এলো।

'অল ব্যাক ওয়ান থার্ড—।' সোয়ানসানের গলায় যেন কোনো নির্দেশের উত্তেজনা নেই—কিন্তু তাতে প্রতিক্রিয়ার বহরে দ্রুততা রইলোই। তার বার্তা চলে গেলো ইঞ্জিনঘরে, 'বাঁয়ে পুরো রাডার।' সোয়ানসান প্লটিং কাগজের সামনে, সেই ক্ষুদে আলোক বিন্দুর ওপরই চোখ তার, পেনসিলটা দীর্ঘায়িত ত্রিকোণের কেন্দ্রে ফিরলো। চারটে চিকের ফাঁকে। 'অল স্টপ—রাডার জাহাজের মাঝে।' সামান্য নীরবতার পর, 'অল অ্যাহেড—ওয়ান থার্ড। নো—অল স্টপ।'

'স্পীড জিরো—' রেবার্ন জানালো।

'একুশ—বিশ ফুট—ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলো সোয়ানসান, 'কিন্তু ধীরে, খুব আস্তে—'

কন্ট্রোল কেন্দ্রে মৃদু গুঞ্জনের আওয়াজ উঠলো। হ্যানসেনকে প্রশ্ন করলাম, 'ভারী কিছু তুলছেন?'

মাথা ঝাকালো হ্যানসেন, 'বাইরে বের করে দেওয়া সাবমেরিনের তলাটা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।'

পাম্প বন্ধ হলো। ট্যাঙ্কে জল ঢোকার শব্দ উঠলো, ডাইভিং অফিসার জলের তোড় কমিয়ে দিলো, ক্রমে শব্দ মিলিয়ে গেলো।

'এই গাঢ় আঁধারে কি দেখতে পাবেন আপনারা আশা করেন?'

'বলা মুস্কিল। হয়তো চাঁদ দেখবো, বা শুধুই তারা। তারার আলোও হতে পারে—'

'ওপরে বরফের ঘনত্ব কত মনে হয়?'

'ধাঁধার প্রশ্ন, স্যর। বলতে পারবো না। চার থেকে চল্লিশ ইঞ্চির মধ্যে কিছু একটা।' সোয়ানসানের দিকে ফিরে মাথাটা ঝাঁকালো, 'ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না—পেরিস্কোপ নিয়ে যেভাবে

নাড়াচাড়া করছে ক্যাপটেন, মনে হচ্ছে কিছু একটা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হচ্ছে।'

সোয়ানসান সোজা হয়ে দাঁড়ালো, 'যমরাজের মুখের মত কালো সব, ফ্লাডলাইট জ্বালো—'

ঝুঁকে পড়লো সোয়ানসান। কয়েক মুহূর্ত পরে বলে উঠলো, 'মটরের স্যুপ যেন, হলদে—বেশ ঘনই মনে হচ্ছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা ক্যামেরা পাওয়া যাবে?'

হ্যানসেনকে একটা সাদা পর্দার দিকে পা নাড়াতে দেখলাম। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ টি, ভি ক্যামেরাটা যে ভাবে খুসী ব্যবহার করা যায়।' হ্যানসেন জানালো, বাজারের সেরা জিনিষ। জলের যে অবস্থা তাতে ফ্লাডলাইটে সবই অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার মধ্য দিয়ে চললে যে অবস্থা হয়—'

'ফ্লাডলাইট নিভিয়ে দাও—' সোয়ানসানের গলা এলো। পর্দার ছবি মিলিয়ে গেলো।

'জ্বালো আবার—'

একই দৃশ্য। ছাড়া ছাড়া ধূসর অস্পষ্ট কুয়াশার ছবি। সোয়ানসান দীর্ঘশ্বাস ফেললো বড় করে, হ্যানসেনের দিকে ঘুরলো সে, 'বলো জন?'

'কল্পনা করার জন্যে যদি আমাকে টাকা দেওয়া হয় তাহলে বাঁ দিকের কোণে মাস্তুলের চূড়োটা কল্পনা করবো।' সতর্ক গলায় বললো হ্যানসেন। 'জায়গাটা বড্ড অন্ধকার, তাই না ক্যাপাটেন?'

'রুস রুস্সে শব্দটা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।' সোয়ানসানের গলা পরিস্কার, উদ্বেগের লেশমাত্র নেই তাতে। কেদারায় বসে কথা বলছে যেন সে।

'আমরা কি মোটামুটি একটা অবস্থায় এসেছি?'

'বলা শক্ত।' রেবার্ন কাগজ থেকে মুখ তুললো।

'স্যাণ্ডার্স কি বলছো?' বরফ-যন্ত্রের দায়িত্বে যে লোকটা তার দিকে

তাকালো সোয়ানসান।
'পাতলা বরফের স্তর, স্তর। এখনো অনেকগুলো স্তর।'
'ঠিক আছে। কাজ চালু করো। পেরিসকোপ নামিয়ে দাও।'
পাম্প চালু হলো। কন্ট্রোল-ঘরের চারপাশে চোখ বোলালাম। সোয়ানসান ছাড়া আর সকলের মুখে উত্তেজনা ছড়ানো। রেবার্নের মুখে ঘাম চপচপ করছে। স্যাণ্ডার্সের গলা মৃদু, কিন্তু কাঁপছে। বাতাসে টেনসান। হ্যানসেনের দিকে ফিরে আস্তে বললাম, 'কাউ-কেই তো তেমন খুসী দেখছি না, আর রাস্তাও তো এখনো একশো ফুট বাকি।'
'চল্লিশ হয়েছে—যাট বাকি। ঘনত্ব মাইনাস করে।'
'কি দাঁড়ালো বুঝলেন?'
'মানে, আমারও ভাববার সময় হয়েছে, বলছেন?'
হ্যানসেন হাসলো, কিন্তু হাসির রেখা পড়লো না ঠোঁটে। আমার অবস্থাও তাই।
'নব্বই ফুট—' ডাইভিং অফিসার বলে উঠলো।
'সুষম বরফের রাজ্য।' স্যাণ্ডার্স ওর গলা নকল করলো। 'ডেক-এর ফ্লাড নিভিয়ে দাও, মাস্তুলেরটা থাক। আর ক্যামেরাও চলুক।'
'অল ক্লিয়ার।' সোনার-অপারেটারের গলা পাওয়া গেলো। নীরবতা।
'না, ধরুন-ধরুন! পেছন দিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—'
'কত কাছে?' সোয়ানসান উদ্বিগ্ন।
'অনেক, অনেক কাছে।'
'আরে, জাহাজ যে লাফাচ্ছে!' ডাইভিং অফিসার চেঁচিয়ে উঠলো।
'আশি-পঁচাত্তর—' ডলফিন আরও শীতল জলে ভাসলো।
'ভারী বরফ—ভারী—' স্যাণ্ডার্স উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠলো। 'বন্যা—জরুরী!' সোয়ানসান এবার সত্যিকার নির্দেশ দিলো।
কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। সারা সাবমেরিনটা ঝাঁকানি খেলো,

বরফের পাহাড়ে আছড়ে পড়লো 'ডলফিন'।

পড়তে লাগলাম আমরা, দুশো ফুট—আড়াইশো—পড়ছি...কারো মুখে কথা নেই...পাথর বনে গেছি। দৃষ্টি সবার ডাইভিং স্ট্যাণ্ডে। ওদের মানসিক প্রতিক্রিয়া মাপার জন্মে টেলিপ্যাথির আশ্রয় নেওয়ার দরকার নেই।

বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন 'ডলফিন'। জলের গভীরে একদিকে পাহাড় অন্যদিকে মাথার ওপরের বরফের পাহাড়...এই অবনমনের শেষ হবে যখন জলযানের প্রত্যিটি মানুষের কবর হয়ে যাবে।

তিনশো ফুট—ডাইভিং অফিসারের গলা এলো, 'সাড়ে তিনশো—গতি কমে আসছে···'

'ডলফিন-'এর পতন অব্যাহত, এমন সময়ে রলিংস কন্ট্রোল ঘরে ঢুকলো। একহাতে যন্ত্রপাতি, অন্য হাতে নানা মাপের বাতি, ঝুড়িতে।

'এটা কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার।'

'রলিংস যেন কাগজের ওপরের চুরমার হয়ে যাওয়া বাতিটার উদ্দেশ্যে কথা বলছে। সারাতে বসলো সে সেটা নিয়ে, 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়াটা আমি সব সময়েই মানতে চেষ্টা করেছি। এসব—জলের গভীরে যাওয়াটা মানুষের কাজ নয়। আমার কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করবেন, এ'সব নয়া আবিস্কারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'বুকনি না থামলে তোমার ভবিষ্যতও আঁধারাচ্ছন্ন।' সোয়ানসানের গলা তিক্ততায় ভরা। কিন্তু ভৎ'সনা নেই।

সোয়ানসান মাইক্রোফোন তুলে নিলো এবার, 'ক্যাপটেন বলছি। সংঘাতের ব্যাপারটার জন্মে দুঃখিত। ক্ষতির পরিমাণ অবিলম্বে জানান—'

পাশের একটা বাক্স থেকে সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। সোয়ানসান বাতির বোতামে হাত রাখলো, ডেক-এর মাইক থেকে গলা এলো, 'সমাবেশ-কক্ষ থেকে বলছি। জাহাজের পেছন দিকটায়

সমাবেশ কক্ষ।

'ধাক্কা আমাদের এখানে সরাসরি লেগেছে। মোমবাতি লাগবে কিছু. তবু মাথার ওপরে ছাদ আছে এখনো।'

'ধন্যবাদ লেফটেনান্ট। তাহলে অবস্থার মোকাবিলা করতে পারবেন, বলছেন?'

'নিশ্চয়ই পারবো।'

সোয়ানসান আর একটা বোতামে হাত রাখলো. 'পেছনের ঘর? আমরা কি এখনো জাহাজের সঙ্গে যুক্ত আছি? একটা সতর্ক গলা পেলো সোয়ানসান।

'হ্যাঁ, আছেন। সোয়ানসান আশ্বস্ত করলো তাকে। 'কিছু জানবার আছে?'

'স্কটল্যাণ্ডে ফিরবো এক গাদা ময়লা জামাকাপড় নিয়ে, কারণ ধোলাই কল বিগড়েছে, এটাই শুধু জানাবার।'

সোয়ানসান হেসে বোতাম টিপে দিলো। সে শান্ত এখনো। ঘাম-শোষণের এক আশ্চর্য ক্ষমতা তার চোখমুখে। আমার তো মনে হচ্ছিলো স্নানের তোয়ালে দরকার একটা। হ্যানসেনের দিকে ফিরলো সোয়ানসান; 'দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যেখানে স্রোত থাকার কথা নয়, সেখানে স্রোত; যেখানে তাপমাত্রার অনুপাত থাকার কথা নয়, সেখানে তাই। আর পাহাড় রয়েছে যেখানে তা থাকার কথা নয়। আর জলের অস্বচ্ছতার কথা ছেড়েই দিলাম। এই পলিনিয়ার ব্যাপারটা পুরো বুঝতে হবে। নব্বই ফুটের মাপে পৌছনোর আগে সামান্য সতর্কতামূলক বন্দো-বস্ত।'

'হ্যাঁ স্যর, তাই-ই দরকার। এখন কথা হলো, আমাদের করার কি আছে?'

'ওই। জাহাজ উপর দিকে তুলে, আবার চেষ্টা চালাবো।'

ডলফিন উঠতে শুরু করলো।

'একশো বিশ ফুট—' ডাইভিং অফিসারের গলা পাওয়া গেলো আবার, 'একশো দশ—'

'ভারী বরফ, এখনো ভারী—'স্যাণ্ডার্স গলা মেলালো।

মন্থরগতিতে উঠে চললো ডলফিন।

কন্ট্রোলঘরে বসে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, এর পরে কখনোই স্নানের তোয়ালে ভোলা চলবে না।

সোয়ানসানের গলা পেলাম, 'আমরা যদি চলমান তুষারের গতিবেগ অতিরঞ্জিত ভেবে থাকি, তাহলে—সভয়ে জানাচ্ছি—আরও সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের।' রলিংস-এর দিকে ফিরলো সোয়ানসান, বাতি মেরামত করে চলেছে সে।

'আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, আপাতত চলাচলের ব্যাপারটা বন্ধ রাখতাম। মুহুর্তের মধ্যে হয়তো আমাদের সমস্ত কিছুই গোড়া থেকে শুরু করতে হতে পারে। আর, বাড়তি ব্যবস্থাও তো নেই জাহাজে।'

'একশো ফুট।' ডাইভিং অফিসারের গলা কিন্তু তার চোখমুখের মত ততো অখুসী নয়।

'জল পরিস্কার হচ্ছে—'

হ্যানসেন হঠাৎ বলে উঠলো। 'দেখুন—' জল সরে যাচ্ছে, যদিও নাটকীয়ভাবে নয়—তবু যথেষ্ট পরিমানে। টিভি পর্দায় পালের চুড়ো অনেক পরিস্কার এখন। পরপর, আরও কিছু দেখতে পেলাম—ভারী—কুৎসিত চেহারার বরফের সমাবেশ। পালের বারো ফুটের মধ্যে—

ট্যাঙ্কে জল ঢুকতে লাগলো। ডাইভিং অফিসারকে তার কাজ বলে দিতে হলো না। দ্রুতগামী—উত্তোলকযন্ত্রের মতো উঠে গেছি আমরা—জলের এক পৃথক স্তরে, যে কোনো সাবমেরিনের অভিজ্ঞতার পক্ষে তা অনেক-ই।

'নব্বই ফুট—' তথ্যসরবরাহ চললো। উঠে চলেছে ডলফিন।
আরও জল ঢুকলো। ক্রমে আওয়াজ মিলিয়ে গেলো আস্তে।
সোয়ানসান টিভির দিকে তাকালো, 'এইখানেই রাখো জাহাজ।
'আমরা ক্রমে রে'রয়ে আসছি—তাই না?'
'হ্যাঁ। ফুট দুয়েকের তফাৎ রয়েছে-'
'জায়গা তো তেমন নেই, স্যাণ্ডার্স?'
'এক মিনিট, স্যার। ছবিটা কেমন মজার মনে হচ্ছে যেন, ঠিক আছে—আমরা বেরিয়ে গেছি।' তার গলায় উত্তেজনা চাপা রইলো না, 'পাতলা বরফের স্তর!'
'আমিও তাকালাম পর্দার দিকে। ঠিকই বলেছে। বরফের পাঁচিল চোখে পড়লো, তার খাড়া প্রান্তও। সরে যাচ্ছে জল স্বচ্ছ—করে দিয়ে...
'আস্তে—বরফের পাঁচলের একপাশে ক্যামেরাটা থাক—এবার উঠতে থাকো—ঘোরো—'
পাম্প চালু হলো সশব্দে। গজ দশেক দূরে বরফের পাঁচিল আমাদের পাশ দিযে নেমে যেতে লাগলো।
'পঁচাশি ফুট।'
ডাইভিং অফিসার তার কাজ করে চলেছে।
'তাড়াহুড়োর কিছু নেই—আমরা কতকটা নিরাপদ এখন।'
'পঁচাত্তর ফুট।'
পাম্প বন্ধ হলো। ট্যাঙ্কে জল আসতে লাগলো।
'সত্তর।'
আরও জল।
ডলফিন এবার বিশ্রাম নিচ্ছে
'সুন্দর কাজ হয়েছে।'
সোয়ানসান ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলো, 'বরফের চাঙড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে দেখা যাক এবার।'

পাম্পের গুঞ্জন উঠলো, জল বেরোলো—প্লবলতা বাড়ছে জাহাজের। বরফ কিন্তু নড়লো না। সময় বয়ে চলেছে—আরও জল ছাড়া হলো—না, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

হ্যানসেনের দিকে ফিরলাম, নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, 'ভারের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন না কেন? প্লবতা বাড়ছে, কাজেই, বরফের ঘনত্ব যদি চল্লিশ ইঞ্চিও হয়, তাহলেও টিকবে না।'

'বোতলের ছিপির মত উঠে যাবে ডলফিন—প্রেসার হাল দিয়ে কাজ করাতে হবে। তা, আপনি কি জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই কাটিয়ে দিতে চান?'

না। আমি তা চাই না। চুপ করে রইলাম। সোয়ানসানকে দেখলাম, ডাইভিং স্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াতে। দৃষ্টি তার পরিমাপক যন্ত্রের দিকে। ওর সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে—লোকটা সহজে হেরে যাবার নয়।

'যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এই চাপ ঘাড়ে করে এগোই যদি, আমাদের বিমানের সাহায্যে নিতে হবে। এই বরফ আমরা যা ভেবে এসেছি, তার চেয়েও শক্ত। আশি ফুটে নাও—'

'ডলফিন'-এর দুশোচল্লিশ টনি বাতানুকূল যন্ত্রটির প্রতিষ্ঠাতা যেই হোক তাকে চালান করে দেওয়া উচিৎ।

বাতাস গরম হয়ে আসছে, ভারীও। চারদিকে চোখ চাইলাম, আমার মত আর সকলেও বাতাসের অস্বস্তিবোধ করছে কিনা—হ্যাঁ, সবাই। ব্যতিক্রম শুধু সোয়ানসান. তার সিলিণ্ডার সঙ্গেই রয়েছে। আমার মাথায় ভাবনা ঢুকলো। 'ডলফিন' তৈরী করতে বার কোটি ডলার খরচ পড়েছে—এটা তার মনে আছে তো?

হ্যানসেনের চোখ দুটো ছোটো হয়ে এসেছে, উদ্বেগের স্বাক্ষর তার চোখেমুখে। এমন কি আপাত নিরুদ্বিগ্ন মানুষ রলিংসও থুতনিতে হাত বোলাচ্ছে, থাবার মত হাতটা তার।

সোয়ানসানের কথায় নিস্তব্ধতা ভাঙলো, ছোট ছোট শব্দগুলো...

যেগুলো এখন স্পষ্ট···সে শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেলো জলের শব্দে···ট্যাঙ্কগুলো ভরে উঠেছে—

আমাদের চোখ পর্দার দিকে। ট্যাঙ্ক ভরে চলেছে এবং চূড়ো আর বরফের মধ্যে একটা ফাঁকের সৃষ্টি হচ্ছে। পাম্পের গুঞ্জনও শুরু হলো, অবতরণের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। পর্দার আলো ক্ষীয়মান হয়ে এলো। আমরা থামলাম।

'নাও চলো—ওই তরঙ্গে পড়ার আগেই কাজ সারতে হবে।' সোয়ানসান বলে উঠলো।

চাপা বাতাসের হিসহিস্ গর্জনের শব্দ উঠলো, ভারী ট্যাঙ্কে জল উঠছে। ডলফিনের গতি উর্ধ্বমুখী হলো, অলস গতি। বরফের গায়ে পড়া আলোকবিন্দু সরু হয়ে এলে, উজ্জ্বলতা বাড়ছে...

'আরও বাতাস'—সোয়ানসান, বলে উঠলো।

উর্ধ্বগতি বাড়ছে। বরফের ফাঁক দ্রুত বন্ধ হয়ে আসছে। পনেরো ফুট, বারো...দশ···

'আরও বাতাস—'সোয়ানসান বলে চলেছে।

নকশার টেবিলে ঝুঁকে পর্দার দিকে চোখ ফেরালাম। বরফ নেমে আসছে—আমাদের কাছাকাছি হচ্ছে। হঠাৎ কেঁপে উঠলো পর্দা, নাচলো কিছুক্ষণ—সেই সঙ্গে জাহাজও দুলে উঠলো, বাতি নিভে গেলো। পর্দায় একই দৃশ্য ফুটলো। আবার ক্রমে পাল অদৃশ্য হলো...অস্বচ্ছ শূন্যতা তার জায়গা দখল করলো।

ডাইভিং অফিসারের ক্লান্ত গলা ভেসে এলো— এখনো উদ্বেগ ছড়িয়ে সে গলায়, 'চল্লিশ ফুট—চল্লিশ—আমরা বেরিয়ে এসেছি—'

সোয়ানসান এবার সবিনয়ে বললো, 'তাহলে দ্যাখো, দরকার ছিলো শুধু একটু ঐকান্তিকতার।'

ছোটখাটো গোলগাল চেহারার লোকটার মুখের দিকে ফিরলাম, সোয়ানসানের খুশী-মেজাজের তাকিয়ে ভাবলাম—এর আগেও বহুবার যে ভাবনা আচ্ছন্ন করেছে আমার মন, দুনিয়ার তাবৎ ভয়শূন্য

মানুষগুলো যদি আরও সক্রিয় হতো…

মন থেকে অহংকার দূর করে দিলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে প্রশ্ন করলাম সোয়ানসানকে, 'এই ধরণের ব্যাপার কি প্রায়ই ঘটে থাকে?'

'সৌভাগ্যবশত, বোধ হয় না'—হাসলো সে। ডাইভিং অফিসারের উদ্দেশে বললো, 'পাহাড়ে যখন নিজেদের একবার প্রতিষ্ঠিত করেছি, বাঁধন যেন শক্ত হয়—'

আরও কয়েক মুহূর্ত কাটলো। ট্যাঙ্কে চাপা বাতাস ঢুকলো আর এক দফা। ডাইভিং অফিসার স্বস্তির গলায় বলে উঠলো, 'আর নেমে যাওয়ার ভয় নেই, ক্যাপটেন।'

'পেরিসকোপ লাগাও—'

আবারও রূপোলী নল উঠে এলো। সোয়ানসান হাতলের কবজা ভাঁজও করলো না এবার; চোখ চালিয়ে দিলো। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে, 'নামিয়ে দাও—'

'ওখানে ঠাণ্ডাটা বেশি, তাই না?' হ্যানসেন জিজ্ঞেস করলো। মাথা হেলালো সোয়ানসান। 'হ্যাঁ, জল জমে বরফ, কিছুই চোখে পড়ছে না।' আবার ডাইভিং অফিসারের দিকে ঘুরলো, চল্লিশেই ঠিক আছে?'

'গ্যারান্টিড্ স্যর—সেই সঙ্গে ভেসে থাকার ব্যবস্থাও পাকা।'

'বেশ।' কোয়ার্টার মাস্টারের দিকে ফিরলো সোয়ানসান। লোকটা তার ভেড়ার চামড়ার কোর্তা গায়ে গলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে, 'এলিস, একটু বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা যায় না?'

'এখুনি করছি স্যর।' কোর্তার বোতাম লাগালো এলিস, 'একটু সময় নেবে হয়তো—'

'মনে হয় না! ভাঙা বরফের টুকরো হয়তো ছড়িয়ে রয়েছে সেতু জুড়ে, তাহলেও—'

পাটাতন সরানোর আওয়াজ কানে এলো, পরে খিলের আওয়াজও।

আরও দূর থেকে আরার ঢাকনি সরানোর শব্দ...এলিসের গলা এলো, 'ওপরে সব ঠিক...'

'বেতারের এরিয়েল তোলা, জন—বার্তা চালিয়ে যাও, আঙুল ধরে না যাওয়া পর্যন্ত। আমরা এখানেই আছি এবং থাকবোও। চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রার অবরোধ মুক্ত করতে হবে—'

'যদি অবশ্য সেখানে কেউ বেঁচে থাকে—' ম্লান গলায় স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ তা অবশ্যই—' সোয়ানসান আমার দিকে তাকাতে পারছে না, 'তা, বটে—'

* * *

এক ভয়াবহ পৃথিবীর ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার মাথায়—স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উত্তরপুরুষদের চিন্তা। কিন্তু ওঁরা তো শুধুই স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জানি না এর কোনটা সুলভ। প্রাচ্যের মানুষের কাছে এ নরকের ধারণা কিছুটা স্বস্তিকর—অন্তত, কিছু উষ্ণতার ছোঁয়া মিলবে সেখানে।

কিন্তু, এখানে নেই উষ্ণতার বিন্দুমাত্র আভাস। রলিংস আর আমি আধঘণ্টা ধরে ডলফিন-এর ডেক-এ দাঁড়িয়ে-ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি··· একটু একটু করে। কাঠের করতালের তানে দাঁতে দাঁত মিলে যাচ্ছে আমাদের। এই সময়ের সবটুকুই কেটেছে বার্তা প্রচারে—চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াসে।

কমাণ্ডার সোয়ানসানের কাছে আমার প্রস্তাব দিলাম: 'ওরা যদি আমাদের বার্তার প্রত্যুত্তরে কিছু জানাতে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের বেতার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত, এটাই ধরে নেওয়া যায়—এবং সেক্ষেত্রে বিকল্প কোনো উপায়ে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব। মাধ্যম—রকেট। বেতার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে রকেটের

আশ্রয় নিতে পারে ওরা, কারণ তুষারকেন্দ্রগুলোতে এ ধরণের রকেট রাখার নজীর আছে।

সোয়ানসান আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানালো, শুরু হলো পাহারা—রলিংস আমাকে সঙ্গ দিতে রাজী।

একটা ল্যাণ্ডস্কেপ—বিচিত্র দৃশ্যবলী। যদি আদৌ একে কোন দৃশ্যের আখ্যা দেওয়া যায়। বিবর্ণ, বন্ধ্যা, বৈশিষ্টহীন এক দৃশ্য… এযেন অন্য এক জগৎ। অতিপ্রাকৃতিক, অপার্থিব, ভীতিকর দৃশ্যপট। মেঘহীন আকাশ, তারা নেই কোথাও।

এটারও ব্যাখ্যা পেলাম না। দক্ষিণ দিগন্তে চোখে পড়ে শুধু এক ভীরু, কুয়াশা ঘেরা চাঁদ। তার আলোয় রহস্য সৃষ্টি করে চলেছে তুষার চূড়োয় আঁধারী পরিবেশ। চাঁদের আলো যে অংশে সরাসরি পড়েছে, সেখানেও তা ম্লান, কারণ—বরফের আস্তরণ হাজারো ঝড়ের তাণ্ডবে মার্জিত, ক্ষতবিক্ষতও। কিন্তু, এ'তো চোখের মায়া নয়, কল্পনাও নয়। তুষার-ঝড়ের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে চলেছে বাতাসের খেলা, কখনো ঝোড়ো, কখনো বা নিস্তেজ। সেতুর তাপ এখন ২১ ফারেনহিট ৫৩-তুষারাংকে।

আমি যদি স্বাস্থ্য পরিবর্তনের কোনা জায়গার পরিদর্শক হতাম, তাহলে স্বীকার করবো এ-জায়গা সম্পর্কে অল্পই আগ্রহ হতো আমার।

রলিংস আর আমি চালিয়ে গেলাম অধৈর্য প্রতীক্ষা। গগল্‌স পরিষ্কার করে চলেছি মুহুর্মুহু—কারণ, ওই দূরের কোনো এক জায়গায় কিছু মানুষের চোখ থেকে এখনো জীবনের রং মুছে যায় নি, আমাদের অন্যমনস্কতা হয়তো তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। চোখের যন্ত্রণাই শুধু বাড়ছে।

কিছুই দেখা গেলো না, কিছুই না। পাহাড়ের চূড়ো তেমনি নিস্তব্ধ, প্রাণহীন—যেমন ছিলো।

আমাদের বদলি লোক পৌছতেই রলিংস আর আমি জমে-যাওয়া শরীর নিয়ে সম্ভাব্য দ্রুততায় নেমে এলাম।

বেতার ঘরের বাইরে একটা ক্যাম্বিসের টুলে বসে সোয়ানসান। বাড়তি জামা খুলে নিলাম, চোখ থেকে আবরণ আর গগল্‌স সরিয়ে ধূমায়মান কফির মগ তুলে নিলাম।

রক্ত চলাচল ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এলো, আমাদের শরীরে।

'ওইভাবে কাটলেন কি করে?' ব্যগ্রগলায় প্রশ্ন করলো সোয়ানসান, 'কপালে প্রায় আধইঞ্চি জায়গা জুড়ে রক্তে মাখামাখি!'

'বরফের টুকরো উড়ে এসে লেগেছে।' ক্লান্তির গলায় বললাম, আমরা প্রচারে মিছেই সময় নষ্ট করছি। জেব্রার মানুষগুলো যদি আশ্রয়হীন হতো—তাহলে সংকেতের ব্যাপারটা অনেক আগেই থেমে যেতো– খাদ্য আর আশ্রয় ছাড়া কয়েক ঘন্টার বেশী বাঁচা সম্ভব নয় ওখানে। রলিংস বা আমি কেউই কাঁচের ঘরে সাজানো ফুল নই, তবু বাইরে আধঘন্টার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট মনে হয়েছে—'

'কি জানি—অ্যামুণ্ডসেন, স্কট বা পিয়ারীর কথা ভাবলে অবাক লাগে। স্রেফ হেঁটে উত্তর মেরু পৌছেছিলো লোকগুলো!'

'ওরা অন্য ধাতের মানুষ, ক্যাপটেন। হয় তাই, নয় তো সূর্যের আলো পেয়েছে তারা! আমার একটাই কথা - ওই জায়গায় পনেরো মিনিট অনেক সময়—আধঘন্টা তো —'

'তাহলে আপনি আশা রাখছেন না কিছু?' সোয়ানসান ভাবলেশহীন রাখতে চেষ্টা করছে তার মুখ।

'ওরা যদি আশ্রয়হীন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে রাখছি না।'

'আপনার কাছেই তো শুনেছিলাম ওদের নাকি 'নিফে' সেল-এর জরুরীকালীন সংগ্রহ আছে। আর, সেগুলোর কার্যকারীতা বছরের, পর বছর নাকি অবিকৃত থাকে।

যে কোনো আবহাওয়াতে কাজ করে। কয়েক দিন আগেও নিশ্চয়ই ওইগুলো ব্যবহার করেছে, প্রথম জরুরী বার্তা যখন পাঠায়। সেগুলো

শেষ হয়ে যায় নি নিশ্চয়ই !'

সোয়ানসানের যুক্তির অখণ্ডতা বিবেচনা করে চুপ করে রইলাম। ব্যাটারী হয়তো আছে, কিন্তু মানুষগুলো ..'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত—' অনুচ্চকণ্ঠে বলে চললো সে, 'সময় সত্যিই নষ্ট হয়েছে। গোছগাছ করে বাড়ি ফেরা যেতে পারে। ওদের সঙ্গে সংযোগ না হলে খুঁজে পাওয়ার আশা কম।'

'তা হয়তো নয়। কিন্তু, আপনি তো ওয়াশিংটনের নির্দেশ ভুলে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে।'

'মানে ?'

'কেন, আপনার মনে নেই—সাবমেরিণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে, তার কর্মীদের প্রাণ সংশয় না ঘটিয়ে, আমার সঙ্গে সম্ভাব্য সহযোগিতা করা হবে। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু এর কোনোটাই করছি না। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ না হলে, আমি কিন্তু আশে পাশের বিশ মাইল জায়গা জুড়ে দেখতে প্রস্তুত আছি। তাতেও ব্যর্থ হলে, অন্য কোনো পলিনিয়ায় সরে গিয়ে খোঁজ চালাবো। অনুসন্ধান-এলাকা তেমন বিস্তৃত নয়—কাজেই চান্স আছে। কেন্দ্রের অবস্থান হয়তো পাওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত। আমি সারাটা শীত এখানে অপেক্ষা করতে রাজী সেজন্যে—'

'সেটা কি আমার মানুষদের বিপদের কারণ হচ্ছে না ? এই শীতে তুষার চূড়াগুলোতে হেঁটে অনুসন্ধান চালানোর ব্যাপারটা ?'

'ও ব্যাপারে কিন্তু কেউ কথা বলে নি—'

'মানে—মানে, আপনি একাই যেতে চাইছেন ?' সোয়ানসান এক-মুহূর্ত ভেবে নিলো, দৃষ্টি তার মাটির দিকে, 'কি জানি—হয় আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; না হয় আপনাকে কেন ওরা এ' কাজের জন্যে নির্বাচিত করেছে এটা আস্তে মাথায় ঢুকছে আমার। কখনো বলছেন আশাভরসা নেই—পরমুহূর্তেই ঘোষণা করছেন—সারাটা শীত কাটিয়ে দেবেন এখানে ! কিছু মনে করবেন না,

ডাক্তার, ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁয়ালী ঠেকছে।'

'ওটা এক ধরনের গর্ব বলতে পারেন, কোন কাজ শুরুর আগেই আশা ছেড়ে দেবার মানুষ আমি নই! আর, এ ব্যাপারে মার্কিণ নৌবহরের ধারণা কি জানি না।'

আর একবার আমার দিকে চিন্তার চোখে তাকালো সোয়ানসান। সংশয়েভরা মন নিয়ে সে বিশ্বাস করছে আমার কথাগুলো। ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিলো ওর, 'মার্কিণ নৌবহরের কর্তারা অত সহজে কোনো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করে নেয় না, ডাক্তার। আপনি ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিন তো. উত্তর মেরুর দিকে পদ-যাত্রা শুরু করার আগে কাজে লাগবে।'

'আপনিও নিন না—সারারাত তো জেগেই কাটালেন?'

'আর একটু অপেক্ষা করবো ভাবছি! যদি কোনা খবর এসে যায় এর মধ্যে।' বেতার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরালো সোয়ানসান।

'ওরা কিছু পাঠাচ্ছে কি?'

'পাঠাচ্ছে। রকেট নামাবার জায়গার অনুরোধও আছে। যাক, কোনো খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই জানাবো আপনাকে। গুড নাইট ডাক্তার—সরি, গুড মর্নিং!' আবার হাসলো সোয়ানসান।

হ্যানসেনের কেবিনের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম।

সকাল আটটা। ডলফিন-এর প্রায় সকলেই প্রাতরাশের টেবিলে হাজির। ব্যতিক্রম শুধু যারা পর্যবেক্ষণে কর্তব্যরত।

কথা কমই হচ্ছে। এমন কি অতি-উচ্ছসিত স্বভাবের ডাক্তার বেনসানও নিশ্চুপ। জেব্রার সঙ্গে কোনো সংযোগ হয় নি যে সেকথা জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য। পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলেছে অবিশ্রাম বার্তা প্রচার। তবু হতাশা আর পরাজয়ের অনুভবই ছড়িয়ে রয়েচে সারা পরিবেশে।

ধীরে ধীরে খেয়ে চলেছে মানুষগুলো—তাড়ার কিছু নেই। খাওয়ার শেষে একে একে বেরোলো ওরা, নিজের কাজে। রইলাম—

সোয়ানসান, রেবার্ন আর আমি। সোয়ানসান রাতে ঘুমোয়নি জানি—কিন্তু বিনিদ্রার কোনো ছাপ নেই ওর চোখে মুখে।

ষ্টুয়ার্ড হেনরি কফির আর একটা পট নামাতেই, বাইরের বারান্দায় ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ উঠলো। কোয়ার্টারমাস্টার ঢুকলো ঘরে—দরজা প্রায় ভেঙেই, 'হয়েছে ক্যাপটেন!' চেঁচিয়ে উঠলো সে, পরে ঘরের অন্য মানুষের অস্তিত্ব তাকে সতর্ক করে দিলো, গলা নামিয়ে দিলো, 'ওদের সঙ্গে সংযোগ করা সম্ভব হয়েছে—'

'কি!' চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লো ভারী চেহারার সোয়ানসান।

'চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রার সঙ্গে বেতার সংযোগ করা গেছে, স্যর।' আনুস্টানিক গলা এলিসের।

বেতার ঘর থেকে সোয়ানসানই প্রথম বেরোলো, আমরা পরে। দুজন অপারেটার বেতার যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে—একজনের মাথা প্রায় যন্ত্রে ঠেকেছে, অন্যজন মাথাটা একদিকে হেলিয়ে, কানে ফোন লাগানো সত্ত্বেও সামান্যতম আওয়াজও যেন আরও সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছচ্ছে ওদের কাছে। বার্তার বই টেনে নিয়ে ওদের একজন যান্ত্রিকভাবে লিখে চলেছে—ডি এস ওয়াই কথাগুলো। বারবার একই কথা—তুষারকেন্দ্র জেব্রার সাংকেতিক বার্তা।

চোখের কোণে সোয়ানসানকে দেখে লেখা বন্ধ করলো লোকটা, 'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে, ক্যাপটেন। নিঃসন্দেহেই পেয়েছি—সংকেত অতিক্ষীণ, তবু অবিশ্রাম—কিন্তু—'

'সংকেতের ব্যাপারটা থাক!' রেবার্ন বলে উঠলো মাঝখান থেকে। উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা, কিশোর গলায় বলে উঠলো, 'আপেক্ষিক অবস্থান?—সেটা জানা গেছে কি, ওইটাই আসল ব্যাপার—'

অন্য অপারেটারটি এবার তার আসনে ঘুরলো—লোকটাকে চিনলাম: আমার পূর্বতন পাহারার মানুষ—জাব্রিনস্কী। ভর্ৎসনার চোখে জানালো রেবার্নকে সে,' নিশ্চয়ই—ওটাই প্রথম ধরা হয়েছে।

পয়তাল্লিশ—উত্তর-পূর্ব দিকে—'

'ধন্যবাদ, জাব্রিনস্কী—' শুষ্কস্বরে বললো সোয়ানসান,' নেভিসেটিং অফিসার বা আমি ধরতে পারতাম না ওটা। যাক—পজিশান কি?'

জাব্রিনস্কী কাঁধটা বাঁকিয়ে তার সঙ্গীর দিকে ফিরলো—টাক-মাথার লাল-মুখো লোকটাকে প্রশ্ন করলো, 'কি জানলে?'

'কিছু না। বার কুড়ি জানতে চেয়েছি পজিশানের ব্যাপারটা, কাজ হয় নি। শুধু ওই কথাগুলোই আসছে। আমার মনে হয় আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না ওরা। আমরা কান খাড়া রেখেছি তাও হয়তো জানে না। এরিয়ালও হয়তো টাঙায় নি—'

'না, তা না।'

'কার্লি আর আমি প্রথমটায় সংকেতের ব্যাপারটাকে ক্ষীণ ভেবেছিলাম, পরে ভাবলাম অপারেটার অসুস্থ—কিন্তু ভুল ভেবেছি। লোকটা আনাড়ী!'

'কি করে বলছো এ' কথা?'

'বলা যায়—'কথার মাঝপথেই থেমে গিয়ে সঙ্গীর হাতটা ধরে ফেললো সে।

কার্লি মাথা হেলিয়ে বললো, 'হ্যাঁ জেনেছি আমি—পজিশান বলতে পারছে না লোকটা।'

কেউ কথা বলছে না, এই মুহূর্তে অন্তত পারছে না। লোকটা পজিশান না বলতে পারার ব্যাপারটা ততো গুরুত্বের নয়, প্রত্যক্ষ সংযোগ যে ঘটেছে সেইটাই আসল কথা।

রেবার্ন ঘুরে কন্ট্রোলঘরের আর একদিকে দৌড়ে গেলো। সেতুর টেলিফোনে তাকে দ্রুত কথা বলতে শুনলাম। সোয়ানসান আমার দিকে ঘুরলো, 'ওই বেলুনগুলো—যার কথা বলছিলেন আপনি জেব্রাতে। ওগুলো কি মুক্ত না আটক?'

'দুই-ই।'

'নাইলনের সুতোয় বাঁধা একধরণের টেনে তোলা যন্ত্রে ওড়ে। শ'য়ে

বা হাজারের মার্কা করা গায়ে—'

'আমরা ওদের বেলুনগুলোকে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় ওড়াতে বলবো, আগুন জ্বালিয়ে। তিরিশ কি চল্লিশ মাইলের দূরত্বে থাকলে দেখতে পাবো ওদের...কি হলে ব্রাউন?'

জাব্রিনস্কী যাকে 'কার্লি' বলে সম্বোধন করেছিলো তাকে প্রশ্ন করলো সোয়ানসান।

'ওরা আবার বার্তা পাঠাচ্ছে—খুবই অস্পষ্ট যদিও—"ঈশ্বরের দোহাই —তাড়াতাড়ি করো", ওই একই বার্তা—বারবার পাঠাচ্ছে। 'এটা পাঠাও, থেমে থেমে···সোয়ানসান বার্তার অংশটা মুখে বলে গেলো। কার্লি মাথা হেলিয়ে দিলো। প্রচার শুরু হলো।

রেবার্ন ছুটে ঢুকলো বেতার ঘরে, সোয়ানসানকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, 'চাঁদ অস্ত যায় নি এখনো—দিগন্তের দু' এক ফুট ওপরেই রয়েছে। আমি গ্রহ-বিশ্লেষণের যন্ত্র নিয়ে উঠছি ওপরে—ওদেরও তাই করতে বলুন। অক্ষাংশিক ফারাক ধরা পড়বে। পঁয়তাল্লিশে যদি থাকে ওরা, এক মাইলে আনা যাবে।'

'চেষ্টা করা যাক তাহলে।' সোয়ানসানের নির্দেশে দ্বিতীয় বার্তা প্রেরিত হলো। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আছি। দশ মিনিট। বেতার-ঘরের মানুষগুলোর দিকে তাকালাম। ওদের দেহই শুধু এখানে, মন ছুটে গেছে···অনেক দূরে...আমার মনও যে জায়গা ছুঁয়ে রয়েছে ···তুষারকেন্দ্র জেব্রায়···

ব্রাউন আবার লিখতে শুরু করলো, এবার অল্পই সময় নিলো। তার গলায় ব্যস্ততার ছোঁয়া লাগলেও, শূন্যতায় ভরা, 'বেলুনগুলো অগ্নি-দগ্ধ—চাঁদ নেই।'

'চাঁদ নেই। রেবার্নের গলা তিক্ত, হতাশায় সুর স্পষ্ট। 'ধ্যুত্তোর! জায়গাটা নিশ্চয়ই মেঘের আড়ালে পড়েছে, বা ঝড়ও উঠে থাকতে পারে।'

'না, তা নয়—' আমি বললাম, 'কাছাকাছি বরফের চূড়োয় ওরকম

আবহাওয়ার তারতম্য হয় না। অন্তত পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে একই অবস্থা থাকবে। চাঁদ নেমে গেছে, ওদের ওদিকটায়। আন্দাজের ওপরই বলছে—আমাদের অনুমানের প্রায় একশো মাইল উত্তর-পূর্বে আছে ওরা।'

সোয়ানসান ব্রাউনের দিকে ফিরলো, 'ওদের রকেট আছে কিনা খোঁজ নাও—'

'চেষ্টা করায় সময়ই যাবে শুধু। ওরা যদি ওই দূরত্বে থেকে থাকে তাহলে আমাদের দিগন্ত ছাড়িয়ে ওদের রকেট উঠবে না কখনোই। উঠলেও আমরা দেখতে পাবো না।'

'চান্স নিতে আপত্তি কি?' সোয়ানসান আমার দিকে তাকালো।

'কিন্তু, সংযোগ তো বিচ্ছিন্ন—স্যর! খাবারের ব্যাপারে কি যেন শোনা গেলো, পরে সবই অস্পষ্ট।' ব্রাউন বললো।

'ওদের জানাও, রকেট থাকলে যেন এখুনি ছেড়ে দেয় সেগুলো। জলদি, সংযোগ থাকতেই জানিয়ে দাও।'

ব্রাউন বার-চারেক বার্তা প্রেরণের পর জবাব পেলো। বললো, 'বার্তায় বলছে: 'দু' মিনিট।' লোকটা হয় আরও দূরে সরে গেছে, না হয় তার প্রেরক-যন্ত্রটা সরে গেছে।'

সোয়ানসান নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে বেরোলো। আমিও। সেতুর ওপরে পৌঁছতে ঠাণ্ডা মালুম হলো। কমপাস বের করে বাড়িয়ে দিলো সোয়ানসান পাহারার লোক দু'টোর দিকে, কি করতে হবে তাও জানিয়ে দিলো।

এক মিনিট, দু' মিনিট। চোখের যন্ত্রণা শুরু হলো। মুখের খোলা অংশ সম্পূর্ণ অসাড়। চোখ থেকে দূরবীন নামানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু চামড়াও উঠে আসবে হয়তো—

ফোন বেজে উঠলো। সোয়ানসানও দূরবীন নামালো—চোখের কোলে দুটো কালো দাগ ফুটে উঠলো।

রিসিভার তুলে নিলো সোয়ানসান। সামান্য কথার পর জানিয়ে দিলো,

'বেতার-ঘর থেকে খবর এসেছে। চলো, নীচে যাওয়া যাক। ওরা তিন মিনিট আগে রকেট ছেড়েছে।'

নীচে নামলাম আমরা। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিলোও। শান্তগলায় বলে উঠলো, 'ওরা নিশ্চয়ই কোনো আশ্রয় পেয়েছে। কোন ঘর অক্ষত আছে।'

বেতার-ঘরে ঢুকলো সোয়ানসান, 'সংযোগ আছে এখনো?' 'হ্যাঁ। কখনো কখনো। মজার ব্যাপার। এদিকে গড়বড়, ওদিকে আওয়াজ ওঠে। ফানি!'

'হয়তো ব্যাটারীই নেই ওদিকে। শুধু হাতে-চালানো জেনারেটারই আছে। হয়তো ওটা চালানোর জন্যে লোক কমে আসছে।'

'হয়তো। কার্লি, ক্যাপটেনকে শেষ বার্তা জানিয়ে দাও।'

'ওদের যে বার্তা আসছে, তাতে কিছু ভুল আছে বোধহয়—'

'দেরী করা যাচ্ছে না—অনেক ভ্রমনের ব্যাপার,'—বলছে, ওটা হবে কিন্তু বেশীক্ষণ টিকে থাকা যাবে না। মানে—'লেট'কে 'লাস্ট' বুঝতে হবে। 'টুরস'কে—আওয়ার্স'।' ব্রাউন ব্যাখ্যা করলো।

সোয়ানসান এক পলক তাকালো আমার দিকে। তুষারকেন্দ্রের কমাণ্ডান্ট যে আমার ভাই একথা সোয়ানসান ছাড়া আর কাউকে জানাই নি। সেও, সম্ভবত গোপনই রেখেছে তথ্য।

ব্রাউনের দিকে ফিরলো সোয়ানসান,' ওদের প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর খবর দিতে বলো। আর, ছ' ঘন্টার মধ্যে আবার সংযোগ করবো, জানাও ওদের। জাব্রিনস্কী, ওদের আপেক্ষিক অবস্থানের ব্যাপারটা কতটা নির্ভুল ছিলো?'

'অক্ষরে অক্ষরে, ক্যাপটেন। ওই পঁয়তাল্লিই ঠিক।'

সোয়ানসান কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে সরে গেলো, 'জেব্রা চাঁদ দেখতে পাচ্ছে না। ডাক্তার কার্পেন্টারের কথা যদি ধরতে হয়, তাহলে আবহাওয়ার অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। অর্থাৎ ওদের দিগন্তের নীচেই চাঁদ। তাহলে আমরা যেখানে আছি, আপেক্ষিক

অবস্থান ধরে জেব্রা থেকে কতদূরে আমরা ?'

'একশো মাইল। ডাক্তার কার্পেন্টার যা বললেন।' অঙ্ক হিসেব করে বললো রেবার্ন।

'আমরা এবার এবশো মাইল যাবো, আর একটা পলিনিয়ার সন্ধান করবো। এক্সিকিউটিভ অফিসারকে ডাকো—' সোয়ানসান আমার দিকে ফিরে হাসলো।

'বরফের নীচে একশো মাইলের নিখুঁত হিসেব পাচ্ছেন কি করে ?'

'আমাদের অবিরতি-নাব্য কম্পিউটারে ধরতে পারছি। নিখুঁতই বলা যায়।'

বেতারের এরিয়েল নামিয়ে দেওয়া হলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 'ডলফিন' বরফ-গহ্বর থেকে যাত্রা করলো। এই প্রথম আমি একটা প্রবল ঝাঁকুনির সম্মুখীন হলাম। 'বেশীক্ষণ টিকে থাকা যাবে না···' বার্তার কথা মনে পড়লো। ডলফিন পূর্ণগতিতে চলেছে···

সেই সকালটা আর কন্ট্রোল ঘর থেকে বেরোলাম না। ডাক্তার বেনসানের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে কাটিয়ে দিলাম। ডাক্তার তার বাধা সময়টা কাটিয়ে দিলো রুগীর অপেক্ষায়। পরে বরফ-যন্ত্রের পাশে তার জায়গায় ফিরে গেলো দ্রুতপায়ে।

জেব্রার কেন্দ্রে ক'জন এখনো জীবিত, ভাবতে বসলাম। ওদের বার্তা আদান-প্রদানের সূত্রে মনে হলো, কমই বেঁচে আছে।

তালিকায় চোখ দিতে বুঝলাম, অধিকাংশ সময়েই বরফের ঘনত্ব দশ-বারো ফুটের মধ্যেই রয়েছে। কখনো তিরিশ, চল্লিশের ঘরেও গেলো নির্দেশক যন্ত্র।

যাত্রার আশি মাইলে বার দুয়েক নির্দেশক কাঁটা কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম রেখা ছুঁলো—বরফের ঘনত্ব স্বল্প যার অর্থ।

অনুসন্ধান শুরু। একঘন্টা কাটলো। দুই...তিন···প্লটিং টেবিল থেকে লোক দুটো মুহূর্তের জন্যেও মাথা তুলছে না। ডলফিন-এর এলো মেলো অনুসন্ধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে।

বিকেল চারটে বাজলো। ওদের কথাবার্তা কমে এলো ক্রমে। বেনসানের গলা মাঝে মাঝে আসছে—ঘন বরফ—এখনো ঘন—' নিস্তব্ধতা ভেঙে চলেছে।

পাঁচটা বাজে। কেউ আর কারো দিকে তাকাচ্ছে না এখন। কথাও প্রায় বন্ধ। চারদিকে শুধু হতাশা আর পরাজয়ের গ্লানি।

সোয়ানসানের ঠোঁটে আর হাসি নেই। আমার মনে একটা ভাবনা এলো—ওর মনের চোখে কি একটা উদ্‌ভ্রান্ত, দুর্বল চেহারার লোকের ছবি পড়ছে, সারা মুখে যার দাড়ি। বরফের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ·· শেষ শক্তিটুকু ব্যয়িত করে চলেছে অস্তিত্ব জীইয়ে রাখার জন্য। প্রাণহীন আঙুলে টিপে যাচ্ছে জেনারেটারের চাবি...মাথা ঝুঁকিয়ে... উদ্ধারের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে···

তুষারকেন্দ্র জেব্রাতে কোনো সাধারণ বৃত্তির মানুষকে পাঠানো হয় নি, কিন্তু এমন একটা সময় আসে মানুষের জীবনে·· যখন দুনিয়ার অন্যতম সাহসিকও আশা হারিয়ে ফেলে...এ' মানুষও হয়তো সেই রকম কোনো ছলনার শিকার—তুষার সমাধির ক্ষণ গুনছে।

সাড়ে পাঁচটায় সোয়ানসান বরফ-যন্ত্রের পাশ দিয়ে বেনসানের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলো, 'ওপরের ওই বরফের গড়পড়তা ঘনত্ব কত ?'

'বারো থেকে পনেরো ফুট।' বেনসানের গলায় অনেক ক্লান্তি।

'পনেরোর কাছাকাছিই বলা যায়—'

সোয়ানসান রিসিভার তুলে নিলো ফোনের। 'লেফটেনান্ট মিলস ? ক্যাপটেন বলছি। যে টর্পেডোগুলোর ওপর কাজ করছো সে গুলোর অবস্থা কি ? চারটে তৈরী যাবার জন্যে ? বেশ। তোলার জন্যে প্রস্তুত থাকো। খোঁজার ব্যাপারটায় আরও আধ ঘন্টা সময় দিচ্ছি—তারপর তোমার কাজ।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো—বরফ ভেদ করতে গর্ত করে নিতে হবে আমাদের—'

রিসিভার রেখে দিলো সোয়ানসান।

হ্যানসেনের কপালে ভাঁজ পড়লো, 'পনেরো ফুট বরফের দেয়াল তো চাট্টিখানি বাত নয়। আমরা কি ওই দেয়াল ফুঁড়ে বেরোতে পারবো ?'

'কোনো ধারণা নেই—চেষ্টা না করা পর্যন্ত বলা যায় কি ?'

'এর আগে কেউ চেষ্টা করেছে কি ?' আমার প্রশ্ন।

'না। মার্কিন নৌবহরের কেউ অন্তত করে নি। রুশরা করে থাকতে পারে, 'কিন্তু—ওরা তো এসবে বড় একটা মুখ খোলে না।' সোয়ানসান ব্যাজার মুখে বলে উঠলো।

'জলের নীচের আকস্মিক তরঙ্গগুলোয় জাহাজের ক্ষতি হবে না তো ?'

'করলে বড় জোর কড়া অভিযোগ আসবে—আর,—'

'সূক্ষ্ম বরফের দেখা মিলেছে—!' বেনসান চেঁচাচ্ছে না, কিন্তু চাপা গর্জনের আওয়াজ বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'আরে, পরিস্কার ঝক-ঝকে জল—পরিস্কার, লাভ্লি—!'

আমার তৎণাৎ প্রতিক্রিয়া হলো—হয় বরফ-যন্ত্র না হয় বেনসানের মগজ ফিউজ মেরে গেছে। কিন্তু, ডেক-এর অফিসারের মনে নেই সন্দেহ এবং ডলফিন-এর নাচ আবার শুরু হতে আমাদের নিজেদের বাঁচাতে এটা সেটা ধরে ফেলতে হলো।

ডলফিন থেমে গেলো—তার বিরাটকায় তামার প্রপেলার (চালন-চক্র) দুটো বিপরীত গতিতে ঘুরে স্তব্ধ হলো।

'কি রকম দেখাচ্ছে এখন, ডাক্তার ?' সোয়ানসানের গলা পেলাম।

'পরিস্কার টলটলে জল।' বেনসান সশ্রদ্ধ গলায় বললো। 'পরিস্কার ছবিটা দেখছি—যদিও অপ্রশস্ত, তবু আমাদের ধরে রাখার মত জায়গা আছে—'

পাম্পের গুঞ্জন উঠলো। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চললো ডলফিন—উড়ো-জাহাজের ভঙ্গিতে। ট্যাঙ্কে জল উঠলো।

'পেরিসকোপ তোলো—' সোয়ানসান হাঁকলো।

ঊর্ধ্বগতি হলো পেরিস্কোপ, মৃদু শব্দে। সোয়ানসান তার ফাঁক দিয়ে তাকালো, আমার দিকে ইসারা করলো, 'আসুন, দেখুন—এ' দৃশ্য কখনো চোখে পড়ে নি আপনার।'

দেখলাম। যা দেখলাম তার একটা ছবি তুলে যদি তাতে পিকাসোর নামও জুড়ে দেওয়া যেতো তবুও বিক্রি হতো না। কিন্তু, ও কি বোঝাতে চাইছে, বুঝলাম।

সবুজের বিস্তার, তার, দু' পাশে বনজ চিত্র।

মিনিট তিনেক পরে আমরা সুমেরু সাগরে, শেষ প্রান্ত থেকে আড়াই শো মাইল ফারাকে।

শুধুই শূন্যতা। পূবের দিকে চোখ তাকাও—কয়েক মুহূর্তের নজর মানেই বাকি জীবনের জন্যে অন্ধত্ব মেনে নেওয়া। কালো জলের অশুভ ইসারা ছড়িয়ে শুধু চারদিকে।

সেই সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বাতাসের কান্না। তুষার-ঝড় আর কুয়াশা-চ্ছন্ন নয় এখন—অনেক ধারালো হয়েছে···বাতাসের বিলাপ ছাপিয়ে আমাদের কানে আসছে এক গভীর আওয়াজ···কিছু গুঁড়োনোর··· চূর্ণ করার আওয়াজ···বরফ গলছে···

কন্ট্রোল ঘরে নেমেছে কবরখানার নৈঃশব্দ্য।

'ব্যাপারটা বড় গোলমেলে মনে হচ্ছে, আমরা কি এখানে নিরাপদ, কমাণ্ডার?' সোয়ানসানকে প্রশ্ন করলাম।

'বলা শক্ত। পলিনিয়ার পশ্চিমের দেয়ালে আটকা পড়েছি আমরা, বাতাসের দাপটে এই মুহূর্তে হয়তো নিরাপদ আমরা। কয়েক ঘন্টা হয়তো থাকতে পারবো, বা হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে আসবে বিপদ। জাহাজ বরফের শিকার হলে তার কি অবস্থা হয়, জানেন?'

'জানি। চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে পৃথিবীর চূড়োয় বছর কয়েক চক্কর খায়—তারপর একদিন সোজা নেমে আসে তলায়। মার্কিন সরকারের কাছে এটা প্রীতিকর হবে না কিন্তু কমাণ্ডার।'

'হ্যাঁ, কমাণ্ডার সোয়ানসানের পদোন্নতির রাস্তাও রুদ্ধ হবে সেই সঙ্গে তাও জানি—' সোয়ানসান বিষর্ণ গলায় বললো। 'আমার মনে হয়—'

'ক্যাপটেন!' বেতার-ঘর থেকে একটা চিৎকার এলো, 'এদিকে আসুন তো—'

'জাব্রিনস্কী বোধহয় আমাকে ডাকছে—' বিড়বিড় করে উঠলো সোয়ানসান। দ্রুতপায়ে বেরোলো সে। আমিও যথারীতি পেছনে। জাব্রিন্স্কী চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে দরজার দিকে। সোয়ানসান ঢুকতে বাড়িয়ে দিলো ইয়ার-ফোন।

সোয়ানসান কানে নিয়ে শুনলো। মাথাটা আস্তে হেলালো সে 'ডি এস ওয়াই—বুঝলেন ডাক্তার কার্পেন্টার। ওদের পাচ্ছি। এলিস, নেভিগেটিং অফিসারকে খবর দাও, এখুনি আসতে বলো তাকে।'

'ওদের সবাইকে তুলে নেবো, ক্যাপটেন—' জাব্রিনস্কী আনন্দঘন গলায় বলে উঠলো। হাসি কিন্তু তার চোখ পর্যন্ত এখনো বিস্তৃত নয়। 'ওখানকার লোকগুলো নিশ্চয়ই খুব একগুঁয়ে।'

'খুবই একগুঁয়ে—' সোয়ানসান অন্যমনস্ক। চোখ দুটো যেন অনেক দূরে উধাও। বরফের গর্জন শুনছে ও, জানি আমি। অনেক পরে বললো, 'হ্যাঁ—একগুঁয়ে, আচ্ছা, তুমি কি দুদিক পাচ্ছো?'

জাব্রিনস্কী মাথা নাড়লো। সরে গেলো সে। হাসি মিলিয়ে গেছে তার ঠোঁট থেকে। রেবার্ন ঢুকতে তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হলো। প্লটিং টেবিলের দিকে এগোলো সে। আমরাও সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে মুখ তুললো, 'যদি কেউ রবিবারের সান্ধ্যভ্রমনে উদ্যোগী হতে চায়, তাহলে এই তার সুযোগ—'

'এত কাছে আমরা?' সোয়ানসান প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ। খুবই কাছে।'

'ভাগ্য ভালো বলতে হবে। তা, কথাবার্তা হয়েছে কিছু?'

'না। সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।'

'একেবারে?'

'এক মিনিটের জন্যে পেয়েছিলাম, ক্যাপটেন। ডাক্তার কার্পেন্টার ঠিকই বলেছেন—ওরা হাতে চালানো জেনারেটার দিয়েই কাজ চালিয়েছে।'

সোয়ানসান আমার দিকে একবার তাকালো, পরে চোখ ফিরিয়ে নিলো, 'এই নচ্ছার ঝড়টা কতক্ষণ থাকবে কে জানে!'

'অনেকক্ষণ। কেবিনে আমার মেডিক্যাল পোশাক-পত্র আছে। ওষুধের মাপে অ্যালকোহলও রেখেছি। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়? বেনসান বুঝতে পারছে আমি কি বলতে চাইছি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন তা কি আমি বুঝতে পারছিনা, নাকি আমার মাথাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে?' সোয়ানসান ক্লান্ত গলায় বললো।

'মাথা আবার কার খারাপ হলো?' হ্যানসেন কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। কথাগুলোই শুধু তার কানে গেছে। সোয়ানসানের মুখের অবস্থা চোখে পড়ে নি তার।

'ডাক্তার কার্পেন্টার তল্পি-তল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছেন, জেব্রার উদ্দেশ্যে। হেঁটে!'

'ওদের সঙ্গে আবার সংযোগ হয়েছে নাকি?' হ্যানসেন যেন ওই-সময়টুকুর জন্যে আমাকে ভুলে যেতে চাইলো। 'সত্যিই পেয়েছেন ওদের?'

'এইমাত্র। মাইল পাঁচেকের ব্যাপার, রেখার্ণের হিসেবে।'

'বাব্‌বা! পাঁচ মাইল মাত্র!' পরমুহূর্তেই, হ্যানসেনের মুখের বাতি নিভে গেলো, 'এই আবহাওয়ায় পাঁচ মাইল মানে পাঁচশো। বুড়ো এমুণ্ডসেনও পাঁচ গজ চলতে পারতো না এই অবস্থায়!'

'ডাক্তার কার্পেন্টার নিশ্চয়ই এমুণ্ডসেনের চেয়ে বেশী কাজের লোক।

হেঁটেই তো যেতে চাইছেন ভদ্রলোক।' সোয়ানসান শুকনো গলায় কথা বললেও, বিদ্রূপের ছাপ সুস্পষ্ট তার কথায়।

অনেকক্ষণ আমার চোখে তাকিয়ে রইলো হ্যানসেন, সোয়ানসানের দিকে ফিরলো সে, 'আমার তো মনে হচ্ছে কার্পেন্টার সাহেবকেই না আটকে রাখতে হয়—'

'শোনো, জেব্রাতে কিছু মানুষ থেকে গেছে।' যথেষ্ট ওজন দিয়েই কথা বলতে শুরু করলাম। 'তারা সকলে হয়তো বেঁচে নেই আজ। কিন্তু কেউ কেউ আছে! অন্তত একজন। জর্জরিত মানুষ—মুমূর্ষু মানুষের চাওয়া খুব বেশী নয়—জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে—কোনো কিছুই চাওয়ার থাকে না। আমি চিকিৎসক—আমি জানি এ'কথা। সামান্য অ্যালকোহল, কিছু খাবার জিনিষ, নরম পানীয় কিছু ওষুধ—এগুলোই তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারবে। ওরা এটুকু চাইতেই পারে, আর, আমিও সেগুলো পৌঁছে দেবার জন্যে যে কোনো ঝুঁকি দিতে রাজি আছি। আমি অন্য কাউকে ওখানে যেতে বলছি না, শুধু আপনাদের নির্দেশ পালন করতে বলছি—ওয়াশিংটানের নির্দেশ—'ডলফিন' এর মানুষগুলোর জীবন বিপন্ন না করে আমাকে সর্বপ্রকার সহায়তা করার বার্তা পেয়েছেন আপনি। আমাকে ভয় দেখিয়ে আমার ব্রত থেকে বিচ্যুত করতে পারবেন না। আর, আপনাদের জীবনও বিপন্ন করার কোনো প্রবৃত্তি নেই আমার।'

সোয়ানসান মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। ও কি ভাবছে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। আমাকে থামাবার কোনো উপায়;—ওয়াশিংটানের নির্দেশ; না কি জেব্রার কমাণ্ডান্ট আমার ভাই সেজন্যে। কিছুই বললো না সে।

'ওকে থামাবার চেষ্টা করুন, ক্যাপটেন।' হ্যানসেনের গলায় উদ্বেগ। 'কোনো মানুষ পিস্তল চালিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে বা নিজের গলায় ক্ষুর চালাতে গেলে তো তাকে নিবৃত্ত করতেন। এও তাই। ওঁর মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে—সুইসাইড করতে চলেছেন

ভদ্রলোক।'

একটু থেমে বললো, 'সেতুর ওপরে আর একবার উঠে দেখুন তো, মত পাল্টাতে বাধ্য হবেন।'

'আমরা তো সেখান থেকেই নেমে এলাম একটু আগেই।' সোয়ানসান বিনা ভূমিকায় বললো।

'তারপরও যেতে চাইছেন উনি—আমি যা বলছি, তাই—ভদ্রলোক ক্ষেপে গেছেন!'

'ও প্রসঙ্গ আপাতত থাক। অবস্থান যখন জানা হয়েছে, তখন জেব্রার এক মাইলের মধ্যে পলিনিয়ার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করতে হতে পারে।'

'খড়ের গাদায় সূচ পাওয়াও যেতে পারে।' বললাম, 'কারণ, দেখুন—এই অবস্থায় আসতে আমাদের ছ'টা ঘণ্টা লেগে গেলো—আর, ভাগ্য তো সুপ্রসন্নই বলা যায়। এর পরের অবস্থায় পৌঁছতে কত ঘণ্টা বা দিন লাগবে, কে জানে। আমি কিন্তু ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

'বেশ, ধরে নিলাম—প্রথম একশো গজের মধ্যে আপনি ঠাণ্ডায় জমে মরলেন না;' হ্যানসেন জ্ঞান দিতে শুরু করলো, 'পাহাড়ের চূড়ো থেকে পড়ে পা ভাঙলো না আপনার। অন্ধও হলেন না। অথবা পলিনিয়ায় পড়ে ডুবলেনও না। আর এ সব অঘটন না ঘটলেও, অনুগ্রহ করে জানান তো কি করে পাঁচ মাইলের পথ পাড়ি দেবেন, যে পথ চেনেন না? পিঠে তো আধটনি বোঝা চাপিয়ে যেতে পারবেন না। আর, ওই অক্ষাংশে চুম্বকের শক্তি-সম্পন্ন দিক নির্ণয় যন্ত্র কাজে লাগাতে পারবেন না। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে চুম্বকিত উত্তরমেরু অনেকটা দক্ষিণেই, পশ্চিমেও অনেকখানি রাস্তা। সব কিছু ছেড়ে দিলেও—অন্ধকারে, তুষার-ঝড়ের শিকার হয়ে কেন্দ্রে পৌঁছতে পারবেন না। যদি কেন্দ্রের অস্তিত্ব থেকে থাকে। আর, পৌঁছতে পারলেও ফিরতে

পারবেন এ ধারণা এলো কি করে আপনার মাথায়? কাগজ ছড়িয়ে যাবেন পথে? পাঁচ মাইল রাস্তা জুড়ে সূতো ছেড়ে? এক কথায়—'ক্ষ্যাপামি'।'

'পা ভাঙতে পারে, ডুবেও মরতে পারি—ঠাণ্ডায় জমে ইহলোকের মায়াও ত্যাগ করতে পারি।' স্বীকার করে নিলাম ওর কথা। 'তবু চান্স নেবো একটা। ওখানে পৌঁছনো আর ফেরার ব্যাপারটা কোনো কৌশলের কিছু না। জেব্রার সঙ্গে বেতার সংযোগ হয়েছে, আমরা তার অবস্থান জেনেওছি। এখন শুধুমাত্র একটা বেতার-প্রাপক যন্ত্র সঙ্গে রাখা—আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনে। জেব্রার সঙ্গে যেভাবে সংযোগ রাখা যাচ্ছিলো, আমার সঙ্গেও সেই ভাবে রাখা যাবে—ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়।'

'হয়তো তাই। একটা ছোট্ট ব্যাপার ছাড়া—ওই বস্তুটি নেই আমাদের।'

'আমার, স্যুটকেসে বিশ মাইলের মধ্যে কাজ করে এমন 'ওয়াকি-টকি' আছে একটা।' বললাম।

'নেহাৎই সমাপতনের ব্যাপার—'হ্যানসেন বিড়বিড় করে উঠলো, 'মানে, সঙ্গে চলে এসেছে আর কি জিনিষটা, আর, ওই রকম মজার আরও অনেক কিছু আছে আপনার স্যুটকেসে, তাই না, ডাক্তার?'

'ডাক্তারের কাছে কি আছে না আছে সেটা আমাদের জানা দরকার নেই—' সোয়ানসান মৃদু তিরস্কারের গলায় বললো, 'যেটা চিন্তার কথা সেটা হচ্ছে, উনি নিজেকে শেষ করে দিতে চাইছেন। কার্পেন্টার সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই আপনার এই বিদঘুটে প্রস্তাব সমর্থন করতে বলছেন না, আমাদের?'

'আপনার সমর্থন চাইছি না আমি। দরকারও নেই তার। আমি শুধু আপনাকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করছি। আর, সম্ভব হলে খাবারের বন্দোবস্তটা করতে বলছি। না পারলে ওটা ছাড়াই আমাকে ম্যানেজ করতে হবে ব্যাপারটা।'

*   *   *

আমার কেবিনের দিকে ফিরে চললাম। হ্যানসেনের কেবিন, বলাই ঠিক। আমার কেবিন না হলেও, ঢুকে দরজার খিল তুলে দিলাম।

সময় হাতে নেই, কারণ—হ্যানসেন, তার কেবিনে অন্য কেউ দরজা এঁটে বসে আছে, এটা ভালো চোখে দেখবে না।

স্যুটকেট খুলে ফেললাম। কেসের তিনভাগ জুড়ে মেরু পোশাক। সরেস জিনিষ, এবং বলা বাহুল্য—আমার পয়সায় কেনা নয়।

পোশাক পাল্টে নিলাম। উল শার্ট আর কর্ডুরয় প্যান্ট, পার্কা। এ' ছাড়া আরও তিনটি বস্তু—প্রথমটা : নয় মিলিমিটার ম্যানলিশের -শোনাওয়ের অটোমেটিক—বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম সেটা। অন্য পকেটে গুলি।

দস্তানা, জুতো আর টুপিও নিয়ে নিলাম—সবগুলোই পরিবেশানুগ। তুষার-ঝড়ের শিকার না হতে হয় আবার···

তুষার-মুখোশ আর গগলসও নিয়ে নিলাম। জল-নিরোধক টর্চ বাতি, ওয়াকি-টকিও পকেটে ঢুকলো।

স্যুটকেসের ডালা নামিয়ে দিলাম। সংযোগের ব্যবস্থা করার আর দরকার নেই তালায়—কারণ পিস্তল পকেটে আমার। কিন্তু সোয়ান-সানকে তো আমার অবর্তমানে কিছু কাজ দেওয়া দরকার, তাই এঁটে দিলাম তালা।

দরজা খুলে দিলাম।

কন্ট্রোল-ঘরে সোয়ানসানকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেখানেই রয়েছে সে। হ্যানসেনও। আরও দুজন রয়েছে, আগে ছিলো না ওরা, রলিংস আর জাব্রিনস্কী। জলযানের তিনটে অতিকায় মানুষ আবার একত্র। এদেরই আমার পাহারায় নিযুক্ত করেছিলো সোয়ান-

সান এক সময়ে। ওদের যেন এখন আরও বড় দেখাচ্ছে।

সোয়ানসানের দিকে তাকালাম, 'খাবারের জিনিষগুলো পাচ্ছি কি?'

'শেষ কথাটা জানিয়ে দিচ্ছি, ডাক্তার। আপনার মতিগতি আত্মহনন-কারী, উদ্ধারের ব্যাপারে তেমন চান্স নেই যখন আমি সম্মতি দিচ্ছি না—'

'ঠিক আছে—আপনার বিবৃতি নথিভুক্ত হলো। সাক্ষীসাবুদ শুদ্ধ। তাহলে ওই খাবারের—

'সম্মতি দিচ্ছি না এই কারণে, যে—' আমাকে থামিয়ে দিলো সোয়ানসান। 'একটা বিপদজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একটু আগে আমাদের একজন ইলেকট্রনিক কারিগর গতানুগতিক নিরীক্ষা চালাচ্ছিলো—ব্যাস আয়তন নির্দ্ধারণের সমীক্ষা, বরফ-যন্ত্রের ওপর। পাকানো তারের একটা অংশ কাজ করছে না। বৈদ্যুতিক মটর পুড়ে গেছে। বাড়তি মটরও নেই, কাজেই ওটা কই সারাতে হবে। বুঝতে পারছেন অবস্থা—যদি নীচে নেমে যেতে হয় আমাদের—ওঠা অসম্ভব হবে পরে। ফলে—যবনিকা।

সোয়ানসানের কোনো দোষ দিচ্ছি না আমি—তবু, এর চেয়ে উন্নততর কিছু হয়তো ভেবে ফেলতে পারতো ওই সময়টুকুর মধ্যে।

আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম শুধু, 'খাবারের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে কি?'

'আমরা কথা শোনার পরও কি আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অটল?'

'ঈশ্বরের দোহাই—আমি ওটা ছাড়াই বেরিয়ে পড়তে চাই—'

'ডলফিনের লোকেরা কিন্তু এটা পছন্দ করছে না।'

'তা, কি আর করা যাবে—'

লোকগুলোর দিকে তাকালাম। ওদের যেন আরও অনেক বড় দেখাচ্ছে। ওদের পেরিয়ে যাওয়া নেহাৎ বোকামি হবে—বন্দুকে কোনো কাজ হবে না। আর, সেটা বের করতে অনেক সময়ও লাগবে। হ্যানসেনের তৎপরতার কথাও মনে পড়লো···বন্দুক বের

করলেও হ্যানসেন, রলিংস আর জাব্রিনস্কীর মত মানুষদের ভয় দেখানো যাবে না—

'ওরা আপনাকে যেতে দিচ্ছে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ওদের সঙ্গে নিচ্ছেন আপনি। ওরাও যেতে চাইছে।' সোয়ানসান বলে চললো।

'হ্যাঁ।' রলিংস বলে উঠলো।

'ওদের দরকার নেই আমার—' বললাম।

'বড় সদয় ভদ্রলোক আপনি, তাই না?' যেন কাউকেই বলছে না কথাগুলো রলিংস, এ' ভাবে বললো, 'অন্তত ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ ছিলো আপনার একটা, ডাক্তার।'

'আপনি আপনার মানুষগুলোর জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন, কমাণ্ডার। নির্দেশের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার?'

'আছে। এও জানি—মেরু প্রদেশের ভ্রমণে, তা সে পাহাড়ে ওঠাই হোক, আর আবিস্কারের উদ্দেশ্যই হোক—ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় সুফল পাওয়া যায়। আর, একজন অসামরিক চিকিৎসককে যদি আমরা তাঁর নিজের ইচ্ছেয় তুষারকেন্দ্রে যাবার অনুমতি দিই, তাহলে ব্যাপারটা মার্কিন নৌবহরের কাছে খুবই লজ্জাকর হবে।'

'আপনি যে আপনার লোকদের একটা মহৎ কাজের জন্যে ছেড়ে দিচ্ছেন, এ' সম্পর্কে ওরা কি মনে করছে?'

রলিংস জবাব দিলো এবার, 'ক্যাপটেনের কথা তো শুনলেন। আমরা স্বেচ্ছায় যেতে চাইছি। জাব্রিনস্কীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, লোকটাকে দারুন হিরো মনে হচ্ছে না আপনার?'

'আমরা চলে যাবার পর ক্যাপটেনকে যখন জাহাজ নামাতে হবে—অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন কি?'

জাব্রিনস্কী মুখ খুললো, 'ওকথা বলবেন না স্যর, আমি অতো বীরপুরুষ নই।'

আশা ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। তাছাড়া,

জাব্রিনস্কীর মত আমিও নিজেকে অত সাহসী মনে করছি না, কিন্তু হঠাৎ মনটা খুশী হয়ে উঠলো আমার—এই লোক তিনটে সঙ্গে থাকায়।

* * *

লেফটেনান্ট হ্যানসেনই প্রথম হাল ছেড়ে দিলো। ভুল বললাম, এই প্রথম কিছুটা বুদ্ধির পরিচয় দিলো। আমার হাতটা ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো, চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আর এগোনো যাবে না, ডাক্তার। এখানেই থামবো।'

আমিও সমস্বরে বলে দিলাম, 'পরের চূড়ো পর্যন্ত দেখবো।' জানি না আমার কথা ও শুনতে পেয়েছিলো কি না তবে বাঁধন আলগা হয়ে এলো।

গত আঠারো ঘন্টা ধরে আমি রলিংস আর হ্যানসেন পালাক্রমে দড়ির প্রথম মানুষ হয়ে এগোচ্ছি। অন্যদের বাঁচানোর দায়িত্ব নয় অগ্রগামীর, অন্যেরাই বাঁচবার প্রয়াস চালাবে নিজেদের, প্রয়োজন-বোধে।

হ্যানসেন একবার পড়েও গিয়েছিলো। তাই খুব সাবধানে এগোচ্ছি। ক্লান্ত পায়ে। দড়ির যে অংশ জলে পড়েছিলো তা এখন ইস্পাতের মত শক্ত। কখনো হুমড়ি খেয়ে পড়ছি বড়ের দাপটে···হামাগুড়ি দিয়ে চলছি কিছুটা—অন্ধের মত চলেছি···

ওই ভাবেই এগোবার সময়ে একটা শক্ত দেয়ালের মত কিছুতে স্পর্শ লাগলো—বরফের চাঙড়, ভেলার আকারে পথ জুড়ে।

ওরাও উঠে এলো আমার পেছন পেছন··· অন্ধ। হ্যানসেনই প্রথমে। আপাদমস্তক বরফে ঢাকা। মাথা আর কাঁধ বেয়ে নেমেছে বরফের পালক। অপরাধমূলক কোনো ছবির সাড়া জাগানো চরিত্র। কল্পনা করলাম, আমার অবস্থাও অভিন্ন।

দেয়ালের আশ্রয়ে জড় হলাম আমরা ক'জন। মাত্র মাথার চার ফুট ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে তুষারঝঞ্ঝা।

রলিংস আমার বাঁদিকে বসেছিলো, সে তার চশমা তুলে নিলো। নিজের শরীরের ওপর দৃষ্টি মেলে দিলো, বুকে ঘুষি দিয়ে বরফের চাপ সরাতে লাগলো।

ওর হাতটা ধরে ফেললাম, 'থাক, এখন নয়—'

'থাকবে?' মুখোসে রলিংসের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু, তার ভেতরেই তার দাঁত লাগার আওয়াজও পাচ্ছি।

'এ' শালার পোষাকের ওজন তো এক মন। এ' ধরণের ওজন তোলা গ্যাঁড়াকলের ট্রেনিং কিন্তু আমার নেই ডাক্তার।'

'থাক। ওই বরফের জন্যেই তো প্রাণে বেঁচে গেলে, না হলে জমে যেতে এতক্ষণ। ঝড়ো হাওয়া আর তুষারঝঞ্ঝা থেকে তফাতে রেখেছে। যাক তোমার মুখের বাকি অংশটুকু দেখি, হাত দুটোও দেখাও—'

আমি ওদের শরীর পরীক্ষা করলাম। নীলচে হয়ে গেছে সারা শরীর—ক্ষত বিক্ষত হয় নি। তুষার ক্ষতের কামড় না পড়লেও ওরা বিপর্যস্ত...

সমস্ত পথটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের সামিল। পিঠে বিরাট একটা করে বোঝা নিয়ে চলেছি, কখনো ঘটছে স্খলন, কখনও বা পড়ছি একপাশে হেলে...

'এখান থেকে ফেরা যাবে না বোধহয়।' হ্যানসেনের নিশ্বাস দ্রুততর হচ্ছে, যেন হেঁচোক উঠছে। রলিংসেরও অবস্থা একই দাঁড়িয়েছে। এভাবে বেশীক্ষণ চলা যাবে না, ডাক্তার।'

'ডাক্তার বেনসানের বক্তৃতা শোনা দরকার ছিলো আরও কিছুদিন তোমাদের। আইসক্রীম আর অ্যাপেলপাই, আর বান্‌কে গড়িয়ে এ সব ব্যাপারের ট্রেনিং হয় না।'

'হুঁ। তা, আপনার কেমন বোধ হচ্ছে?'

'একটু ক্লান্ত। তেমন কিছু না—'

তেমন কিছু না। আমার পা দু'টো যেন খসে পড়তে চাইছে। কিন্তু গর্বে উত্তেজনায় সবই চাপা পড়ে। পিঠের বোঁচকা নামিয়ে—ডাক্তারী ডোজের অ্যালকোহল বের করলাম।

'দশ মিনিটের বিশ্রাম নেওয়া যাক, তবে, তার বেশী হলে কাঠ মেরে যাবে একেবারে। এর মধ্যে দু' চার ফোঁটা চালিয়ে কণিকাগুলোর চলাচল অব্যাহত রাখতে হবে।'

কিন্তু, অ্যালকোহল তো নিম্ন তাপমাত্রায় চলে না জানতাম।' হ্যানসেনের গলায় সন্দেহের সুর।

'যে কোনো ব্যাপারেই প্রশ্ন করো না, তার বিরুদ্ধে বলার অনেক কিছুই পাওয়া যাবে। তাছাড়া, এটা অ্যালকোহল নয়, এক নম্বর স্কচ হুইস্কী।'

'তা, আগে বলতে হয়। কই বাড়িয়ে দিন দেখি—রলিংস আর জাব্রিনস্কীকে বেশী দেবেন না—ওদের এ'সব খাওয়া অভ্যেস নেই।'

জাব্রিনস্কীর দিকে ফিরলো হ্যানসেন, 'কোনো খবর আছে ?'

জাব্রিনস্কী ওয়াকি-টকি কানে নিয়ে বসে। বেতার-বিশেষজ্ঞ বলেই খ্যাতি তার, এবং সেই কারণেই তাকে দলের অগ্রভাগে রাখা হয় নি; জলের তোড়ে বেতারের ক্ষতি হওয়া মানে ··তুষারকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হওয়াই শুধু নয়, 'ডলফিন'-এ ফেরার রাস্তাও বন্ধ।

মুস্কিল হয়েছে—যন্ত্রটা ঠিক আছে। কিন্তু এই তুষারঝড়ে এমন সব বিচিত্র শব্দ হচ্ছে—না, এক মিনিট দাঁড়ান তো—এক মিনিট—'

মাইক্রোফোনে মাথা নামিয়ে দিলো জাব্রিনস্কী, হাত দুটো মুখের কাছে জড় করে কথা বলছে···'জাব্রিনস্কী বলছি···জাব্রিনস্কী—হ্যাঁ—আমরা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি···কিন্তু ডাক্তার সাহেবের ধারণা আমরা পৌঁছতে পারবো—ধরুন একটু...জিজ্ঞেস করছি ওঁকে—'

আমার দিকে ঘুরলো, 'আমরা কতটা এসেছি জানতে চাইছি—'

'চার মাইল, সাড়ে তিন বা সাড়ে চারও হতে পারে—আন্দাজ করে নাও।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিলাম।

জাব্রিনস্কী বলে গেলো, সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, 'নেভিগেটিং অফিসার জানাচ্ছে—চার মাইল, অর্থাৎ আমাদের যেখানে থাকার কথা তার পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে। দক্ষিণে সরতে হবে কিছুটা তুষারকেন্দ্র ধরতে হলে...'

অবস্থা আরও শোচনীয় হতে পারে।

ডলফিন-এর অবস্থান জানার পর এক ঘন্টা কেটেছে। মুখের কোনো কাজ হচ্ছে না আমাদের—অসাড়, প্রায় সম্পূর্ণ অসাড়—শুধু কথা বেরোচ্ছে ক'টা মাঝে মাঝে।

'হ্যাঁ, অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।' হ্যানসেন আমার সঙ্গে একমত। 'আমরা একই বৃত্তের চারপাশে ঘুরছি কিনা কে জানে। বা মৃত্যুর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি হয়তো।' এক চুমুকে হুইস্কীর গ্লাস খালি করে দিলো সে। ফ্লাস্কটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো, 'যাক, এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে, আচ্ছা, ডাক্তার—আপনার কি এখনো মনে হচ্ছে আমরা ওখানে পৌঁছতে পারবো?'

'চেষ্টা শুধু। তা, আমাদের সঙ্গের মালপত্র কি বেশী ভারী বোধ হচ্ছে—কিছু ছেড়ে যাওয়া দরকার ভাবছেন?'

আমি কি ছেড়ে যাবো আমার সঙ্গের মালপত্র। ভাবলাম, অন্তত খাবার আর ওষুধ এগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তো আমাদের এতো কাণ্ড।

'আমরা কিছুই ছেড়ে যাচ্ছি না।' হুইস্কীতে কাজ হয়েছে। হ্যানসেনের গলা অনেক সজীব এখন। দাঁতে দাঁত লাগছে না।

'হ্যাঁ, ওই ভাবনার মৃত্যু হোক প্রথমেই।' জাব্রিনস্কীর গলায়ও অনেক জোর। প্রথম দেখায় ওকে আমার তুষার-ভালুক মনে হয়েছিলো—আজও, এই বরফের দেশে তাকে আরও বড় আকারের সেই জীবই মনে হচ্ছে, তার বিচিত্র পোশাকে।

'তুমি ?' রলিংসের দিকে ফিরলাম।

'শক্তি সঞ্চয় করছি, জাবি্রনসকীকে পরে কাঁধে চড়াতে হতে পারে!'

রসিকতার আমেজ নেই তার গলায়।

আমাদের চশমাগুলো এখন অকেজো, তবু—সেগুলোকে চোখের ওপর চাপিয়ে দিলাম।

দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করলাম—আমাদের পথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর রহস্যভেদে।

শ' চারেক গজ এগোবার পর বরফ-প্রাচীর যেন হঠাৎই মিলিয়ে গেলো···এক ঝলক বরফ—নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়লো আমার। প্রায় পড়েই গিয়েছিলাম···প্রচণ্ডগতি বেগ ট্রেনের সে ঝাপটায়। দড়ি ধরে আছি এক হাতে, কোনোরকমে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা করছি। অন্যদেরও জানিয়ে দিলাম ব্যাপারটা—তারস্বরেই...কিন্তু ওদের কানে তা মৃদুস্বর···

পরবর্তী আধঘন্টায় আমরা এক মাইল এগোলাম। হাঁটা এখন অনেক সহজ হয়েছে—যদিও প্রতিবন্ধক থেকে গেছে। জাবি্রনস্কী ছাড়া আমরা সকলেই বিপর্যস্ত, হোঁচট খাচ্ছি অনবরত। পা দুটো যেন আগুনে চাপানো মনে হচ্ছে আমার—প্রতি পদেই জানান দিচ্ছে ...যন্ত্রণার শিহরণ শরীর বেয়ে উঠছে।

কিন্তু, এ সবই তুচ্ছ আমার কাছে—আমার লক্ষ্য তুষারকেন্দ্র জেব্রা —আমার ভাই, একমাত্র সহোদর জন হ্যালিওয়েল রয়েছে সেখানে—জীবিত না মৃত, বলতে পারবো না।

এই মুহূর্তে তার কথা বারবার মনে পড়ছে—জন কি মৃত, না মুমূর্ষু—মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি কানে নিয়ে পড়ে আছে ? তার ঘরনী মেরী আর তিনটি কিশোর মুখও ভেসে উঠছে আমার মনের কোণে—যারা তাদের অনূঢ় খুড়োর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে, নাকি সে-ই করেছে তাদের জীবনকে বিড়ম্বিত।

পা দুটো যেন আমার নয় ; যে আগুনের অনুভূতি আছে, তা যেন অন্য

কোনো মানুষের মন ছুঁয়েছে, আমার নয়।

আমি জানি —জানি, আমাকে যদি মাটির আশ্রয় নিয়েও এগোতে হয়, তবু এগোতে হবে—জেব্রায় পৌঁছতেই হবে আমাকে...

মনে শুধু একটাই চিন্তা, জেব্রার জীবিত আর মৃতদের মাঝে শুধু একটা মানুষের মুখ···আমার ভাইয়ের···

এতক্ষণ যে অবিরাম দাপট চলছিলো তুষার বিভীষিকার—তা যেন ক্ষীয়মান···ঝড়ও যেন থেমে গেলো···আর এক তুষার চূড়োয় পৌঁচেছি—আগের আশ্রয়ের চেয়ে বেশী উঁচু জায়গাটা। অন্য-দের উঠে আসার অপেক্ষায় রইলাম। জাব্রিনসকী পৌঁছতে তাকে 'ডলফিন'-এর অবস্থান যাচাই করে নিতে বললাম। অ্যালকোহল বের করে দিলাম কিছুটা, আগের চেয়ে বেশী পরিমাণে।

পানীয় গলাধঃকরণ করার জন্যে যেটুকু দমের দরকার, তাও যেন নিঃশেষিত সবার।

কে জানে হ্যানসেনের কথা হয়তো ঠিক হয় নি ; হয়তো এই পানীয় আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু তার স্বাদ অটুট।

জাব্রিনসকী মাইকে কথা শুরু করে দিয়েছে। মিনিট খানিক পরে ইয়ার-ফোন নামিয়ে দিলো—যন্ত্রটা গুটিয়ে নিতে বললো, 'আমাদের ভাগ্য ভালো। 'ডলফিন'-জানাচ্ছে আমরা নাকি ঠিক রাস্তাতেই চলেছি—' পানীয়ের গ্লাস নামিয়ে দিলো জাব্রিনসকী, 'এটা হলো সুখবরের অংশ-টুকু, মন্দের খবর হলো—'ডলফিন'-এর দু'পাশের পলিনিয়া ক্রমেই অপ্রশস্ত হয়ে আসছে। ক্যাপটেন বলছে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নাকি এখান থেকে বেরোতে হবে।'

'তাহলে, সব কিছুই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে—'হ্যানসন গভীর গলায় বলে উঠলো, 'ডলফিন'-কে নেমে যেতে হচ্ছে আর আমরা থাকছি ওপরে। ওরা তাহলে আমাদের আর পাবে না, বরফ যন্ত্রটা ঠিকঠাক করতে পারলেও—'

তা, আমরা কি এখানেই যাত্রা শেষ করে নিজেদের শেষ করবো, না

—ঘণ্টা দুয়েক আরও ঘুরে ফিরে দেখবো, তারপর—

'ব্যাপারটা নিঃসন্দেহেই দুঃখজনক হবে। আমি ব্যক্তিগত দিকটার কথা বলছি না, মার্কিননৌবহরের ক্ষতির দিক বিবেচনা করেই বলছি। আমি বলতে চাই, মানে—বুঝলে লেফটেনান্ট, আমরা তিনটি মানুষ—আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা তিনটি প্রাণ—ছিলাম—কারণ, তুমি, আর আমি, জাব্রিনসকীও, আমাদের শক্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছি। ও অবশ্য অনেক আগেই সে অবস্থায় পেঁাচেছে।'

'দু ঘণ্টা?' ওই সময়ের অনেক আগেই আমরা ডলফিনে ফিরতে পারি—যে বাতাসের দাপট —'

'তাহলে জেব্রার মানুষগুলোর কি গতি হবে?' জাব্রিনসকী বললো।

'আমরা যথাসাধ্য করেছি—'

'আমরা অত্যন্ত মর্মাহত, ডাক্তার কার্পেন্টার।' রলিংসের গলায় অকৃত্রিম ভাঁড়ামির আমেজ অনুপস্থিত।

'ভীষণভাবে নিরুৎসাহিতও, শুই প্রস্তাবেই—' জাব্রিনসকী কথাগুলো হাল্কা গলায় বললেও, আন্তরিকতার অভাব সুরে।

'নিরুৎসাহের একমাত্র ব্যাপার এখানে যেটা, সেটা হচ্ছে এই সরল মনের নাবিকগুলোর বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনতম প্রকাশ।' হ্যানসেনের গলায় রুক্ষতা। কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা, 'ডাক্তারের মতে আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার। তবে. উনি নিজে ফিরবেন না, টোফ নক্সের তাবৎ সোনা পেলেও না। আর, মাত্র আধ মাইলের মত রাস্তা বাকি, নাও, চলো—মেরে দিই ওটুকু—'

টর্চের আলোয় জাব্রিনসকী আর রলিংসকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখলাম, কাঁধও ঝাঁকালো। ওরা উঠে পড়লো।

আমরা আবার আমাদের পথে।

তিন মিনিট পরে জাব্রিনর্দকী পায়ের গোছে চোট পেলো। অত্যন্ত সাধারণভাবেই ঘটলো ব্যাপারটা।

শেষের চূড়োটার দশ ফুট উচ্চতা যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলো, বিশ ফুট

রাস্তা হামাগুড়ি দিতে হয়েছে।

'পাঁচ ফুট—আর শুধু পাঁচ ফুট রাস্তা—' ওদের উঠে আসতে বললাম। ওরা পর পর উঠতে লাগলো, সবশেষে জাব্রিনসকী। তার অবস্থাটা দেখা অসম্ভব ছিলো, হয় সে দূরত্ব ঠিক করতে পারে নি, অথবা বাতাসের গতি সহজ হওয়ায় পা ফসকে থাকবে তার। চেঁচিয়ে উঠলো ও, মিলিয়ে গেলো ক্রমে কথাগুলো, বাতাসে হারিয়ে গেলো—লাফিয়ে পড়লো জাব্রিনসকী আমাদের পাশে। এবং পড়েই আর্তনাদ করে উঠলো—তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার।

মাটিতে পড়ে গেলো জাব্রিনসকী।

তুষার-ঝড়ের দিকে পেছন ফিরে, টর্চ জ্বালালাম।

চোখের চশমা প্রায় অকেজো—খুলে ফেললাম সেটা চোখ থেকে।

জাব্রিনস্কী উঠে বসেছে, ডান কনুইয়ের ওপর ভর করে। খিস্তি বেরোলো একটা তার মুখ দিয়ে। গোড়ালীটায় চার ইঞ্চি চোট—ভেঙ্গে গেছে...

এক নজরে যে কোনা লোক বলে দিতে পারে বাকি জীবনটা জাব্রিনস্কীর কাটবে এক পায়ে ভর করে...

'ব্যথা কি বেশী?' ওর পাশে বসে পড়ে প্রশ্ন করলাম। বসিয়ে দিয়েছি ওকে।

'নাঃ। অসাড় —কিস্যু বোঝার উপায় নেই। কি বোকামিই যে করলাম—'

'বলেছিলাম না—ওকে ঘাড়ে করে নিতে হবে শেষ পর্যন্ত!' রলিংসের গলায় অনেক বরফ।

ছোট্ট কাঠের টুকরো দিয়ে ওর পাটা বেঁধে দিলাম। বিপদ বাড়লো—দুশো বিশ পাউণ্ড ওজন বাড়লো···

আর—দলের সবচাইতে শক্তিশালী মানুষটাই জখম হয়ে গেলো (ওর কাঁধের চল্লিশ পাউণ্ডের বোঁচকার কথা ছেড়েই দিলাম)।

জাব্রিনস্কী বোধহয় আমার মনের কথা পড়তে পেরেছে, 'আমাকে

এখানে ছেড়ে যাও তোমরা, লেফটেনান্ট, হ্যানসেনের উদ্দেশেই বললো সে কথাগুলো। দাঁতে দাঁত লেগে বিচিত্র শব্দ আসছে।

'আমরা প্রায় পৌঁচেই গেছি! ফেরার পথে আমাকে তুলে নিও—'

'বাজে কথা বলো না—তুমি ঠিকই জানো, আমরা তোমাকে আর খুঁজে পাবো না!'

'নিশ্চয়ই—' রলিংসেরও দাঁতে দাঁত ঠুকে চলেছে।

জাব্রিনস্কীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে। তার শরীরে হাত রেখে।

'কিন্তু, আমি ঘাড়ে চাপলে তোমরা কোনকালেই জেব্রায় পৌঁছবে না।'

'আমার কথা শুনেছো তো—তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না!'

'লেফটেনান্ট বিলকুল ঠিক কথা বলেছে—তুমি সাহসী-টাইপের মানুষ নও, জাব্রিনস্কী। এখন চেপে যাও তো—'

জাব্রিনস্কীর গোড়ালী পুরোপুরি ড্রেসিং হয়ে গেলো। ওর মালপত্র তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। দাঁড় করিয়ে দিলাম ওকে। যাত্রা শুরু আবার—না। টলতে টলতে এগোনোর শুরু···

এই মুহূর্তে আমরা যখন ভাগ্যের ওপর সমগ্রভাবে নির্ভরশীল, মনে হচ্ছে—তা আমাদের অনুকূলে। একটা জমে যাওয়া নদীর মত শান্ত, নিরুত্তাল আমাদের পায়ের তলাকার জল।

আমরা পর পর অগ্রগামী লোক নির্বাচন করে নিলাম, শেষোক্ত দুজন জাব্রিনস্কীকে নিয়ে চলছে। তিনশো গজ এই নিঃশব্দ পদ-যাত্রার শেষে-হ্যানসেন, যে অগ্রগামী মানুষ সে মুহূর্তে—দাঁড়িয়ে পড়লো আচমকা, 'আমরা পৌঁচে গেছি।' বাতাস ছাপিয়ে এলো তার গলা, 'আমরা পৌঁচেছি—গন্ধ পাচ্ছো না তোমরা?'

'কিসের গন্ধ?'

'পোড়া জ্বালানী তেলের—রবারপোড়ার—পাচ্ছো না?'

আমার তুষার মুখোস খুলে ফেললাম, দুহাতে মুখ ঢেকে—ঘ্রাণ

নিলাম। একবারেই বুঝলাম। মুখোস তুলে দিলাম।

জাব্রিনস্কীর হাতটা আমার কাঁধের ওপর টেনে দিলাম ভালো করে—হ্যানসেনকে অনুসরণ করছি।

আরও কয়েক পা এগোতে মসৃণ বরফের আস্তরণ শেষ হলো। এবার চড়াই—জাব্রিনস্কীর ওই বিশাল শরীর তোলার শক্তি আর নেই আমাদের...প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গেই বাড়ছে কটু গন্ধ... এগিয়ে গেলাম আমি ওদের ছেড়ে...ঝড়কে পেছন করে। মুখোস নামিয়ে নিয়েছি...টর্চের বাতি মেরে চলেছি অর্দ্ধবৃত্তাকারে।

গন্ধ বাড়ছে...নাক কুঁচকে আসছে...সোজাসুজি ওপরের কোথাও থেকে আসছে গন্ধ। চোখে হাত দিয়ে ফিরলাম—আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বাতি একটা কিছুর ওপর পড়লো—শক্ত, নিরেট, ধাতব কিছুর ওপর। তুললাম বাতি। একটা ভুতুড়ে কঙ্কাল কিছুর ওপর থমকে গেলো আমার বাতি—বরফে মোড়া কিছু একটা কুটিরের ধ্বংসাবশেষ !

আমরা চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রায় পৌঁচেছি !

ওরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। ওরা পৌঁছতে কেন্দ্রের জনশূন্য, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কেন্দ্রের পাশ দিয়ে হেঁটে চললাম। কারও মুখে কথা নেই...

আটটা কুটির ছিলো জেব্রায়। দুভাগে চারটে করে। আলাদা করেই তৈরী হয়েছিলো সেগুলো দুই সারিতে, তিরিশ ফুটের ব্যবধানে। এক কুটির থেকে অন্যের ফারাক বিশ ফুট। আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে। কিন্তু, পারে নি বাঁচাতে নিজেদের...প্রচণ্ডতম তুষার ঝড়ে ধরে গেছে জ্বালানী পিপেগুলো...হাজার হাজার গ্যালন তেল জ্বলে গেছে। আর, তুষার চূড়োর যে আগুন ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব একমুহূর্তও নিরাপদ নয়, সেই আগুনই চরম শত্রুর ভূমিকা নিয়েছে।

আর—সারা তল্লাট জুড়ে শুধু জমাট জলের রাশি, আগুন নেভাবার

নেই কোনো বিকল্প ব্যবস্থা।

অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রগুলোর কি হয়েছে জানা গেলো না।

আটটা কুটির। দুই সারিতে চারটে করে। দুটি সারির প্রথম দুটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। দেয়ালের চিহ্নও নেই। এরই একটাতে চোখে পড়লো পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ দুমড়ে, থুবড়ে পড়ে আছে …তাপের প্রচণ্ডতার স্বাক্ষর বহনকারী।

ডানদিকে তৃতীয় কুটিরটি—সারিতে পঞ্চমটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

জাব্রিনস্কীকে ধরে আমরা পিছিয়ে এলাম। কথা ফুরিয়েছে। রলিংস অস্ফুটে কি যেন বলে উঠলো। ওর কাছে সরে গেলাম, পার্কা (শিরস্ত্রাণ) তুলে দিয়ে—

'আলো !…আলো চোখে পড়ছে ডাক্তার। ওই দিকে, দেখুন।'

হ্যাঁ। আলোক-রেখা। সরু, ক্ষীণ একটা আলোর ফালি—রূপোলী আভা। আমরা যে ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে, তারই উল্টোদিকের একটা কুটির থেকে আসছে…

টর্চ জ্বাললাম। এই প্রথম, আমার আলোয় ইস্পাতের একটা বাস্তব কিছুর অস্তিত্ব ধরা পড়লো।

একটা কুটির। বিধ্বস্ত কুটিরের ভগ্নাংশ। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে আসছে আলোক-রশ্মি। দরজার ওপর হাত রাখলাম—জেব্রায় এ পর্যন্ত যা' কিছু চোখে পড়েছে তার একমাত্র অবিকৃত নিদর্শন।

দরজা ঠেলতে কারখানার জীর্ণ প্রবেশপথের আর্তনাদ উঠলো কবজাগুলো থেকে।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

ছাদের আঁকড়া থেকে নেমে এসেছে কোলম্যান বাতির ঝাড়—অ্যালুমিনিয়ামের ছাদের জেল্লায় জমকালো আলো আসছে। কাঠের মেঝেয় বরফ ঢাকা—শুধু মানুষগুলো যেখানে পড়ে—সেই-খানটা ছাড়া। ওদের শরীরের নীচেও নিশ্চয়ই আছে বরফের

শীতল শয্যা।

আমার শরীর বেয়ে উঠলো এক শিহরণ—আমার প্রথম ভাবনা; দেরী করে ফেলেছি আমরা। জীবনে অনেক মৃতদেহ চোখে পড়েছে আমার—ওদের দেখতে কিরকম লাগে তারও অভিজ্ঞতা আছে আমার। আজ শুধু সংখ্যায় অনেক বেশী দেখছি।

বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়ানো কতকগুলো দেহ। ওদের চারপাশে ছড়িয়ে কম্বল, বর্ষাতি আর পোশাকের স্তূপ। ওদের মাঝে প্রাণের স্পন্দন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। স্থির, নিথর মানুষগুলো ঘরের এককোণে পড়ে আছে। অনন্তকাল ধরে যেন ওইভাবে পড়ে আছে ওরা।

ঘরের আলোটা থেকে একটা হিসহিসানির আওয়াজই শুধু নিস্তব্ধতা ভাঙছে। বাইরে থেকে বরফের আছড়ে পড়ার শব্দ, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে চলেছে···

জাব্রিনস্কীকে বসিয়ে দেওয়া হলো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। বলিংস তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রাখলো। স্টোভ বের করে নিলো, দস্তানা হাত থেকে ছাড়িয়ে। জ্বালানী দড়ি খুঁজছে সে। হ্যানসেন দরজা ভেজিয়ে দিয়ে—তার কাঁধের বোঝাও নামালো। টিনের খাবারের কৌটো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়।

বাইরের আর ভেতরের মিলিত ধ্বনি শুধু কুটিরের মৃত্যুশীতল স্তব্ধতাটুকু বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ওই ধাতব শব্দে লাফিয়ে উঠলাম: শব্দে—একজন মৃতও নড়ে উঠলো! বাঁদিকের দেয়ালের কাছের লোকটা—আমার অদূরের মানুষটা উঠে বসলো। রক্তরাঙা চোখে আমাদের সবাইকে দেখলো একে একে···সারা মুখটা তার ক্ষতবিক্ষত, তুষারক্ষত আর আগুনে বিভৎস সে মুখ। উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি!

অনেক—অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো লোকটা আমাদের চোখে—অপলক। আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতের সাহায্য উপেক্ষা করে, এক দুর্বোধ্য গর্বের তাড়নায় নড়ে বসলো। যন্ত্রণাকাতর মুখে উঠে দাঁড়ালো প্রেতমূর্তি। ফাটা ঠোঁটে হাসি ঝলকে উঠলো, 'এখানে

আসতে অনেক সময় গেলো যে আপনাদের—কথ্য, ইংরিজির টান তার কথায়, 'আমি কিনেয়ার্ড—রেডিও অপারেটার।'

'হুইসকি চলবে?' শুধোলাম।

আবার ঠোঁটের ফাঁকে হাসলো লোকটা, মাথাটা হেলিয়ে দিলো সম্মতিতে

নায়েগ্রা প্রপাতের জলরাশির দ্রুততায় হুইসকি গলায় ঢেলে দিলো কিনেয়ার্ড। ঝুঁকে কাশিতে ভেঙে পড়লো—চোখে জল এসে গেছে তার।

উঠে বসতে দেখলাম—প্রাণ ফিরে পেয়েছে তার চোখমুখ, রং লেগেছে তার গালে।

'এই ভাবে যদি সারা জীবন 'কি খবর', বলে যাও দোস্ত, দেখবে বন্ধুর অভাব হবে না তোমার কখনো।' অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো কিনেয়ার্ড মুহূর্তে।

পাশের লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো সে, 'আরে জলি—বুড়ো খোকা, উঠে পড়ো। দেখো; লোক এসেছে—'

বেশ কিছু সময় গেলো কিনেয়ার্ডের লোকটাকে তুলতে, কিন্তু জাগার পর অসম্ভব দ্রুতগতিতে উঠে বসলো জলি। চীনে-নীল চোখের ছোট্টখাট্টো চেহারার মানুষ, দাঁড়িতে ভরে আছে মুখটা জলির, তবু—তার গালে রং আছে। মুখ আর নাক তুষারক্ষতের শিকার যদিও।

চীনে-নীল চোখে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ের চমক লাগলো, পরে স্বাগতের হাসি ফুটলো ঠোঁটে, 'অতিথি মানুষ, অ্যাঁ?' আয়ার্ল্যাণ্ডের টান কথায় তার, 'আপনাদের পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত, জেফ্—অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করো।

'আমাদের পরিচয় কিন্তু দেওয়া হয় নি। আমি ডাক্তার কার্পেন্টার, আর ইনি—'

'আরে বি, এম, এ-র (ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান) নিয়মিত

বৈঠক হয়ে গেলো—বুড়ো খোকা—'

পরে জেনেছি জলি প্রায় প্রতি কথায় 'বুড়ো খোকা' শব্দগুলো ব্যবহার করে। তার বিদঘুটে আইরিশ টানের বিচিত্র মুদ্রাদোষ।

'ডাক্তার জলি?'

'আজ্ঞে। রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার।'

'আচ্ছা! ইনি লেফটেনান্ট হ্যানসেন।'

মার্কিন-নৌবহরের সাবমেরিণ ডলফিন-এর—'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান—সাবমেরিণ?' জলি আর কিনেয়ার্ড পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলো। পরে আমাদের চোখে তাকালো, 'সাবমেরিণ বললেন?'

'ব্যাখ্যার ব্যাপারটা পরে সারা যাবে! শুনুন—ইনি টর্পেডোম্যান রলিংস, ইনি রেডিও অপারেটার জাব্রিনস্কী—'

মেঝেয় পড়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে চোখ গেলো, লোকের গলা পেয়ে নড়ে চড়ে উঠছে কেউ কেউ। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠেও বসেছে দু-একজন, 'ওঁরা কেমন আছেন?'

'জনা দু-তিন একটু বেশী পুড়েছে। ঠাণ্ডায় গড়বড় হয়েছে আরও জনা কতকের। এক জায়গায় জড় করেছি ওদের গরম খাবার জন্যি—গুনলাম ওদের। জলি আর কিনেয়ার্ডকে ধরে ওরা বারো জন, সাকুল্যে।' প্রশ্ন করলাম, 'অন্যেরা কোথায়?'

'অন্যেরা?' আমার মুখে তাকালো কিনেয়ার্ড, বিস্ময়ের ক্ষণিক চমক তার চোখে। পরমুহূর্তেই তার মুখটা ফ্যাকাসে মেরে গেলো, কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল মেলে দিলো সে, 'পরের কুটিরে দোস্ত—'

'কেন?'

'কেন?' রক্তরাঙা চোখে তার হাতটা ঘষে নিলো কিনেয়ার্ড।

'কারণ, আমরা ঘরভর্তি মড়ামানুষের সঙ্গে রাত্রিবাস পছন্দ করি না—'

'কারণ—তোমরা—'থেমে গেলাম। নীচের লোকগুলোকে আর

একবার দেখে নিলাম। ওদের সাতজন এখন জেগেছে। তিনজন কনুইয়ে ভর দিয়ে আছে। চারজন শুয়ে তখনো।

ওদের সকলের চোখেই নেমেছে হতভম্বভাব। যে তিনজন এখনো ঘুমিয়ে-তাদের চোখের ওপর কম্বল ঢাকা। শান্ত-গলায় মনে করিয়ে দিলাম, 'তোমরা উনিশজন ছিলে।'

'হ্যাঁ—উনিশ। বাকিরা—কোনো সুযোগই পায় নি—'

আমার মুখে কথা নেই! মুখগুলো দেখছি, ওদের মধ্যে খুঁজছি একটা মুখ—যে মুখের জন্যে এতপথ পাড়ি দিয়েছি। ভাবলাম, হয়তো ওদের ক্ষতবিক্ষত মুখগুলোর মধ্যেই আছে সেই মুখ—চিনতে পারছি না তাই।

সতর্ক চোখে দেখে চললাম। না, এ' মুখগুলো সম্পূর্ণ অপরিচিত—কম্বলঢাকা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম, কম্বল তুলে দিলাম প্রথম জনের—সম্পূর্ণ অজানা মানুষ। ছেড়ে দিলাম কম্বল—

জলির গলায় বিস্ময়, 'কি ব্যাপার ? কি খুঁজছো তুমি ?'

উত্তর দিলাম না। আধশোয়া মানুষগুলোর পাশ দিয়ে চললাম—ওরা বোধহীন তাকিয়ে। দ্বিতীয় লোকটার চোখ থেকে কম্বল তুলে দিলাম—এবং, সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে দিলাম সেটা। জিভ শুকিয়ে এসেছে আমার। বুকে হাতুড়ির ঘা শুরু হয়ে গেছে।

তৃতীয় লোকটার কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লাম, দ্বিধা জড়ানো পায়ে দাঁড়িয়ে আছি—খুঁজে পেতে হবে আমাকে একজনকে, কিন্তু ভয়—কি দেখবো...

তাড়াতাড়ি ঝুঁকে সরিয়ে দিলাম কম্বল—মানুষটার সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ করা। নাক ভেঙে গেছে, দাঁড়িভর্তি মুখ। এ মুখ আমি জীবনে দেখি নি। সন্তর্পনে নামিয়ে দিলাম কম্বল।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। রলিংস স্টোভ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

'আমাদের সঙ্গে সবই আছে ডাক্তার জলি। জ্বালানী থেকে ওষুধপথ্য সবই। তোমরা ওইগুলোর সদ্ব্যবহার করতে চাও তো লেগে পড়।

আমিও হাত লাগাচ্ছি। লেফটেনান্ট—এখানে পৌঁছাবার ঠিক আগেই যে জায়গাটা পার হলাম—সেটা কোনো পলিনিয়া ছিলো কি?'

'হ্যাঁ।' হ্যানসেন চিন্তান্বিত চোখে তাকালো আমার দিকে। 'কেন? এরা তো কয়েক গজও যেতে পারবে না, চার পাঁচ গজ তো দূরের কথা। তাছাড়া ক্যাপটেন কি বলছিলো তা তো জানেনই। কাজেই ডলফিন-কে এখানে আনবার ব্যবস্থা করা যাক—'

'বরফ-যন্ত্র ছাড়া কি পলিনিয়ার খোঁজ পাবে ক্যাপটেন?'

'পাবে।' জাব্রিনসকী বেতারে দুশো গজ মেপে এগিয়ে যায়, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি—অবস্থান সংকেত।'

'কিন্তু বরফের ঘনত্ব সম্পর্কে আমার সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। ডক্তার জলি, পশ্চিমের ক্যাম্পে পৌঁছবার একটা সূত্র পেয়েছিলে তোমরা—সেটা কতদিন আগে?'

'একমাস। পাঁচ সপ্তাহও হতে পারে। ঠিক বলতে পারছি না।'

'কত ভারী ছিলো?' হ্যানসেনের দিকে ফিরলাম।

'পাঁচ ফুটের মত, ছয়ও হতে পারে। ভেদ করা অসম্ভব, তবে—ক্যাপটেন তার টর্পেডো কাজে লাগাতে পারে।'

জাব্রিনসকীর দিকে ঘুরলো এবার হ্যানসেন, তোমার বেতার-যন্ত্রটি চালাতে পারবে কি এই অবস্থায়?'

ওদের ছেড়ে দিলাম ওদের কাজে। আমি কি বলছি তাই আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে—অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে, বয়স যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে, সব শূন্য···আমার উত্তর তো পেয়ে গেছি—বারো হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছি যা জানবার জন্যে; এখন ওটা এড়াবার জন্যে কোটি মাইল যেতে প্রস্তুত আমি। ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না, যাবেও না। মেরী, আমার বৌদি, এবং তার তিনটে সুন্দর সন্তানের। না। মেরী কোনদিনই তার স্বামীকে দেখতে পাবে না। বাচ্চারা পাবে না তাদের বাপকে।

আমার ভাই মারা গেছে। কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। আমি এখন শুধু তাকে চোখের দেখা দেখতে যাচ্ছি—

বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওকে দেখতে যাচ্ছি—ঝোড়ো হাওয়া থেকে মাথা বাঁচিয়ে চলেছি—

দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই পেঁছিলাম শেষ কুটিরের দরজায়। টর্চ মেরে দরজার হাতল পেলাম, ঘুরিয়ে দিলাম হাতল...ভেতরে ঢুকে গেলাম...

এটা একটা গবেষণাগার ছিলো কোনোদিন, এখন মৃতদেহ রক্ষণাগার। যন্ত্রপাতিগুলো সমস্তই একপাশে অযত্নে সরিয়ে দেওয়া। আর সেই জায়গায় সমস্তটুকু জুড়ে মৃতদেহের সারি।

আমি জানি ওরা মৃত, কারণ কিনেয়ার্ড তো সেকথা বলে দিয়েছে, না বললেও বুঝতাম এক নজরে···দেহগুলো বিকট, পুড়ে যাওয়া-বিকৃত দেহ---অঙ্গারের রূপ নেওয়া দেহ···তালগোল পাকিয়ে গেছে...জীবনের কোন স্পন্দন নেই এখানে—

পোড়া চামড়া আর জ্বালানী গন্ধ আরও ভয়াবহ করে তুলেছে পরিবেশ···

ভাবতে বসলাম, আগের কুটিরের সেই মানুষের কথা—যে এই দেহগুলোকে একে একে এখানে এনে ফেলতে পেরেছে—বুকের পাটা আছে তার, স্বীকার করতে হবে—তার বা তাদের পাকস্থলীর শক্তিও অনস্বীকার্য—

মৃত্যু ওদের জীবনে দ্রুত নেমে এসেছে...ওদের সকলেরই। আগুনের শিকার হয়ে মরা নয়—যারা নিজেরাই আগুন নিয়ে খেলেছে—ফুটন্ত তেলের শিকার হতে হয়েছে তাদের। এক অবর্ণনীয় মৃত্যু...এ' মৃত্যু কারো জীবনে আগে নামেনি বুঝি···

দেহগুলোর একটিতে একটা বস্তুতে লক্ষ্য পড়লো আমার—ঝুঁকে টর্চ মারলাম, যে অঙ্গ এককালে ডান হাত বলে পরিচিত ছিলো লোকটার, তা আজ এক কালচে পড়া থাবা ছাড়া আর কিছু নয়।

হাড় বেরিয়ে পড়েছে। হাতের মধ্যমায় একটা আংটি নজরে পড়লো—প্রচণ্ড তাপেও গলে যায় নি সেটা, তুমড়েছে শুধু।

আংটিটা চিনলাম। বৌদি যেদিন এটা কিনেছিলো, আমি তার সঙ্গে ছিলাম।

বেদনা নেই, যন্ত্রণা নেই···সেগুলো হয়তো পরে কখনো অনুভূত হবে। কিন্তু না—এই মানুষটাই কি আমার জীবনে একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিলো—যার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই—শোধ হলো না? এই বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তূপ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার মনের মনি কোঠায় যে মানুষটা স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে—এ যেন সে নয়।

এখানে দাঁড়িয়ে দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেটার একটা কিছু বৈচিত্র লক্ষ্য পড়তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম—ঝুঁকে পড়লাম, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ রইলাম সেই অবস্থায়···

একটু পরে সোজা হয়ে উঠতে পেছনে দরজা খোলার শব্দ পেলাম—ঘুরে তাকালাম। দরজায় দাঁড়িয়ে হ্যানসেন। তুষার-মুখোস সরিয়ে চশমা তুলে দিলো সে।

আমার দিকে একবার দৃষ্টি হেনে, আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

হ্যানসেনের মুখ থেকে সমস্ত রং মিলিয়ে গেলো, আমার দিকে আবার তাকালো সে, বেদনার আর্তিচোখে, 'তাহলে ওকে হারালেন, ডাক্তার?' ওর গলায় ফিসফিসানি ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে উঠতে পারছে না, 'আমি দুঃখিত—'

'কি বলছো কি?'

'আপনার ভাই তো?' চোখের ইসরায়, দেহটা দেখিয়ে দিলো হ্যানসেন।

'সোয়ানসান বলেছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ। যাত্রার ঠিক পূর্বমুহূর্তে, আর—সেই জন্যেই তো এলাম

আমরা।' হ্যানসেনের ভয়ার্ত দৃষ্টি সারা ঘরে ঘুরলো। সারা মুখটা তার সাদা ফ্যাকাসে।

'এক মিনিট ডাক্তার—আসছি আমি—' হ্যানসেন বেরিয়ে গেলো। একটু পরে যখন হ্যানসেন ফিরলো, অনেকটা সামলে নিয়েছে সে, 'কমাণ্ডার সোয়ানসান ওই একটা কারণেই আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলো।'

'আমি আর সোয়ানসানই শুধু।'

'ওই অবস্থায়ই থাকুক—এটা আমার অনুরোধ—'

'আপনি যদি তাই চান, ডাক্তার।' হ্যানসেনের চোখে ঔৎসুক্য—কিছুটা হতভম্বতার ছাপ, কিন্তু ভীতির ভাব এখনো পুরো রয়েছে।

'ওঃ। এরকম কিছু জীবনে দেখেছেন, ডাক্তার—কখনো—'

'চলো, ওদের কাছে ফেরা যাক। এখানে থেকে কারু উপকারে লাগছি না আমরা।'

মাথা হেলিয়ে দিলো হ্যানসেন। আমরা ফিরে গেলাম। জলি আর কিনেয়ার্ড ছাড়া আরও তিনজন এখন দাঁড়াতে পারছে। ক্যাপটেন ফলসোম, কেন্দ্রের দু' নম্বর মানুষ।

অস্বাভাবিক লম্বা, রোগা চেহারার লোক। সাংঘাতিকভাবে পুড়েছে ফলসোমের মুখ। ট্র্যাকটার-চালক হিউসান, স্বল্পভাষী মানুষটার চোখ দুটো কৃষ্ণ-কালো। আর, তৃতীয় ব্যক্তি নেসবি, কেন্দ্রের পাচক—খুসী-খুসী চেহারার লোক। ইয়ার্কশায়ার থেকে এসেছে সে।

জলি আমার ডাক্তারী বাক্স থেকে সরঞ্জাম বের করে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি ঢুকতে ওদের পরিচয় দিয়ে কাজে ফিরে গেলো ওরা।

হ্যানসেন জাব্রিনসকীকে প্রশ্ন করলো ঢুকে, 'ডলফিন'-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'না।' জাব্রিনস্কী কাজ থামিয়ে ভাঙা পা'টা সরিয়ে বসলো, 'ঠিক কিভাবে ব্যাপারটা বোঝাবো জানিনা—যন্ত্রটা ফিউজ মেরে গেছে

দেখছি।'

'হুঁ। তাহলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না?'

'শুনতে পাচ্ছি ওদের কথা, কিন্তু শোনাতে পারছি না আমার এই পা'টা নিয়ে—কিন্তু পড়ে গিয়ে শুধু পা' ই যায় নি, এটাও গেছে'

'তা, ওটা কি সারানো যাচ্ছে না?' হ্যানসেন বিরক্ত।

'বোধহয় না, লেফটেনান্ট।'

'তুমি না বেতার-চালক?'

'তা তো ঠিকই—তবে যাদুকর তো নই। আর এই অসাড় হাতে—যন্ত্রপাতি নেই। জাপানীতে সাংকেতিক কথা লেখা—মার্কিন সাহেবও হার মানতো—'

'ওটা কি সারানো যাবে?' হ্যানসেন ওর কথায় কান দিচ্ছে না।

'এটা ট্রানসিসটার। ভাল্‌ভ নেই, কাজেই সারানো যেতে পারে। কিন্তু, সময় নেবে অনেক—লেফটেনান্ট। যন্ত্রপাতির চেষ্টা দেখতে হবে আগে।'

'সেসব খুঁজে বের করা যাবে। যা চাও পাবে—তবে, ওটাকে কাজের উপযোগী করে তুলতে হবে।'

জাশ্রিনসকী চুপ করে আছে। হেডফোন বাড়িয়ে দিলো হ্যানসেনের দিকে শুধু। একমুহূর্ত জাশ্রিনসকীর দিকে তাকিয়ে, যন্ত্রটা কানে নিলো। শুনে চললো সে। কাঁধের একটা ভঙি করে ফোন ফিরিয়ে দিলো, 'থাক, যন্ত্রটা এখুনি সারানো দরকার হচ্ছে না তাহলে।' পরে হঠাৎ কিনেয়ার্ডের দিকে ফিরলো সে, 'ডলফিন থেকে ফেরার তাড়া দিচ্ছে—তা, তোমার যন্ত্রটা দিয়ে তো আপাতত কাজ চালানো যায়। আমাদের লোকও আছে—'

'দুঃখিত, স্যর—' ভুতুড়ে হাসি খেলে গেলো কিনেয়ার্ডের ঠোঁটে, 'জেনারেটারে চালানো সেট তো ছিলো না সেটা, ব্যাটারীতে চলতো, আর, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে সেট!'

'ব্যাটারী বলছো? তাহলে বার্তা পাঠানোর সময় পাওয়ারের হের ফের

হতো কি করে ?' হ্যানসেন বিস্মিত।

নিকেলের ক্যাডমিয়াম সেলগুলো বদলে যেতাম—পাওয়ার পাবার জন্যে। পনেরোটা ছিল সাকুল্যে। প্রায় সবগুলোই আগুনে শেষ হয়ে গেছে—তাতেই কমবেশী হতো ব্যাপারটা। এখন ওতে একটা পেনসিল টর্চও জ্বালানো যাবে না—'

জাব্রিনসকী কিছুই বললো না। কেউই কিছু বললো না। বরফের শব্দই শুধু কানে আসছে—দেয়ালে মাথা খুঁড়ে চলেছে বাতির হিস-হিস আর স্টোভের মৃদু ঘড়-ঘড়ানি, নৈঃশব্দকে আরও প্রকট তুলে তুলছে।

কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সবার দৃষ্টি মেঝেয়—কীট-তত্ত্ববিদ যে মনোযোগ নিয়ে কীট খোঁজে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর, হ্যানসেনকে বললাম, 'অবস্থাটা এই-রকমই দাঁড়ালো। আচ্ছা, কাউকে 'ডলফিন'-এ ফিরে যেতে হয়—সময় নষ্ট না করে। আমিই যাবো প্রস্তাব দিচ্ছি—'

'না!' হ্যানসেন নিজের গলায় রূঢ়তায় চমকালো। শান্তস্বরে বলে উঠলো পরে, 'দুঃখিত, ডাক্তার। ক্যাপটেনের নির্দেশে কারুর আত্ম-হননের প্রচেষ্টার উল্লেখ নেই—সম্মতিও নেই তাই। আপনি এখানেই থাকছেন।'

'তাই থাকি।' মাথা হেলিয়ে দিলাম। ওকে আর বললাম না, যে এই মুহূর্তে কারুর নির্দেশের অপেক্ষায় আমি নেই—না—এবং আমার ম্যানলিশার বন্দুকের কাজ করতে সময়ও বেশী লাগে না। 'সবাই থাকুক পড়ে এখানে। মরুক। নিঃশব্দ মরণ—কোনো লড়াই নেই, হৈ চৈ নেই—শুধু নিঃশব্দ প্রতীক্ষা—মৃত্যুর। অ্যামুণ্ড-সেন সাহেবও হয়তো এটা অনুমোদন করতেন না।'

কথাগুলো এ' ভাবে না বললেই হতো, তবু—আমার মনটাও তো ঠিক নেই।

'আপনাকে মরতে দিতে পারি না ডাক্তার—' হ্যানসেনের গলায়

সহানুভূতির রেশ, 'আপনি সুস্থ নন, আমরা কেউই নই—'ডলফিন'-এ ফিরে যাবার দৈহিক বা মানসিক সুস্থতা আমাদের কারো নেই। তাছাড়া, প্রচারযন্ত্রের অভাবে 'ডলফিন'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার পথও বন্ধ। রাস্তা খুঁজে পাবো না।

তার ওপর খবর—বরফ জমে আসছে। 'ডলফিন'-কে নেমে যেতে হবে। আর 'ডলফিন'-এর পাত্তা না পেলে জেব্রায় ফেরার পথও রুদ্ধ।'

'যা বললে তা সবই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যাই হোক বরফ-যন্ত্র সারাই সম্পর্কে কি বলতে চাইছো?'

জবাব নেই। রলিংস স্যুপে চামচ ঘেঁটে চলেছে। চোখ নামানো তার—কিন্তু ক্যাপটেন ফলসোম অস্থির পায়ে আমাদের দিকে এগোতে চোখ তুললো।

ফলসোমের অবস্থা সঙ্গীন। জড়ানো গলায় বললো, 'আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। একটু খুলে বলবেন কি দয়া করে—সমস্যাটা কি?' ফলসোমের আগুনেপোড়া মুখটা আরও বিভৎস দেখাচ্ছে। লোকটা কোনোদিন যে বাইরের পৃথিবীর সামনে অক্ষত মুখে দাঁড়াবে—এ ধারণা অলীক।

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই—'ডলফিন'য়ে একটা বরফ-মাপার যন্ত্র আছে—ওপরের বরফের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র। ফলে আমরা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলেও, এখানে হাজির হওয়া ওদের পক্ষে কোনো সমস্যা ছিলো না। এখানকার অবস্থান তার নখ-দর্পণে। কিন্তু—কিছু বিপদ ঘটে গেছে ইতিমধ্যে—যন্ত্রটা বিকল হয়ে পড়েছে। আর ওই অবস্থায় ওদের পক্ষে এখানে পৌছনোর আশাও সুদূর পরাহত। সেই জন্যেই আমি সেখানে ফিরে যেতে চাইছি, মানে, ডলফিন নীচে নামতে বাধ্য হবার আগেই—'

'কিছুই বুঝলাম না, ডাক্তার—সমস্যার সমাধান করছেন কিভাবে? ওই যন্ত্র সারাবার ব্যবস্থা কি আছে আপনার

ঝুলিতে ?'

'তার দরকার হচ্ছে না। এখানকার দূরত্ব কতটুকু জানে সোয়ানসান।' ওকে সিকি মাইলের দূরত্বে টর্পেডো ছাড়তে বলবো—তাতে—'

'টর্পেডো ছাড়বে—তলা থেকে বরফ ভেদ করতে?' জলি প্রশ্ন করলো মাঝখান থেকে।

'হ্যাঁ। এ পরীক্ষা এর আগে কখনো হয় নি। বরফের ঘনত্ব তেমন না হলে কাজ করবে, আর—ওই দিকটায় বরফ তেমন ঘন নয়। আমি অবশ্য ঠিক জানি না—'

'ওরা বিমান পাঠাবে,' জাব্রিনসকী ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো, 'আমরা খবর পাঠিয়েছি আগেই, ওরা জেব্রার অবস্থান ঠিকই জানাবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পেঁছে যাবে বোমারুগুলো—'

'কি করবে সেগুলো? ওপরের আকাশে আঁধারে পাক খাবে? আর, আমাদের অবস্থান যদি ঠিকও করতে পারে, অন্ধকার আর ঝড়ের তাণ্ডবে তারা কিছুই করতে পারবে না। রাডার দিয়ে কিছুটা কাজ হতে পারে, তাতেও অবস্থার হেরফের হবে না। খাবার-দাবার নামিয়ে দিতে পারে কিছু—তাও সরাসরি নামাবে না—আমাদের মারতে চাইবে না তারা। কিছু দূরে নামাতে হবে সেগুলো। সেখান থেকে খুঁজে আনাও আমাদের পক্ষে খুব সহজ কাজ হবে কি? আর বিমান নামার আশা আরও সুদূরপরাহত—কারণ, আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল হলেও কোনো বিমানের সে পাল্লা নেই যে তুষারের চূড়োয় নামতে পারে।'

আপনার নামের মাঝের শব্দটা কি—জেরেমিয়া?' বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো রলিংস।

'আমরা যদি এখনোই পড়ে থাকি হাত গুটিয়ে, আর বরফ যন্ত্রটাও বিকল পড়ে থাকে ওদিকে—তা আমরা গেছি। আমাদের সবাই—এই ষোলোজনই। আর—যদি আমি নিরাপদে ওখানে পেঁছতে পারি, তাহলে সবাই বাঁচবো। বিপাক ঘটলে ষোলো থেকে এক-

জনই বাদ পড়বে—' রলিং-এর কথায় কান না দিয়ে এক-নিশ্বাসে বলে গেলাম।
'দুজন হলেও ক্ষতি নেই।' হ্যানসেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দস্তানা হাতে গলাতে শুরু করলো।
হ্যানসেনের কথায় বিস্মিত হই নি, কারণ—ওদের মত মানুষগুলো অনায়াসেই এ ধরণের কথা বলতে পারে।
রলিংসও উঠে পড়লো, 'স্ন্যাপ ঘাঁটার জন্যে কেউ এদিকে এসো। আমি ওদের সঙ্গে হাত না মেলানো পর্যন্ত দরজার কাছেই পৌঁছতে পারবে না ওরা। পদকও পেয়ে যেতে পারি একটা। লেফটেনান্ট, যুদ্ধোত্তর অবস্থায় সর্বোচ্চ খেতাব কি?'
'স্ন্যাপ ঘাঁটার জন্যে কোনো খেতাবের ব্যবস্থা নেই, রলিংস। ওই কাজটাই আপাতত চালিয়ে যাও, কারণ এইখানেই থাকছো তুমি—'
'উঁহুঁ—প্রথম বিদ্রোহের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হও লেফটেনান্ট, আমি তোমার সঙ্গে আসছি। কারণ ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তো আমার ওপরেই বর্তাবে।' দাঁতের ফাঁকে হাসলো রলিংস, 'পৌঁছতে না পারলে তো কথাই নেই'
হ্যানসেন ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলো। সংযত গলায় বললো, 'ডলফিন-এ পৌঁছনোর আশা কম, ঠিকই। তাছাড়া, এখানে বারোটা অসুস্থ মানুষকে ছেড়ে যেতে হবে, জাব্রিনস্কীও থাকছে, তার ভাঙা পা নিয়ে। একজন সমর্থ লোক তো অন্তত থাকা দরকার ওদের দেখাশোনার জন্যে। তুমি তো অতটা স্বার্থপর হবে না, রলিংস—অন্তত আমার মুখ চেয়ে?'
অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো রলিংস। পরে আগের জায়গায় বসে পড়ে স্ন্যাপে হাত চালিয়ে দিলো, 'আমার মুখ চেয়ে!' ঠিক আছে—আমি থাকছি এখানে। কিন্তু আমার নিজের মুখ চেয়ে—' তিক্তগলায় বলে উঠলো রলিংস কথাগুলো। 'আর, জাব্রিনস্কী যাকে

আর একটা পা না ভাঙে সেজন্যেও।' প্রচণ্ডবেগে হাত্তা চালিয়ে চললো রলিংস, 'তা, কিসের জন্যে অপেক্ষা করছো তোমরা? ক্যাপটেন যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ নামিয়ে দিতে পারে—'

ফলসোম আর জলির প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমরা যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে নিলাম। হ্যানসেনই প্রথম দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। আমি কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে তাকালাম—অসুস্থ মানুষগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম—তুষারকেন্দ্র জেব্রার প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের শিকার ওরা। ফলসোম; জলি; কিনেয়ার্ড, হিউসান; নেসবি আর সাতটা মানুষ। জাব্রিনস্কীকে ধরলে আট।

জানি না এদের কাকে বা কাদেরকে আমার হত্যা করতে হবে—যারা আমার ভাই আর ছ'জন নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে···এই চলমান তুষারকেন্দ্র জেব্রাতে···

দরজাটা আস্তে টেনে দিলাম পেছনে। হ্যানসেনের পেছনে বেরিয়ে এলাম—ছায়া রহস্যঘেরা রাতের আঁধারে···

আমরা ক্লান্ত। সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি। তবু, বেরিয়ে পড়েছি—যেন দুটি অশরীরী আত্মা রাতের আঁধার ভেদ করে চলেছে। পিঠে বোঝা নেই, তাই—কোথায় চলেছি দেখার অসুবিধে নেই, পড়ে যাবার বা হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় লুপ্ত।

একমাত্র ভাবনা—ডলফিন যদি নেমে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের তুষার ভূমির গহনে হারিয়ে যেতে হবে।

দৌড়ে চলেছি, তবে জোরে নয়—কিন্তু ঘাম ঝরানোর পক্ষে যথেষ্ট শ্রম দরকার। কায়িকশ্রম—বরফের কবল থেকে রক্ষা পেতে তাই ছোটা।

আধ ঘন্টা এই ভাবে চলার পর একটা তুষার দেয়ালে আশ্রয় নেওয়া গেলো। গত দু' মিনিটে হ্যানসেন বার দুয়েক হোঁচট খেয়েছে, যেখানে হোঁচট খাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না।

'কি রকম মনে হচ্ছে?' বলে উঠলাম।

'খুব ভালো না, ডাক্তার।' নিশ্বাসের কষ্টে বোঝা গেল তা, 'তবে এখুনি আমাকে খরচের খাতায় লিখে ফেলো না যেন। কতদূর এসেছি মনে হয়?'

'মাইল তিনেক হবে।' পেছনের দেয়ালে হাত রাখলাম—'কিছু সময় যখন পাওয়াই গেলো, এসো এটাতে ওঠার চেষ্টা করা যাক। বেশ উঁচুই তো মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'সুবিধে হবে না ডাক্তার। এই তুষার ঝড় অন্তত বিশ ফুট স্থূল—এটা পেরোলেও ডলফিন তবু নীচেই থাকবে এর।'

'ভাবছি—আমরা আমাদের দুঃখ শোক নিয়ে এতই মগ্ন যে কমাণ্ডার সোয়ানসানের কথা বেমালুম ভুলেই গেছি।'

'আমি কিন্তু এখন লেফটেনান্ট হ্যানসেনের চিন্তায় মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি—তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বলো তো—'

'মানে—সোয়ানসান আশা করছে আমরা ডলফিন-এ ফিরে চলেছি—এই। ও তো ফিরে যেতেই বলেছে, আর যদি ভেবে থাকে কোনো কারণে আমরা নির্দেশ পাই নি, তাহলেও—'

'তা নাও হতে পারে—আমরা এখনও জেব্রার পথে এ'ও ভাবতে পারে—'

'না। ওর ধারণা—ও যেভাবে এগোতো আমরাও সেই পথেই এগিয়েছি। এবং জেব্রায় পৌঁছবার আগেই যদি আমাদের বেতার যন্ত্রের পৌঁছনোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কিন্তু ডলফিন-এ ফেরার চেষ্টা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাবো।'

'হ্যাঁ। ডাক্তার—তুমি ঠিকই ধরেছো। ও নিশ্চয়ই তাই ভাববে। নিশ্চয়ই।'

আর কোনো কথা হলো না। আমরা উঠে চলেছি। মুহূর্তের জন্যে কখনো বা নির্মেঘ আকাশ দেখতে পাচ্ছি...আর, সেই মুহূর্তে অন্য কিছু চোখে পড়ার সুযোগ থাকলেও দেখছি না...

হ্যানসেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'আরও চূড়ো পড়বে

রাস্তায়, আরও উঁচু সেগুলো—'

হ্যানসেন শুধু মাথা হেলিয়েছে। ওর চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না, দেখার দরকারও ছিলো না।

না। কমাণ্ডার সোয়ানসানের বাতির সংকেত নেই—'ডলফিন'-এর জানলায় যে সংকেত আমাদের পথ নির্দেশক হিসেবে থাকার কথা।

ডলফিন নেমে গেছে।

পরের বিশ মিনিটে আমরা পাঁচ বার চূড়োয়, পাঁচ বার নেমে এসেছি।

দুঃস্বপ্নের শুরু বুঝি!

পরাজিত ছুটো মানুষ আমরা। হ্যানসেন স্খলিত পায়ে এগোচ্ছে—যেন মদ্যপানে বেহুঁস।

চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি, মানুষের মধ্যে কিছু গুপ্তশক্তি সঞ্চিত থাকে—আপৎকালে কাজ করে তা। আর, এও জানি সে শক্তি অফুরন্ত নয়···শেষ সময় আসবে··বরফের মাঝে শয্যা নিতে হবে আমাদের।

ষষ্ঠ চূড়োও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। অন্য পাঁচটার চেয়ে উচ্চতায় বেশী হলেও কষ্ট বাড়ে নি কিন্তু আমাদের...

দূরে চোখ মেলে দিলাম—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার ঠিক নীচেই প্রচণ্ড উল্লাসে চলেছে তুষারলীলা—এক অনবদ্য দৃশ্য।

ধূসর শ্বেতশুভ্র সাগর—তরঙ্গ তার কোলাহলের বিস্তার...দিক থেকে দিগন্তে ব্যাপ্ত···

এক বিচিত্র, নৈসর্গিক চিত্রপট। অপার্থিব, নির্বোধ এক জনহীন প্রান্তর, উপগ্রহের সামিল কিছু···

চোখে টান পড়া পর্যন্ত চেয়ে আছি। কিছু না। না। শুধুই শূন্যতা ···উত্তর থেকে দক্ষিণে যে দিকেই তাকাই···তিন মিনিট কেটে গেলো—

শিরায় যেন শুরু হলো বরফশীতল শিহরণ···

পূবে চোখ তাকালাম এবার। তাকানো যাচ্ছে না—কারণ—ঝড়ের

দাপট চোখে জল এনে দিয়েছে। আবার—আরও একবার...না . কিছু না।

হঠাৎ হ্যানসেনের হাতটা ধরে ফেললাম, 'দেখো তো ওইদিকে— উত্তর-পূব কোণে তাকাও। সিকি মাইল—আধমাইলও হতে পারে—কিছু দেখতে পাচ্ছো ?'

বেশ কিছুক্ষণ হ্যানসেন তাকিয়ে রইলো আমার বাড়ানো হাত যেদিকে নির্দেশ করছে, সেদিকে, মাথা নাড়লো সে, 'কিছুই তো দেখছি না। তুমি কি দেখছো ?'

'ঠিক বলতে পারছি না। ওখানকার তুষারঝড়ের মাঝে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা যেন চোখে পড়ছে—'

চোখে হাত দুটো জড় করে হ্যানসেন আধমিনিট তাকিয়ে রইলো আবার সেদিকে। শেষে বললো, 'হোপলেস। কিছুই চোখে পড়ছে না। আদৌ কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি চোখে সন্দেহ হচ্ছে।'

বরফ ঝড়ের দিক থেকে জলভরা চোখ সরিয়ে নিলাম, সে দুটোকে বিশ্রাম দিতে, ধুত্তোর! কিছু দেখেছি কিনা কে জানে, তবে কিছুই দেখি নি, তাও তো না—

'কি হতে পারে ভাবছো ব্যাপারটা ?' নিরাশাভরা গলা হ্যানসেনের, 'আলোর মত কিছু ?'

'সন্ধানী' আলোর মত একটা কিছু—সোজা ওপরের দিকে আলোটা উঠে গেছে যেন—কিন্তু ওই ধরনের আলো তুষারের ঝড় ঠেলে উঠতে পারে না।'

'মজা করছো কেন ডাক্তার—' ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে হ্যানসেনের গলা, 'তার মানে কি জানো ? আমরা ডলফিন-এর অবস্থান পেরিয়ে এসেছি। তা তো সম্ভব নয়।'

'অসম্ভবও না। ওই চূড়োগুলায় ওঠার পর থেকে অনেক সময় চলে গেছে, পথও। হতেও পারে।'

'এখনো দেখতে পাচ্ছো কি ?' নির্লিপ্ত, অন্তঃসারশূন্য গলা হ্যানসেনের। আমার কথা বিশ্বাস করে নি সে।

হয়তো আমার চোখেও ধাঁধাঁ লেগেছে, কিন্তু তবু—আমি ভুল দেখেছি বললাম না।

'এসো ডাক্তার। এগোনো যাক।'

'কোথায় ?'

'জানি না।' হ্যানসেনের দাঁতে দাঁত এতবেশী লাগছে যে ওর কথা পরিস্কার আসছে না। 'কোথায় চলেছি তা এখন অকিঞ্চিৎকর—'

এক শ্বাসরুদ্ধকারী দ্রুততায়, আমার দেখা সেই আলোক রেখা দিগন্তে আকাশপানে গেলো একটা রকেট, স্থানটার দূরত্ব বড় জোর চারশো ফুট হতে পারে, আমাদের থেকে। তুষারের বিরাটত্ব ভেদ করে উঠে গেলো। লাল স্ফুলিঙ্গের রেখায় রেখান্বিত হলো তার পুচ্ছ। প্রায় ছ'শো ফুটের উচ্চতায় উঠে তা বর্ণালীতে বিলুপ্ত হলো...গাঢ় লাল রংয়ের তারায় তারায় বিকশিত·· পৃথিবীর বুকে ফিরে চলেছে আপনমনে...

'তুমি কি এখনো বলছো আমাদের যাত্রা অকিঞ্চিৎকর হবে ? নাকি ওটা চোখে পড়ে নি তোমার ?'

'যা দেখলাম,' পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলো হ্যানসেন, 'তা আমার মায়ের বাচ্চা হ্যানসেনের চোখে আগে পড়ে নি, এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের সম্ভার। আর কখনো দেখবোও না হয় তো—' আমার পিঠে সজোরে থাপ্পড় বসালো হ্যানসেন। আমার ভারসাম্য রাখতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। 'পেয়ে গেছি, ডাক্তার! চেঁচিয়ে উঠলো হ্যানসেন— 'পেয়েছি...আমার গায়ে যেন দশটা মানুষের শক্তির জোয়ার—আহা মধুর আমার বাসা—মধুর···'

দশ মিনিট পরে আমরা 'ডলফিন'-এ।

*   *

প্রায় বিশ মিনিট হয়ে গেছে আমরা ডলফিন-এ ফিরেছি। কাহিনীও বিবৃত করা হয়েছে। মানসিক চাপও কমেছে। কিন্তু চাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তাও মাথায় ভিড় করেছে। হ্যানসেনের মাথায় কি আছে তা তো আমি জানি ; ওর চোখে এখনো সেই পুড়ে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তূপের ছবি এখনো রয়েছে—যে মানুষটা একদিন আমার ভাই বলে পরিচিত ছিলো। ওর সম্পর্কে আমি তাকে কিছু বলি এটা হ্যানসেন চায় নি, সেজন্যে তাকে দোষও দিই না। আমি আমার ভাই সম্পর্কে চিন্তা করি—এটাও চায় না সে ; যদিও হ্যানসেন জানে—কোনোদিনই আমি চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবো না···

সহানুভূতিসম্পন্ন লোকগুলো ওইরকমই হয়—বাইরে থেকে শক্ত, নির্লিপ্ত, অথচ—

'যাই হোক—তোমাদের মধ্যে যার চোখই রকেটে থাকুক ; তোমাদের দু'জনের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। কারণ—শেষ রকেটটা ছেড়েছিলাম আমিই, পর পর দু'টো তোমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা, রলিংস, জাব্রিনস্কী ওরা নিরাপদে আছে তো ?'

'দিন দুয়েক কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে না—' হ্যানসেন জানালো, 'ওরা ঠিকই থাকবে। তবে ওদের চিকিৎসার দরকার—'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। আমরা একে যে কোনো সময়ে নামিয়ে নিতে পারি জাহাজ। কিন্তু, ঝামেলা থেকেই যাচ্ছে—বরফ-যন্ত্রের দোষ ধরা পড়েছে ঠিকই, তবে সেটা সারাবার ব্যাপারটা সহজসাধ্য হচ্ছে না। অনেক সময়ও নেবে। ওটা ঠিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে আমাদের। তারপর একটা টর্পেডো ছাড়বো

বরফের ঘনত্ব যদি চার-পাঁচ ফুটের মধ্যেই থেকে থাকে—তো পেরিয়ে যেতে পারবো।'

'হ্যাঁ। সেটাই ভালো হবে।' হ্যানসেন একমত হলো। ওষুধ-দেওয়া অ্যালকোহলটুকু খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লো সে, 'তাহলে আবার আগের কাজেই ফেরা যাক। কটা মাল চালু আছে?'

'শেষবার গোনার পর চারটে।'

'তাহলে মিলস ছোকরাকে ওগুলো তুলতে হাত লাগাই! অনুমতি পাচ্ছি তো কর্তা?' সোয়ানসানের মতামত চাইলো সে। 'না। ওই আয়নাটায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিজেই বুঝবে? যে একটা বন্দুকে গুলি ভাবার ক্ষমতাও নেই তোমার এই মুহূর্তে, টর্পেডো তোলা তো দূর-অস্ত। একটু ঘুমিয়ে নাও—জন, পরে দেখা যাবে।'

হ্যানসেন তর্কে গেলো না। কারণ, সোয়ানসানের সঙ্গে তর্ক চলে না। দরজার দিকে এগোলো হ্যানসেন, 'ডাক্তার, আসছো নাকি?'

'একটু পরে। ঠেসে ঘুম মারো—'

'ধন্যবাদ।' কাঁধে আস্তে হাত রাখলো হ্যানসেন, ঠোঁটে মৃদু হাসি। রক্তরাঙা, ক্লান্ত চোখে তাকালো, 'এ' সব কিছুর জন্যে ধন্যবাদ। সবাইকে গুড নাইট—'

সে চলে যেতে সোয়ানসান বললো, 'বাইরের অবস্থাটা কি খুবই খারাপ ছিলো আজ?'

'সে আর বলতে—'

'হ্যানসেন যেন তোমার কাছে কিছু একটার জন্যে ঋণী মনে হলো—' অসংলগ্ন গলা সোয়ানসানের।

'ওই—একধরণের ধারনা আর কি, তবে হ্যানসেনের মত মানুষের জন্যে যে কোনো প্রতিষ্ঠান গর্ববোধ করতে পারে।'

'জানি। আমি এ' প্রসঙ্গ তোলার জন্যে দুঃখিত ডাক্তার—আর কখনো তুলবো না!—'

ওর দিকে তাকালাম। ওকি ভাবছে বুঝলাম। জানতাম ওকে এ' কথা বলতেই হতো। ধীরে ধীরে বললাম, 'কমাণ্ডার, ও একাই মারা পড়েনি। আরও ছ'জন গেছে—'

ইতস্তত করলো সোয়ানসান, 'আমরা কি—ওদের লাস ব্রিটেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো?'

'কমাণ্ডার, ওই বুরবোঁ আর এক চুমুক পেতে পারি? অ্যালকোহলে গলা জ্বলে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে।' আমার গ্লাসটা ভরে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, 'কি বলছিলে—ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কিনা? ওরা—তো মৃত মানুষ, শুধু বিভৎস হাড়মাংসের স্তূপ… ওরা এখানেই—থাক…'

স্বস্তির ভাব ধরা পড়লো সোয়ানসানের কথায়, কারণ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো সে, 'আর, ওই যন্ত্রগুলো, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র—নিরোধী বস্তুগুলো—সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কি?'

'পরীক্ষা করা হয় নি—' মনে ভাবলাম, ও নিজেই জানবে ওখানে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। হোলি লোশে আমি যে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছিলাম ওর কাছে, অ্যাডমিরাল গার্ভির কাছে—তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, তা এখনো আমার অনুমানের বাইরে।

এই মুহূর্তে ওসব কিছু ভাবছি না আমি। কোনো গুরুত্ব নেই এর, শুধু এর কথাই বলছি না আমি—কোনো কিছুই এখন আর আমার কাছে তেমন গুরুত্বের নয়…

আমি ক্লান্ত—ঘুম পাচ্ছে,…বড় ক্লান্ত আমি…সোয়ানসানকে শুভ-রাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম…

হ্যানসেন আগেই ফিরেছিলো। আমি যখন কেবিনে ঢুকলাম সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জামাকাপড় ছেড়ে, বন্দুকটা স্যুটকেসে ঢুকিয়ে দিলাম। বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। এত

পরিশ্রান্ত আমি, তবু নিদ্রাহীনতার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম।

ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে অনেক সমস্যা ভীড় করলো আমার মনে—একের পর এক…

উঠে পড়লাম। জামাটা চড়িয়ে কন্ট্রোলঘরের দিকে পা বাড়ালাম। রাতের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে দিলাম সেখানে, পায়চারী করে। বরফের যন্ত্র মেরামত চলেছে, তাও দেখছি। অভিনন্দনের যে বার্তাগুলো এসে পৌঁছচ্ছে, সেগুলো পড়ছি। খেয়ে চলেছি কফি, কাপের পর কাপ।

সে সকালে প্রাতরাশের টেবিলে সবাইকে শান্ত মনে হলো, কিছুটা বা প্রফুল্লও। ওরা একটা বড় কাজ শেষ করতে পেরেছে। সোয়ানসান বরফের ব্যূহ ভেদ করতে পারবে, এ' বিষয়ে এখন সকলেই নিঃসন্দেহ। আমি তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম যেন। অশরীরী।

'তুষারকেন্দ্র জেব্রার মানুষ আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তাদের জন্যে তোলা থাক কফির বাকি কাপগুলো। ওরা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু লড়াই চলেছে তাদের ঠাণ্ডার সঙ্গে—ঘন্টা খানিক ধরে বরফ-যন্ত্রের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা নীচে জাহাজ নামিয়ে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে নেবো। ছুটোতেই কাজ হবে—জেব্রাতে পৌঁচতে হবে আমাদের…'

বক্তৃতা শেষ হলো সোয়ানসানের। বরফ-যন্ত্র চালু হয়েছে। হ্যানসেনের দিকে ফিরে বলে উঠলো সোয়ানসান, 'তাহলে। এবার চলো। টর্পেডো তোলা দেখবে নাকি ডাক্তার, নাকি ওগুলো—?'

'এখনো দেখি নি—ধন্যবাদ। দেখিই না ব্যাপারটা—'

সোয়ানসান জানে—জানে আমার মাথায় আমার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা ছাড়াও অন্য চিন্তার জট আছে—তবু, আমার কাছে এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন রাখে নি সে। আমার নিদ্রাহীন রাতের প্রতিটি মুহূর্তের যন্ত্রণাও তার অজ্ঞাত নয়…তাই সে আমার মনটাকে দিতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য।

রাতের বিশ্রাম হ্যানসেনের মনে নতুন উত্তম এনে দিয়েছে। আগের মতই ফিরে পেয়েছে সে তার কর্মদক্ষতা।

'ওগুলো টর্পেডোর নিরাপত্তা বাতি, ডাক্তার। সবুজ আলোগুলোর প্রতিটি এক একটা বন্ধ টর্পেডো টিউবদরজার প্রতীক। ছ'টা দরজা সাগরের মুখোমুখি—বোক্যাপ বলি ওগুলোকে আমরা। বারোটা আলো শুধু, আর সেগুলোর ওপর আমরা অত্যন্ত সর্তক দৃষ্টি রাখি—ওগুলো সবুজ করা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে হয়। কারণ, কোনোটা যদি লাল হয়ে থাকে—মানে ওপরের ছটার যে কোনো একটা—তাহলে···' মিল্‌সের দিকে ফিরে প্রসঙ্গ পাল্টালো হ্যানসেন, 'ওগুলো সব সবুজ করা আছে?'

'হ্যাঁ।'

পোশাক-ঘরের পাশ দিয়ে ওদের খানা-ঘরে পৌছলাম।

'সেখান থেকে টর্পেডো-রাখার ঘরে। এর আগের বার ওখানে জনাকয়েক মানুকে ঘুমন্ত দেখেছিলাম। আজ সবগুলোই শূন্য। আমাদের অপেক্ষায় পাঁচটা লোক: চারজন নাবিক, আর একজন পেটি অফিসার—বাওয়েন। চার্লি বলে তাকে ডাকছিলো হ্যানসেন। 'দ্যাখো ডাক্তার, অফিসারদের স্বেচ্ছানিযুক্ত মানুষদের চেয়ে বেশী টাকা কেন দেয়—চার্লি ওর লোকদের নিয়ে কাজ চালাক, আমরা ততক্ষণ টিউবগুলো দেখে নিই।'

আঠারো ইঞ্চি কার্নিশ খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

পার্টিশান-দরজা খুললো। যে পাঁচজন কাজ করছে, তাদের পেছনে ফেলে আর একটা কার্নিশ পেরিয়ে টর্পেডো-ঘরে ঢুকলাম।

দরজা পুরো খুলে গেলো।

'সবই কানুনের বইতে আছে আমাদের। একটা সময়েই শুধু দুটো দরজা একই সঙ্গে—টর্পেডো তোলার সময়টায়।' এগিয়ে ধাতব হাতলগুলো দেখে নিলো। উপরে উঠে গিয়ে মাইকটা টেনে নিলো, 'টিউব পরীক্ষা করা হচ্ছে। হাতে চালানো ডাঁটিও ঠিক আছে।

'বাতি সবুজ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।' একটা গলা ভেসে এলো।

'আগেই তো দেখে নিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আবার দেখে নিলাম—কানুন। দাদামশাই সাতানব্বইতে গেছেন, আমি তাঁকে ছাড়াবো। আসলে, ব্যাপারটা হলো চান্স না নিলে ঝুঁকিও থাকে না। টিউবে জল থাকলে চলবে না—'

পেছনের একটা ডাঁটি ধরে টেনে দিলো মিলস। ভারী দরজাটা খুলে ফেললো, 'শুকনো খটখটে—'

বিরক্তির ভঙি করলো হ্যানসেন এবার, 'ওভাবে রিপোর্ট দেওয়া যায় না। আজকালকার ছেলেরা যে কি হচ্ছে—'

মিলস দাঁতের ফাঁকে হাসলো, তিন নম্বর ছেড়ে চার নম্বরের দিকে এগিয়ে হাতল ঘুরিয়ে দিলো।

'ওহো!'

'কি হলো?'

'জল—' দৃঢ়গলা মিলসের।

'অনেকটা কি? দেখি—'

'সামান্য—'

'এতে কি ক্ষতি হবে কিছু?'—আমি বলে উঠলাম।

'হবে মাঝেমধ্যে—জল ওঠে। বোক্যাপ খোলা থাকলে গুলির মত ছিটকে জল ঢুকতো—' মাইকের দিকে হাত বাড়ালো হ্যানসেন আবার, 'চার নম্বর বোক্যাপ এখনো সজুজ? এখানে খানিক জল পাচ্ছি—'

'এখনো সবুজ।'

হ্যানসেন মিলসের চোখে তাকালো, 'কতটা আসছে তখন?'

'তেমন বেশী নয়।'

হ্যানসেন মাইকে মুখ রাখলো, কন্ট্রোলকেন্দ্রে, 'ট্রিম চিট পরীক্ষা করো—নিশ্চিত হতে হবে।'

'কাপটেন বলছি। সব টিউব শূন্য।' কথা ভেসে এলো।
'ধন্যবাদ, স্যর।' হ্যানসেন বোতাম টিপে বন্ধ করে দিলো।
'কি অবস্থা?'
'বন্ধ হয়ে গেছে।'
'আচ্ছা, তোমার—এই টর্পেডোর লোকগুলো কি কখনো লুব্রিকেটিং, মানে মসৃণ করার, যে তেল ব্যবহার হয়, তার নাম শোনে নি। আরও—ভার লাগাও।'
কিন্তু একটু দেরী হয়ে গেছে।
তোড়ে জল ঢুকলো···টর্পেডো ঘর জলে জলময়। বিরাট হোস-পাইপ যেন···লেফটেনান্ট মিলস জলের ঝাপটায় ছিটকে পড়লো পেছনে...দেয়ালে আধবসা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো মুহূর্তের জন্যে... সটান পড়ে গেলো ডেক-এ।
'ব্যালাস্ট খাটাও—মাল জড় করো।' হ্যানসেন মাইকে চিৎকার করে চললো তারস্বরে। 'ইমারজেনসী—চার নম্বর টিউব সাগরের দিকে খুলে গেছে...এখান থেকে বেরিয়ে পড়...দোহাই –'
বেরিয়ে পড়েছি। মিলসের দেহ বহন করে। ডলফিন নামতে শুরু করেছে...জল হাঁটু বরাবর উঠে এসেছে—মিলস সঙ্গে, ভারসাম্য রাখা শক্ত হয়ে পড়েছে। হ্যানসেন হঠাৎ মিলসকে পায়ের দিক থেকে ধরে ফেললো···আমি হোঁচট খেয়ে পড়লাম···
হ্যানসেন পার্টিশানের অন্যপাশে অস্ফুটে অভিশাপ দিয়ে চলেছে—ভারী দরজাটা খুলবার চেষ্টা করছে। সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। মিলসকে ছেড়ে দিলাম। কার্নিশের উল্টোদিকে লাফিয়ে ওর পাশে পড়লাম—দরজার ওপর কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম...
মুহূর্তে দরজা সশব্দে সরলো—অর্দ্ধেক বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা ছিটকে পড়লাম...
কাশছি...থুথু বেরোচ্ছে কথার সঙ্গে আমাদের...দরজাটাকে কায়দা করার চেষ্টা করছি।

দুবারই চেষ্টা বিফল হলো। টিউবে জল ঢুকে চলেছে। ডলফিন নেমে চলেছে নীচের দিকে…এবং প্রতিক্ষণেই অভিকর্ষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা আরও শক্ত হয়ে পড়ছে…

জল বেড়ে চলেছে।

হ্যানসেন যেন মনে হলো হাসছে—কিন্তু তার সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি লেগে গেছে—চোখে নেই কৌতুকের আমেজ।

জলের শব্দ ছাপিয়ে ওর গলা পেলাম—'এখনই করতে হবে—নাহলে হবে না আর—'

হ্যাঁ। এখুনি। নাহলে কখনোই নয়। আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করলাম, আর একবার। চার ইঞ্চি ফাঁক থেকে গেলো তবু…খুলে গেলো দরজা…শেষ চেষ্টা হলো…তবু সেই চার ইঞ্চি…

'একটু ধরে রাখতে পারবে এই অবস্থায়—?' চেঁচিয়ে বললাম হ্যানসেনকে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ও। নীচের ছিটকিনির দিকে হাত নামিয়ে নিলাম—কার্নিশে পা ঠেকিয়ে প্রচণ্ডভাবে চাপ দিলাম। সশব্দে বন্ধ হলো দরজা…

হ্যানসেনও তুলে দিলো তার দিকের খিল। আমরা আপাতত নিরাপদ।

* *

সারা জাহাজ ভরে গেছে চাপা বায়ুর জোয়ারে, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলো শূণ্য হয়ে চলেছে…ডলফিনও নেমে চলেছে। ওয়ার্ডরুমের গলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো গোটা জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো; সোয়ানসান বিরাটাকায় টারবাইনগুলোকে ঘোরাচ্ছে… উল্টোদিকে ঘুরে চলেছে মত্তবেগে সেগুলো—নিমজ্জমান জাহাজের গতি শ্লথ করার প্রয়াস…

বিপদের নাকি ঘ্রাণ আছে। নাকেও নেওয়া যায়, দেখাও যায় নাকি

তা। সেই সকালে কন্ট্রোল-ঘরের দিকে চলতে চলতে দুটোরই প্রমাণ পেয়েছি। আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না…কারও দিকেই কেউ চাইছে না ; এক অদ্ভুত টেনসান, অস্বাভাবিক অবস্থা। অনড় মানুষগুলো—শিকারীর চোখে শুধু অনুসন্ধান ; পরিমাপ-যন্ত্রের নির্দেশকে চোখ…

ছ'শো ফুটের মার্কা ছাড়িয়ে চলেছে নির্দেশক। এ' গভীরতায় যে কোনো মামুলি সাবমেরিনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

ছশো পঞ্চাশ…

আমার মনটা নিরানন্দ। আনন্দের অভাব আর এক তরুণ নাবিকের মনেও, যার হাত দুটো মুঠোয় ভরা, গালের পেশী ওঠানামা করছে তার—গলার শিরও স্ফীত মানুষটার…মৃত্যুর হাতছানি দেখেছে সে…

সাতশো। সাতশো পঞ্চাশ। আট…

এ গভীরতা ছুঁতে শুনি নি কোন ডুবোজাহাজকে।

কমাণ্ডার সোয়ানসানও শোনে নি। তবু শান্ত সে।

ডলফিন-এর লড়াই এখন শেষ পর্যায়ে—টাটকা জলের সামান্য পরিমাণ সঞ্চয় আর ডিজেল এখন ভরসা।

হ্যানসেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, দুটো আঙুল ভেঙে গেছে তার, রক্ত ঝরছে। টর্পেডো ঘরেই ঘটে থাকবে ব্যাপারটা। কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন সে—

ডলফিনকে রক্ষা করা যাবে না।

সেই মুহূর্তে একটা ঘণ্টা বেজে উঠতে সোয়াসান উঠে মাইক তুলে নিলো।

একটা ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ইঞ্জিন-ঘর থেকে বলছি। বেয়ারিং পুড়তে আরম্ভ করেছে—জাহাজ যে কোনো সময়ে ধরে যেতে পারে।

'ঘুরিয়ে যাও টারবাইন।' মাইক ছেড়ে দিলো সোয়ানসান।

'আর কতখানি নামবো মনে হয়?'

গলাটা যতখানি সম্ভব নিস্পৃহই রাখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা রাখা গেলো না।

অজানার রাজত্বে নামছি—হাজার ফুট তো নামা হয়েছে...

* *

ঘন্টা বাজলো। সোয়ানসান তুলে নিলো রিসিভার, গলা পেলো সে, 'থেমে গেছে ক্যাপটেন, থেমেছে।'

কোনো কথা নেই। হ্যানসেনের থেঁৎলে-যাওয়া আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে। কপালে ঘামের রেখাও দেখা দিয়েছে—

নব্বই সেকেণ্ড কাটলো। নব্বইটা সেকেণ্ড যেন অনেক সময় মনে হচ্ছে এখন।

ডাইভিং অফিসারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এলো, 'উঠছি আমরা—দশ ফুট।'

'ঠিক বলছো?' সোয়ানসানের গলা আবেগে ভরা।

'বাজি ধরতে রাজি—এক বছরের মাইনে!'

'বিপদ কিন্তু কাটেনি এখনো। আরও একশো ফুট দরকার, তারপর প্রতিফুটে সম্ভাবনা বাড়বে। বাতাসের চাপ বাড়বে, জল বেরিয়ে যাবে। জাহাজের ভার কমবে—'

'উঠছি এখনো—ওঠার গতি অব্যাহত।'

ডলফিন উঠছে।

সোয়ানসান পকেট থেকে রেশমী রুমাল বের করে ঘাম মুছলো, ঘাড়ের, গলার।

'আমি একটু চিন্তায় ছিলাম—' সোয়ানসান যেন নিজেকেই বলছে কথাগুলো। মাইকের কাছে এগোলো সে—সারা জাহাজে গলা ছড়িয়ে পড়লো তার, 'ক্যাপটেন বলছি। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সবকিছু এখন আয়ত্বের মধ্যে, আমরা উঠছি।'

একটা কথা উল্লেখ করতেই হয়—এর আগের কোনো জলযান জলের

এই গভীরতা ছোঁয় নি, অর্থাৎ আমরা এখনো সেই গভীরতার তিনশো ফুট নীচের জলে।'

'স্টেটসে ফিরে আমি কি করবো জানো? হ্যানসেন প্রফুল্লস্বরে বলে উঠলো।

'জানি। তোমার শেষ কপর্দকটি দিয়ে গ্রোটনে একটা বড় পার্টি দেবে—এ'জাহাজের কেউ যা কল্পনা করে নি কোনোদিন। তবে, বড্ড দেরী করে ফেলেছো, লেফটেনান্ট। এই ভাবনা আমার মাথায়ই প্রথম এসেছে।' হঠাৎ থেমে গেলো সোয়ানসান, তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠলো, 'তোমার হাতে কি হয়েছে?'

হ্যানসেন তার হাতটা তুলে দেখলো, এই প্রথম চোখে বিস্ময় তার, 'আরে, এরকম চোট পেয়েছি, টের পাই নি তো! টর্পেডো ঘরে কিছু একটা হয়েছে। ডাক্তার, ওখানে একটা ওষুধের বাক্স আছে, একটু বেঁধে দাও না—'

'কাজটা কিন্তু দারুণ টাইট ছিলো জন—ওই দরজা বন্ধ করার ব্যাপারটা—কাজটা ভালই করেছো—।'

'না। কৃতিত্ব যা' কিছু প্রাপ্য, সবই ডাক্তারের। ও'ই বন্ধ করেছে দরজা, না পারলে—'

'বা, তোমাকে গতরাতে টর্পেডো তুলতে দিতাম যদি, আর সব কিছু খোলা অবস্থায়—আমরা এখন আট হাজার ফুট জলে—সলিল সমাধি হয়ে যেতো আমাদের—'

হ্যানসেন হঠাৎ তার হাত ছাড়িয়ে নিলো, 'আরে ভুলেই গেছি, আমার এটা নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। টর্পেডো-অফিসার জর্জ মিলসের চোট অনেক বেশী। ওকে আগে দেখো, ডাক্তার।'

হ্যানসেনের হাত টেনে নিলাম আমার, 'ঠিক আছে। তোমারটাই দেখা যাক না প্রথমে। মিলস তেমন কিছু টেরই পায় নি।'

'আরে বাপ, ওর জ্ঞান ফিরলে—' হ্যানসেন আমার নির্লিপ্ততায় বিস্মিত হয়ে কথা বন্ধ করে দিলো।

'ও আর কোন দিনই জ্ঞান ফিরে পাবে না, লেফটেনান্ট মিলস মারা গেছে।'

'কি!' সোয়ানসানের থাবা আমার কাঁধের মাংস খামচে ধরলো, 'কি বললে, মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, চার নম্বর টিউব থেকে জলটা এক্সপ্রেস গাড়ির বেগে ঢুকেছিলো। মাথা ফেটে গিয়েছিলো মিলসের, পেছনে ছিটকে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে সে।'

সোয়ানসানের মুখটা করুণ হয়ে গেলো, অস্ফুটে বলে উঠলো, 'আহা, অল্প বয়েস ছেলেটার।'

বেচারা। ডলফিনে এই প্রথম যাত্রা তার, মারা গেলো!'

'খুন হয়ে গেলো, বলা যায়—খুন!'

অনেকক্ষণ সোয়ানসান তাকিয়ে রইলো আমার চোখে। মুখচোখে অভিব্যক্তি নেই তার। চোখে অনেক ক্লান্তি, বয়েস যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। সোয়ানসান হঠাৎ ডাইভিং অফিসারের দিকে এগিয়ে গিয়ে কি যেন বললো তাকে। ফিরে এলো, 'এসো লেফটে-নান্টের হাতটা আমার কেবিনেই দেখতে পারবে—'

* * *

'তুমি যা' বলছো তার গুরুত্ব বুঝতে পারছো? তোমার অভিযোগ গুরুতর—' সোয়ানসান প্রশ্ন রাখলো।

'আরে ছাড়ো। এটা আদালত নয়, আর,—আমার অভিযোগও কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। খুন একটা হয়েছে। বো ক্যাপ যেই খুলে রেখে থাকুক, সেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এ খুনের জন্যে।'

'খুলে রেখে থাকুক' মানে? দরজা কেউ খুলে রেখেছিলো কে বলেছে? স্বাভাবিক কারণেই তা হয়ে থাকতে পারে—আর, খোলা

থাকলেও তাকে খুনের দায়ে ফেলা যায় না। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ব্যাপার হতে পারে—ভুলে হয়ে থাকতে পারে—'

'কমাণ্ডার, তোমাকে নৌবহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী বলেই জানি আমি। কিন্তু, তার মানে এই নয়, যে সবকিছুরই বিশেষজ্ঞ তুমি। এ সব বোঝার জন্যে যে মনের দরকার—মানে, যে ইতরতার মনন প্রয়োজন,—তা তোমার নেই। তুমি বলছো স্বাভাবিক কারণে দরজা খোলা থেকে যেতে পারে—সেটা কি ধরণের কারণ বুঝিয়ে বলবে?'

'বরফে ধাক্কা লেগেছে বারকয়েক, আর…'

'তোমার টিউবগুলো তো পরীক্ষা করা?'

'দরজাগুলোও পরীক্ষা করা হয় প্রতিটি বন্দরে। টিউব পরীক্ষার সময়েই শুধু খোলা হয় সেগুলো।'

'নিরাপত্তা বাতির সংকেতে কিন্তু দরজা বন্ধ দেখিয়েছে।'

'সামান্য ফাঁক হয়ে থাকলে, নিরাপত্তা-সংস্পর্শকারী যন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ হয় নি।'

'মিলস-এর মৃত্যু-দৃশ্য তোমার চোখে পড়ে নি, কাজেই—যাক, দরজাগুলো বন্ধ হয় কিভাবে?'

'দুভাবে। হাইড্রলিক কন্ট্রোলে। বোতামে কাজ করে তাছাড়া টর্পেডো-ঘরে হাতে-চালানো লিভারও আছে।'

হ্যানসেনের দিকে ফিরলাম, 'লিভারগুলো কি বন্ধ অবস্থায় ছিলো?'

'নিশ্চয়ই। তখনই তো কথা হলো ওই নিয়ে—ওইটাই তো প্রথমে পরীক্ষা করা হয়।'

সোয়ানসানের দিকে ফিরে বসলাম, 'কেউ হয়তো তোমাকে পছন্দ করে না, জাহাজটাই তার অপছন্দ। আর, নাহয় কেউ জেনেছে, ডলফিন জেব্রার জীবিত মানুষগুলোর উদ্ধারে ব্রতী হয়েছে, এবং তার বা তাদের মনঃপূত নয় ব্যাপার। ফলে, নাশকতার ব্যাপারটা

মাথায় খেলেছে তাদের। জাহাজের পরীক্ষা করার ব্যাপারটা—মানে টিউবের জল পরীক্ষার ব্যাপারটা উৎরে গেছে। জল ভর্তিই ছিলো তার কতকগুলোতে।

তিন নম্বরটার কথাই ধরা যাক—ওটা পরীক্ষা করা হলো—বরাবর আছে জানা গেলো। কিন্তু ওইটাতেই জলভর্তি ছিলো না। আমাদের চালু দোস্ত দরজা খোলা রেখে দিয়েছে, হাতে-চালানো লিভারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে' ফলে বন্ধ মনে হয়েছে, যদিও খোলা ছিলো সেগুলো। খোলাবস্থায় সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে। কয়েক মিনিটেই ব্যাপারটা সারা যায় এটা জনতো সে। দুজন হলে মুহূর্তের মধ্যে তা করা সম্ভব—আঠা, বা তাড়াতাড়ি শুকোয় এমন রং বা চিউয়িং গাম—এর যে কোনো একটা দিয়ে কাজ করা যায়, এবং করা হয়েছেও। তাই, টিউব শূন্য মনে হয়েছে—'

'হারামজাদা খুনে—লোকটা আমাদের সবাইকে খুন করে ফেলতো—' সোয়ানসানের গলা নিরুত্তাপ, কিন্তু তাতে দৃঢ়তা এতটুকু কম নয়।

'না, মেরে ফেলার উদ্দেশ্য তার ছিলো না। হোলি লোশে সেদিন বিকেলে যাত্রার আগে যে পরীক্ষা চালাবে ঠিক করেছিলে, তুমি নিজেই বলেছো আমাকে—সেকথা কি তোমার জাহাজের সবাইকে জানিয়েছিলে, বা দৈনিক নির্দেশমতে উল্লেখ ছিলো তার ?'

'ছুটোই।'

'তাহলে, ব্যাপারটা আমাদের দোস্ত জেনেছে। আর, কাউকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্য ছিলো না তার—শুধু ব্যাপারটাকে একটু বিলম্বিত করা, এটাই চেয়েছে সে। করতোও তাই।'

'কিন্তু তাতে লাভ কি হতো ?' সোয়ানসানের চোখে অনাবশ্যক চিন্তার ছায়া।

'সে উত্তরও কি আমিই দেবো ?' আমি বিরক্ত।

'না, না—আমার তা মনে হয় না।' সোয়ানসানের কথাগুলো আরও জোরালো হতে পারতো, 'আচ্ছা, ডাক্তার—তুমি কি ডলফিন-এর

কাউকে সন্দেহ করছো ?'
'এ' প্রশ্নের উত্তর কি সত্যিই চাইছো তুমি ?'
'নাঃ—' দীর্ঘশ্বাস পড়লো সোয়ানসানের। মেরুসাগরের সলিলে আত্মহননের ব্যাপারটা খুব আনন্দের নয়। আর, জাহাজের কেউ যদি এই কীর্তি করে থাকে, তাহলে আমরা অগভীর জলে পরীক্ষা চালাবো না, জানার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিশ্চয়ই মত পাল্টে ফেলেছে। তাছাড়া ডকের যে অসামরিক লোকগুলো আছে তারা সকলেই সন্দেহের উর্ধ্বে—নিরাপত্তার ছাড়পত্র তাদের সকলের পকেটেই—'
'তার মানে—কিছুই দাঁড়ালো না। মস্কোর হোটেল আর ইঙ্গো-মার্কিন কয়েদখানাগুলোতে অমন অনেক ছাড়পত্রওলা লোক আছে, তা, কি করবে এখন, কম্যাণ্ডার—ডলফিনের ব্যাপারে ?'
'ভাবছি : আমরা যেখান থেকে এলাম, সেখানে ফিরে যাওয়া যাক—একজন ডুবুরী নামিয়ে দেখা যাক কি করতে পারে। হয়তো বেশ কিছু দিন পার হয়ে যাবে এখানে আবার ফিরতে। আর, জেব্রার কিছু লোক তো শেষ অবস্থায়—দেরী হয়ে যেতে পারে—'
'তাহলে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও—'
'ঠিক আছে। আমাদের একজন তোমার সঙ্গে দিচ্ছি—'
ব্যাপারটা খুব সোজা হলো না, তবু ভয়াবহতার দিক থেকে অনেক কম আগের তুলনায়। ডলফিন ধীরে উঠলো...কলিশান পার্টিশান দরজায় ফুটো করা হলো। রবারের পোশাক পরে নিলাম, সর্বাঙ্গে তার ছিদ্র করা। মার্ফিকে নিয়ে দুটো পার্টিশানের মাঝে দাঁড়ালাম। এ' লোকটাও টর্পেডোম্যান।
চাপ শুরু হলো। বিশ...ত্রিশ...চল্লিশ পঞ্চাশ পাউণ্ড—বর্গ ইঞ্চি ধরে। কানে, ফুসফুসে-চাপ অনুভব করছি, কানের পেছনে ব্যথাও।
কিন্তু আমি এ'সবে অভ্যস্ত—জানি, আমাকে মারতে পারবে না। মার্ফি ছোকরা এটা জানে কি না কে জানে। কারণ, এই তো

সেই অবস্থা—যে অবস্থায় মানুষ তার মন আর শারীরিক প্রয়োগের দিক থেকে সতর্ক…

তবে—মার্ফি যদি আতঙ্কের শিকার হয়েও থাকে তার মুখচোখে নেই তার প্রতিফলন।

সোয়ানসান ঠিক লোকই বেছেছে।

টর্পেডো ঘরের জলের উচ্চতা তখন কার্নিশের ফুট দুয়েকের ওপরে। দরজা খুলে যেতে পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে ফুটন্ত জলের ধারা বইলো। পেছন থেকে উঠলো সঙ্কুচিত বাতাসের চাপ—প্রায় দশ সেকেণ্ড আমাদের দরজা খুলে থাকতে হলো, ভারসাম্য ঠিক রাখতে। দরজা এখন উন্মুক্ত। জলের রেখা সরে গেছে। কার্নিশ পেরিয়ে জল-নিরোধক টর্চ জেলে দিলাম, মাথা আমাদের নীচের দিকে…

হিমাংকের ২৮ ডিগ্রী নীচে নেমে গেছে তাপমাত্রা। বাইরের পোশাকগুলো বরফজলের উপযোগী করে তৈরী, কিন্তু তবু অস্বস্তি হচ্ছে।

এগিয়ে চললাম আমরা—আধসাঁতারে, আধহেঁটে, চার নম্বর টিউবের দরজার কাছাকাছি। বন্ধ করে দেবার আগে একবার ভালো করে দেখেও নিলাম। দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি—ঝড়টা গেছে হতভাগ্য মিলসের শরীরের ওপর দিয়ে। কবজা ঠিক করে ওখান থেকে ফিরে গেলাম আগের জায়গায়।

কয়েক মিনিট পরে পোশাক পরছি—সোয়ানসান প্রশ্ন করলো, 'কোনা গণ্ডগোল আছে?'

'কিছুনা। মার্ফি তো কাজের লোকই মনে হয়েছে।'

'সেরা লোক। তা কোনো—' গলা নামিয়ে দিলো সে।

'তা তো বটেই। আঠা, বুঝলে, কমাণ্ডার, আঠা দিয়ে টেসট করে আটকেছে ওরা।'

'বুঝেছি।' সোয়ানসান সরে গেলো।

তিন নম্বর টিউবে চললো ডলফিন এবার। প্লটিং টেবিলের সামনে সোয়ানসান দাঁড়াতে রেবার্ন মাথা তুললো, 'পাঁচশো গজ পেরিয়েছি—

এখনো পাঁচশো বাকি।'

রেবার্ন পরবর্তী পর্যায়গুলোর ঘোষণা করে গেলো—তিনশো, দু'শো-পঞ্চাশে এলো দূরত্ব।

'বরফের অবস্থা?'

'পরিবর্তন নেই—প্রায় পাঁচ ফুট।'

'গতি?'

'এক নট—'

'অবস্থান?'

'পুরো এক হাজার গজ। লক্ষ্য-এলাকার ঠিক তলা দিয়ে চলেছি—'

'বরফ-যন্ত্রে কিছু পাওয়া যাচ্ছে কি—?'

'কিছুই না। বেনসান কাঁধ ঝাঁকিয়ে সোয়ানসানের দিকে ফিরলো।

'তাহলে কি ফিরে আবার শুরু হবে গোড়া থেকে সব?' হ্যানসেনের প্রশ্ন।

সোয়ানসানের চোখে চিন্তার ছায়া পড়লো, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। ওপরে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করা হবে কি?' হ্যানসেন তার পক্ষে নেই। আমিও নেই, 'পাঁচ ফুট ঘনত্বের বরফ ভেদ করতে পারে এমন অবস্থা করা যাবে কি?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। সব কিছুই অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোচ্ছে। টর্পেডো মেরে বেরোতে না পারলেও অন্তত বরফের পাহাড়ে ফাটল ধরানো যেতে পারে। কিন্তু সারাটা জায়গা জুড়েই তো ভাঙন। ছোট ছোট। এতো ছোট যে বরফযন্ত্রে ধরা পড়ছে না।' রেবার্নের দিকে ঘুরলো সোয়ানসান, 'আমাদের অবস্থা কি?'

'লক্ষ্য-এলাকার একেবারে মধ্যখানে, স্যর এখনো—'

'জাহাজ তোলা—বরফের গায়ে ভেড়াও—'

কয়েকটা মুহূর্ত...ডলফিন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো একটা—কঠিন কিছুতে আঘাত লেগেছে। আর এক বার·· টিভি-র পর্দায় চোখ গেলো—বরফের একটা প্রকাণ্ড অংশ ধ্বসে গেলো···

আবহাওয়ার অবস্থা জানার জন্যে অপেক্ষা করলাম না। কেবিনে. ফিরে বন্দুকটা আমার কোমরে ঝোলাতে হবে, হ্যানসেন আসার আগেই। কারিবু্য প্যান্টের বাইরের দিকে একটা বিশেষ ভাবে তৈরী পকেটে চালান করে দিলাম ম্যনলিশার-শোনাউয়ের বন্দুকটা।

সেতুর ওপরে যখন পৌঁছলাম—ঠিক মধ্যদিন সময়টা তখন। দড়ি ধরে নামতে হলো—পালের বরাবর একটা বড় বরফের চাঙড় বেয়ে।

শীতের শেষ গোধূলির রঙ আকাশে। হাওয়ার দাপট বেড়েছে। তবু—অনেক পরিষ্কার এখন। চোখের বাধা অপসারিত।

আমরা এগারোজন মানুষ; কমাণ্ডার সোয়ানসান, ডাক্তার বেনসান, আটটা নাবিক, আর আমি। ওদের চারজন স্ট্রেচার বহন করে নিয়ে চলেছে।

সাতশো পাউণ্ডের সর্বশক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরকও বরফে ফাটল ধরাতে পারে নি।

পূর্বদিক ধরে এগিয়ে চললাম আমরা, এগারোটা মানুষ। কেন্দ্রের অবস্থান এবার আর অস্পষ্ট নয়—বাতাস কমেছে...দশ মাইল দূর থেকেও সোজা নজরে পড়ে।

* * *

চলমান তুষার-কেন্দ্র জেব্রা। তিনটে কুটির। তার একটা শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। একদা কুটির বলে পরিচিত পাঁচটা কঙ্কাল। বিনষ্ট।

'এই তাহলে জেব্রা—এতোটা রাস্তা ঠেঙিয়ে দেখতে এলাম···'

সোয়ানসান আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে চললো।

একশো গজ রাস্তা। নিকটতম কুটিরে হাজির হলাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম।

আগের বারের চেয়ে ত্রিশ ডিগ্রী তাপ বেশী অনুভূত হচ্ছে। তবু

ঠাণ্ডার প্রকোপ রয়েছে।

রলিংস আর জাব্রিনস্কী জেগে আছে। কুটিরে এখনো ছড়িয়ে জ্বালানীর পোড়া গন্ধ, জীবানু-নাশক ওষুধ, আয়োডিন আর মরফিনের গন্ধ চারদিকে—

'এই যে, তোমরা এসে গেছো। খুব সময়েই এসেছো—তা, ডিনারের ঘন্টা বাজিয়ে দেবো ভাবছিলাম। মেরীব্র্যাণ্ড চিকেন চলবে, ক্যাপটেন ?'

'ধন্যবাদ। এখুনি না।' বিনম্রগলায় বললো সোয়ানসান। 'তা, তোমার পায়ের অবস্থা কেমন, জাব্রিনস্কী ?'

'ভালোই, ক্যাপটেন। প্লাসটার করা আছে।'

পা বাড়িয়ে দিলো সে, 'ডাক্তার জলি কাল রাতে ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

আমার দিকে ফিরে বললো, 'কাল রাতে খুব অসুবিধে হয় নি তো ?'

'ডাক্তার কার্পেন্টারের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে গতরাতে।' সোয়ানসান আমার হয়ে জবাব দিলো। 'তারপরও আছে। যাক, স্ট্রেচারটা এদিকে আনো তো—' পেছনে ফিরলো সোয়ানসান, 'জাব্রিনস্কী, তুমি আগে, এখান থেকে শ' দুয়েক গজের মধ্যেই ডলফিন এসে পড়েছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই সবাইকে তুলবো।'

পা ঘষার আওয়াজ উঠলো আমার পেছনে, ডাক্তার জলি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্যাপটেন ফলসোমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, ফলসোমকে আরও দুর্বল দেখাচ্ছে আজ। 'ক্যাপটেন ফলসোম,' পরিচয় করিয়ে দিলাম, 'ডাক্তার জলি, ইনি কমাণ্ডার সোয়ানসান, ডলফিন-এর অধ্যক্ষ। ইনি ডাক্তার বেনসান।'

'ডাক্তার' বেনসান, বললেন ?' ভ্রু তুলে প্রশ্ন করলো জলি। 'বড়ি-খাওয়ানোর লোক বাড়ছে যেন এদিকটায়। আর, উনি কি—কমাণ্ডার ? আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে আনন্দিত হলাম।

ওর দেহাতী ভাষণ আমাকে এক সিংহলীর কথা মনে করিয়ে দিলো। সোয়ানসান হাসলো। চারদিকে তাকালো। মেঝেয় পড়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে চোখ ঘুরলো তার, ওরা জীবিত না মৃত বোঝা শক্ত...তাদের ভারী নিশ্বাসের ওঠানামা শুনলো সে, হাসি মিলিয়ে গেছে তার ঠোঁট থেকে। ক্যাপটেন ফলসোমের উদ্দেশ্যে বললো, 'আমি কতটা মর্মাহত, বোঝাতে পারবো না, একটা বিভৎস ব্যাপার।' ফলসোম নড়ে উঠে কিছু একটা বললো, কিন্তু—বোঝা গেলো না। ওর পুড়ে-যাওয়া মুখটা এখন ব্যাণ্ডেজ করা, তাতে কোনো কাজ হয়েছে মনে হয় না, কারণ, কথাগুলো যেন তার মুখের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছে। অবোধ্য কিছু শব্দ। মুখের বাঁ দিকটা ততটা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও অসাড়। লোকটার যন্ত্রণা বাড়ছে। জলিকে প্রশ্ন করলাম, 'মরফিন নেই আর?' কারণ, যতদূর মনে পড়ছে, ডলফিন-এ ফেরার আগে পর্যাপ্ত পরিমাণেই রেখে গিয়েছিলাম বস্তুটি।'

'না, নেই। সবটাই চলে গেছে, সবটাই।

'ডাক্তার জলি সারারাত ধরে কাজ করেছে। আট ঘণ্টা। রলিংস, ও আর কিনেয়ার্ড,' শান্তগলায় বললো জাব্রিনসকী। 'একমুহূর্তও বিশ্রাম নেয় নি।'

বেনসানের ওষুধের বাক্স খোলাই ছিলো। জলি সেটার দিকে তাকিয়ে হাসলো, স্বস্তির হাসি, ক্লান্তির হাসি। আগের বিকেলে তাকে যা দেখেছি তার চেয়ে অবস্থার অবনতি হয়েছে ওর। কিন্তু, কাজ করছে তবু সে, টানা আট ঘণ্টার কাজ। জাব্রিনসকীর পায়ের পরিচর্যাও করেছে।

এবার বিশ্রাম নিতে পারে সে।

ফলসোমকে বসিয়ে দিতে সাহায্য করলো জলি; আমিও হাত লাগালাম ওর সঙ্গে।

ফলসোম দেয়ালে ঠেসে বসলো, তার দাড়িভর্তি তুষারক্ষতে ক্ষত মুখটায় হাসি ফুটলো, 'আমি দুঃখিত—গৃহস্বামী হিসেবে নিতান্তই

বেচারা মনে হচ্ছে নিজেকে।'

'এবার সব কিছু আমাদের ওপর ছেড়ে দাও, ডাক্তার জলি। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—ওই লোকগুলোকে এখন সরানো চলবে তো?'

'কি জানি—' জলি তার নোংরা, রক্তরাঙা চোখ দুটোকে ঘষলো হাত দিয়ে। 'জানি না, ওদের দু' একজন গত রাতে বেশ কাহিলই হয়ে পড়েছিলো। ঠাণ্ডায় বোধহয় নিওমোনিয়াও হয়ে থাকতে পারে। স্বদেশে যে রোগ ক' দিনে তাড়ানো যায় তা এখানে প্রাণান্তকর। সমস্ত এনার্জি নষ্ট করে দেয়। শুধুই বাঁচার তাগিদে।'

'আরে, ঠিক আছে। মত পাল্টে নেওয়া যাক এবার। ওদের তোলা দরকার—ডাক্তার বেনসান, কাকে প্রথমে তোলা হচ্ছে?'

'জাব্রিনস্কী; জলিসাহেব; ফলসোম আর এই লোকটাকে—' বেনসান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো।

'কিনেয়ার্ড—রেডিও অপারেটার।' কিনেয়ার্ড আত্মপরিচয় দিলো। উঠে দাঁড়ালো সে—টলছে, 'আমি হাঁটতে পারবো।'

'তর্ক কোরো না—' সোয়ানসান বলে উঠলো, 'রলিংস, তোমার ওই নোংরা তাল সামলানো বন্ধ করবে কি? ওদের সঙ্গে যাও। নৌকো থেকে একটা তার, আর গোটা দুই ইলেকট্রিক হিটার লাগাতে কতক্ষণ সময় লাগবে, ক'টা আলোও?'

'একাই লাগাবো?'

'না। লোক দেওয়া হবে সঙ্গে—'

'পনেরো মিনিট, একটা টেলিফোনও খাটানো যায়।'

'ভালো। স্ট্রেচারবাহকেরা ফিরলে কম্বল আর গরম জলের ব্যবস্থা কোরো—জলের পাত্রগুলো কম্বলে জড়িয়ে নিও। আর কিছু, ডাক্তার বেনসান?'

'এখনি নয়, স্যর।'

'ঠিক আছে। তাহলে এগিয়ে পড়।'

মেঝের শুয়ে থাকা আটজনের মধ্যে চারজনের জ্ঞান রয়েছে—হিউসান,

মেসবি আর দুজন হ্যারিংটান, শেষের দুজনের ক্ষত যেন একই জায়গায়, শরীরের। বাকি চারজন হয় ঘুমিয়ে, নয় আঘাতে অর্দ্ধচেতন।

আমি আর বেনসান শুরু করলাম কাজ, স্টেথোস্কোপ আর থার্মো-মিটার নিয়ে চললো কাজ।

প্রথম যে মানুষটার দিকে দৃষ্টি পড়লো আমার—সে ঘরের এক কোণে পড়ে। পাশ ফিরে শুয়ে সে। চোখ দুটো আধ-বোঁজা তার, এবার নীচের অংশ চোখে পড়ছে। মুখের যে অংশটুকু ব্যাণ্ডেজের বাইরে—তা শীতের কবরখানার মত শুভ্র, ঠাণ্ডায় জমে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটা কে?'

'গ্রান্ট-জনগ্রান্ট,' হিউসান জানালো, 'লোকটা কিনেয়ার্ডের সহকারী, কিরকম বুঝছেন?'

'মারা গেছে। বহুক্ষণ আগেই মারা গেছে।'

সোয়ানসান চমকালো, 'মারা গেছে? ঠিক বলছো তো?'

উত্তরে শুধু ওর দিকে একটা পেশাদারী চাহনি ছেড়ে দিলাম। এবার বেনসানের কাছে প্রশ্ন রাখলো সোয়ানসান, 'এদের মধ্যে কি কেউ এমন অসুস্থ, যে সরানো যাবে না?'

'ওই দুজন—আমার মনে হচ্ছে।' বেনসান জবাবে বললো। সোয়ানসান আমার দিকে মাঝে মাঝেই যে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সেটা নজর করলো না সে। আমার দিকে স্টেথো বাড়িয়ে দিলো শুধু।

'ওদের কোনোরকমে জাহাজে তুললেও বাঁচবে না, ওই সরু ফাঁক দিয়ে ঢোকাবার আগেই শেষ হয়ে যাবে ওরা—'

'এখানে এই অবস্থায় তো অনন্তকাল অপেক্ষা করা যায় না, আমিই ওদের সরানোর দায়িত্ব নিচ্ছি—'

'স্যরি—ক্যাপটেন, এ' বিষয়ে ডাক্তার কার্পেন্টারের সঙ্গে একমত আমি।'

সোয়ানসান কাঁধের একটা ভঙি করলো শুধু।

কিছু পরেই স্ট্রেচারবাহকেরা ফিরলো, পেছনে রলিংস আর তিনজন। তার, হিটার, বাতি আর একটা টেলিফোন এনেছে তারা। সেগুলোর সংযোগে কয়েক মিনিট কাটলো। সোয়ানসান ফোন তুলে কিছুক্ষণ কথা বললো এরপর।

উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেলো দিকবিদিক। হ্যারিংটান যমজ দুটি, হিউসান আর নেসবি স্ট্রেচার নিয়ে বেরোতে, আমি কোলম্যান লণ্ঠনটা নামিয়ে নিলাম, 'এটা তো এখন লাগছেনা—আমি আসছি, বেশী দেরী হবে না—'

'কোথায় যাচ্ছো তুমি?' স্থির গলা সোয়ানসানের।

'বেশী দেরী হবে না', পুণরুচ্চারণ করলাম কথাগুলো, 'একটু ঘুরে-ফিরে দেখবো শুধু।'

সামান্য ইতস্তত করে সরে দাঁড়ালো সে।

বেরিয়ে পড়লাম। কুটিরের একটা কোণায় পৌছে দাঁড়িয়ে গেলাম। টেলিফোন বেজে উঠলো পেছনে, একটা গলাও পেলাম। কিন্তু শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দের সমষ্টি। কি বলা হলো জানলাম না, তবে, এটাই তো আশা করেছিলাম···

লণ্ঠন দপ দপ করে জ্বলে প্রায় নিভে আসছে। শেষপর্যন্ত আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি থেকে গেলো; বিশেষ ভাবে তৈরী বাতি—

দক্ষিণদিকের কুটিরের দিকে হেঁটে চললাম। এখানে পোড়া চিহ্নও নেই, ধোঁয়ার চিহ্নও নেই—বাইরের দেয়াল পরিস্কার।

একটা চালাঘর ঠিক এর পাশেই। বেশ মজবুত ঘর—উচ্চতায় ছ' ফুটের মতন, পাশেও তাই। লম্বায় ফুট দশেক হবে ঘরটা।

অনায়াসেই দরজা খোলা গেলো। কাঠের মেঝে। অ্যালুমিনিয়ামের দেয়াল আর ছাদে খোলতাই ঘর।

জেনারেটার ঘর ছিলো একদিন। বোতাম টিপলেই আজ আর মটরের গর্জন উঠবে না।

দরজা ভেজিয়ে মূল কুটিরে ঢুকে গেলাম।
নানা ধাতুর তৈরী টেবিল, বেঞ্চি আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ঘর।
এর অধিকাংশের কাজ কি জানি না, প্রয়োজনও নেই।
আবহ-সংকেতের দপ্তর এটা, এটুকুই যথেষ্ট তথ্য আমার কাছে। অত্যন্ত দ্রুত কাজ সারলাম—সতর্ক চোখে দেখা হলো সব—কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নজরে পড়লো না। একটা কোণে, একটা খালি কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর একটি হালকা বেতার প্রচারযন্ত্র দেখলাম—'শোনার' সরঞ্জাম রয়েছে—'ট্রান্সিভার' বলে নাকি এগুলোকে আজকাল।
কিনেয়ার্ড মিথ্যে বলে নি—ব্যাটারী সবগুলোই শেষ। সামান্যতম ঝলকও নেই আলোর।
শেষ কুটিরটাতে পৌঁছলাম—যে কুটিরে আগুনের শিখায় সেই সাতটা মানুষের ঝলসানো দেহগুলো পড়ে...দুর্গন্ধ আরও প্রকট। জ্বালানীর গন্ধে বমির ভাব বাড়ছে আমার...
দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। এক পা'ও এগোনোর প্রবৃত্তি নেই আমার। বাতিটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ফেললাম।
টর্চলাইটটা হাতে নিয়ে প্রথম মরা মানুষটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম দশ মিনিট। চিকিৎসকেরা একটা ব্যাপার সবসময়ে এড়ানোর চেষ্টা করে—যেসব মৃতদেহ অনেককাল জলে পড়ে থাকে তাদের অবস্থা এক রকম হয়; অন্তর্জলীয় বিস্ফোরণের শিকার দেহগুলোর অবস্থা হয় আর একরকম; আক্ষরিক অর্থে আগুণের শিকার হওয়া আর এক ব্যাপার।
শরীরের অস্বস্তি বাড়ছে, কিন্তু শেষ না দেখে যাবো না।
দরজায় শব্দ উঠলো। ঘুরতে সোয়ানসানকে ঢুকতে দেখলাম। অনেকক্ষণ সময় নিয়েছে ও, আগেই আশা করেছিলাম ওকে। লেফ্‌টেনান্ট হ্যানসেনও ঢুকলো, হাতটা ব্যাণ্ডেজে জড়ানো। তাহলে টেলিফোনটা এই কারণেই হয়েছিল—লোকজন জড় করার জন্যে।

সোয়ানসান টর্চ নিভিয়ে দিলো; চোখ থেকে তুষার-চশমা নামালো। মুখোসও।

দৃশ্যটা তার কাছে তেমন সুখকর নয়, মনে হলো। অসুস্থ হয়ে পড়বে সোয়ানসান, বোধ হলো।

'ডাক্তার কার্পেন্টার,' ওর কর্কশ গলায় কথাগুলো কৃত্রিম সৌজন্যের ভঙ্গি ছাপিয়ে গেলো। 'আপনাকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করছি—সেখানে, আপনার কেবিনেই থাকবেন আপনি। স্বেচ্ছায় ফেরাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, হ্যানসেনের সঙ্গে। কোন গোলমালের মধ্যে যাবার অভিপ্রায় নেই আমার—আপনারও নেই নিশ্চয়ই, করলে আমরা তার মোকাবিলা করতে পারবো, কারণ—রলিংস আর মার্ফি বাইরেই অপেক্ষা করেছে।

'এ তো ঝগড়ার কথা হলো কমাণ্ডার—এবং খুবই অবন্ধুজনোচিত। ওদের বাইরের ঠাণ্ডায় যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে।' প্যান্টের পকেটে হাত পুরে দিলাম, যে পকেটে বন্দুক রয়েছে। নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে ওকে দেখছি। বললাম, 'হঠাৎ ক্ষেপে ওঠার কি হলো?'

উত্তরে সোয়ানসান শুধু হ্যানসেনের দিকে ফিরলো, দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো। হ্যানসেন ঘুরতে আমি বলে উঠলাম, ওকে থামিয়ে, 'একটু জবরদস্তির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে নয় কি?' আমার ব্যাখ্যা চাইবার কোনো অধিকার নেই, তাই না?'

হ্যানসেন অস্বস্তির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, ব্যাপারটা তার কাছে ভাল লাগছে না। কিন্তু, নির্দেশ মানতে হচ্ছে তাকে—

'আমার ধারণার চেয়ে যদি আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কম হয়, অবশ্য আমি আপনাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে করি—তাহলে ব্যাখ্যা আপনার কাছে পরিস্কার—আপনি ডলফিন-এ যখন প্রথম আসেন, আমি এবং গার্ভি-সাহেব দুজনেই আপনার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আপনি একটা গল্প ফেঁদেছিলেন, আমরা তা বিশ্বাস না করায় আপনি এই জেব্রাকে একটা উচ্চতর পর্যায়ের ক্ষেপনাস্ত্র সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলে ব্যাখ্যা

করেছিলেন। তা, যে সব যন্ত্রপাতির উল্লেখ করেছিলেন আপনি, সে সব কোথায়? সবই কাল্পনিক নাকি?' ওর দিকে তাকিয়ে আছি, ওকে বলতে দিতে চাই—'এসব কিছুই ছিলো না। একটা আজব কিছু খেলেছে আপনার মাথায়—কি সেটা জানি না, এবং জানতেও চাই না।

শুধু জাহাজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমার ভাবনা, নাবিকদের নিরাপত্তার ভাবনাও আছে সে সঙ্গে; ডলফিন-এর মানুষগুলোকে নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও আমার দায়িত্ব। কোনো ঝুঁকি নিচ্ছি না আমি।'

'ব্রিটিশ নৌবহরের আশা; অন্তর্জলীয় যুদ্ধবিভাগের অধ্যক্ষের নির্দেশ—এগুলোর কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে তাহলে?'

'ওই নির্দেশগুলো যেভাবে সংগৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে ডাক্তার। আপনি বড় বেশী রহস্যপ্রিয়, এবং নির্ভেজাল মিথ্যেবাদীও!'

'বড় নির্মম ভাবে কথাগুলো বলছেন, কমাণ্ডার—'

'অপ্রিয় সত্যি কথাগুলো ওইরকমই শোনায়—তা, তুমি আসবে কি?'

'দুঃখিত। এখানকার কাজ হয় নি যে—'

'ও। জন, তাহলে—'

'আমি একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি, মানে—দিতেই হচ্ছে। আপনি শুনবেন কি?'

'আবার কি আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবেন?' না।

'তাহলে আমিও ফিরে যাবার জন্যে তৈরী নই।'

সোয়ানসান আবার তাকালো হ্যানসেনের চোখে। সে ফিরেছে চলে যাবার জন্যে—বললাম, 'যাক, আমার কথা শোনার সময় যদি না থাকে তাহলে লোক ডাকি। আর, আমরা এখানে যে তিন তিনটে পাশকরা ডাক্তার রয়েছি, সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার নয় কি?'

'তার মানে?'

'মানে এ-ই সব বন্দুক একই রকম দেখতে নয়। কোনোটা কমবেশী বিপদের, কোনোটার চেহারাই বিদঘুটে—কিছু বা নিষ্ঠুর ধরণের। আমার হাতে ধরা ম্যানলিশার-সোনাওয়ের শেষোক্ত দলের, খুবই নির্মম দেখাচ্ছে অস্ত্রটি। ঝকঝক করছে—ভীতিপ্রদ, অশুভ চেহারার বস্তুটি।

'ওটা ব্যবহার করবে না তুমি—'

'আমার কথা শেষ হয়েছে—পেয়াদা তলব করতে পারেন।'

'কেন হিড়িক দিচ্ছো ডাক্তার—তোমার সে সাহস নেই।'

সেফটিক্যাচ টেনে দিলাম, 'সাহস না রেখে উপায় কি—তাহলে এসো—কাপুরুষ তো নও। সরে পড়ো না যেন—এগিয়ে এসে এটা আমার হাত থেকে নাও তাহলে।'

'এগিয়ো না জন—ও কিন্তু মজা করছে না। 'সোয়ানসান বলে উঠলো, 'তোমার ওই স্যুটকেসে একটা গোটা অস্ত্রখানা আছে মনে হয়।'

'ঠিকই ধরেছো। অটোমেটিক হালকা বন্দুক থেকে নৌ-বন্দুক, সবই। তাহলে আমার কথা শুনবে?'

বলো—'

'রলিংস আর মার্ফিকে যেতে বলো, অন্য কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানুক, আমি চাই না।

সোয়ানসান ঘাড় হেলাতে হ্যানসেন দরজার কাছে গিয়ে অল্প কথার পর ফিরে এলো। আমি বন্দুক নামিয়ে দিলাম টেবিলে। টর্চবাতি তুলে বললাম, 'এটা ছাখো—'

ওরা এলো। মেঝেয় পড়ে থাকা একটা পোড়া বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমি, অদ্ভুত অবস্থার বাতি ওপরে। সোয়ানসান এগিয়ে গিয়ে তাকালো সেটার দিকে। মুখের সমস্ত রং নিঃশেষে মুছে গেছে। গলায় একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ উঠলো ওর, 'ওই আংটিটা—সোনার আংটি—' থেমে গেলো সে।

'ওটার সম্বন্ধে তাহলে মিথ্যে কিছু বলি নি।'

'না, না। তা বলো নি—আমি, আমি, কি বলবো বুঝতে পারছি না। আমি অত্যন্ত—'

'ঠিক আছে, তাতে কিছু যায় আসে না।' রুক্ষস্বরে বললাম, 'এদিকটা দ্যাখো এবার, পেছন দিকটায়। কিছুটা কার্বন অবশ্য সরিয়ে দিতে হয়েছে।'

সোয়ানসান বিমূঢ়। ফিসফিসিয়ে শুধু বলতে পারলো, 'গলাটা মটকে গেছে!'

'তাই মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। একটা ভারী কিছু, পড়েছে ওপর থেকে, কড়িকাঠ হতে পারে।'

'কুটিরগুলোর একটা তো এইমাত্র দেখলে। সেটাতে কোনো কড়ি-কাঠ নেই। মেরুদণ্ডের দেড় ইঞ্চির মত জায়গা উড়ে গেছে। ওই-ভাবে কিছু পড়ে থাকলে টুকরোটা গলায় গেঁথে থাকতো। তা নেই। কাজেই সামনের দিক থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে, গলার ঠিক নীচেই। পেছন দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। শক্তিশালী অস্ত্র থেকেই গুলি এসেছে—কোলট, লুগার বা মাউজার থেকে।

'হা ঈশ্বর!' এই প্রথম সোয়ানসানকে রীতিমত বিচলিত দেখাচ্ছে, মেঝের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না, 'খুন—মানে, ওকে খুন করা হয়েছে বলছো?'

'কে করেছে?' হ্যানসেন কর্কশ গলায় বলে উঠলো—'কে? আর—কেন?'

'কে করেছে, জানি না।'

সোয়ানসান অদ্ভুত চোখে তাকালো আমার দিকে, 'এই মাত্র ব্যাপারটা জেনেছো তুমি?'

'গতরাত্রে জেনেছি।'

'গতরাতে জেনেছো—' সোয়ানসান আস্তে বললো কথা, কেটে

কেচে, কথার মধ্যে অনেক ফাক, 'আর, এহ সময়টুকু—জাহাজে একবারও এ-ব্যাপারে মুখ খোলো নি···এতটুকু উদ্বেগ···তুমি অমানুষ, কাপেন্টার।'

'হুঁ। এই বন্দুকটা দেখছো—এটায় আওয়াজ হয় গুলি বেরোনোর সময়। আর, এই কাজ যে করেছে তাকে মারার সময় আমার চোখের পলকও পড়বে না—হ্যাঁ. সে অর্থে অমানুষ আমি ঠিকই—'

সোয়ানসান একবার আমার দিকে তাকালো, পরে বন্দুকটা দেখলো, শেষে আবার চোখ ফিরলো ওর আমার দিকে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারি নি ডাক্তার—তবে একটা কথা। ব্যক্তিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করা যাবে না—আইন নিজের হাতে নিতে পারবে না তুমি।'

'আমাকে চেঁচাতে বাধ্য কোরো না, কমাণ্ডার। মর্গে বসে ওসব সাজেও না। আরও কিছু দেখানো বাকি তোমাকে। এইমাত্র যা জেনেছি এমন কিছু'—আর একটা স্তূপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলাম, 'একে দেখতে চাও?'

'না, থাক। বলো, শুনি—'

'ওখান থেকেই দেখতে পাবে। মাথাটা সামনের দিকে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মাথার পেছন দিক দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে—একই লোকের কীর্তি—'

দুজনই নীরব। ওরা কিছু বলতে পারছে না, বলার অবস্থা নেইও। 'বিচিত্র-গতিতে ছুটেছে গুলি—ওপরের দিকে ঠেলে উঠেছে—যেন, কেউ বসে গুলি করেছে তার সামনে দাঁড়ানো লোককে।'

'হ্যাঁ।' সোয়ানসান আমার কথা যেন শোনে নি, 'খুন। দু-দুটো খুন—এটা তাহলে কর্তাদের দায়িত্ব, পুলিসেরও।'

'নিশ্চয়ই, খবরটা তাহলে পাঠিয়ে দাও পুলিসকে—'

'ওটা আমাদের কাজ নয়। মার্কিন জাহাজের অধ্যক্ষ হিসেবে আমার একমাত্র কাজ এখন জেব্রার যে লোকগুলো বেঁচে আছে,

তাদের জাহাজে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে পৌঁছে দেওয়া—'

'একটা খুনেকে সঙ্গে নিয়ে? জাহাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না তাতে?'

'আমরা তো জানি না—যে—সে—জাহাজে আছে?'

'থাকবে। এখানকার ব্যাপারটা কোনো অ্যাকসিডেন্ট নয়, অ্যাকসিডেন্ট সম্পর্কিত যদি কিছু থেকে থাকে তো তা আগুনের ব্যাপকতা। হত্যাকারী হয়তো হিসেবে ভুল করেছে—এবং সময় ও আবহাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। তাই কুকীর্তির সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে আগুন লাগিয়ে দিতে হয়েছে...এ সব করেও পালাতে পারতো, যদি আমি না এসে পড়তাম। কাজেই, তোমার জাহাজে একজন খুনে থেকেই যাচ্ছে—'

'কিন্তু, কি আশা করেছিলে তুমি? খুনি আগুন জ্বালিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে নিজে অক্ষত অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে?'

'সে কি করে জানবে যে—কেউ সন্দেহ করবে, অনুসন্ধান শুরু করবে?' হ্যানসেন মাঝখান থেকে বলে উঠলো।

'গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা তোমারও মাথায় নেবার দরকার নেই। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যারা, তারা পাকা লোক—জালও বহুদূর বিস্তৃত তাদের। তোমার জাহাজেরও ক্ষতি হতে পারে। তবে এ' লোকগুলো কোনো ঝুঁকি নেয় না। পরে ধরা পড়বে ভেবেই কাজ করে, তাই সর্বরকম সাবধানতা অবলম্বন করে। আর, আগুন যখন ছড়িয়ে পড়ছে, তখন খুনি হয়তো লোক বাঁচাবার অভিনয়ও করেছে, ফলে নিজেও পুড়েছে।'

সোয়ানসানের দাঁতে দাঁত লেগে গেছে ঠাণ্ডায়, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই।

'ওঃ। কি নারকীয় কাণ্ড!'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই বলছি—তোমার নৌ-আইনে এর মোকাবিলা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কি করতে পারি আমরা?'

'পুলিস ডাকবো—আমার ক্ষমতা আছে—যে কোনো পুলিসের চেয়েও বেশী। যা বলছি বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে।'

চিন্তাভারাক্রান্ত গলায় সোয়ানসান বললো, 'হ্যাঁ করছি। গত চব্বিশটা ঘন্টা ধরে কেবলই তোমার কথা ভাবছি—তুমি কি পুলিসের লোক—না, খোঁচোড় ?'

নৌ-বিভাগের লোক—গোয়েন্দা। কাগজপত্র সবই আছে স্যুটকেসে. প্রয়োজনে বেরোবে সবই—'

'কিন্তু, তুমি তো ডাক্তার ?'

'হ্যাঁ। তা ঠিক—একদিকে নৌ-চিকিৎসক। যুক্তরাজ্যের সামরিক বিভাগে নাশকতার কাজে অনুসন্ধান চালানোই আমার কাজ। কোনো বাঁধাধরা কাজ নেই—'

অনেকক্ষণ নীরবে কাটালো। পরে তিক্তস্বরে বলে উঠলো সে, 'একথা আগে বললেই হতো!'

'সারা দুনিয়াকে তারস্বরে জানিয়ে দেবার দরকার ছিলো না কিছু—তাছাড়া তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি নি। তা ওয়াশিংটানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করো নি কেন ?'

'নির্দেশ, কিসের ?' হ্যানসেন সোয়ানসানের দিকে তাকালো। 'ডাক্তার কার্পেন্টারকে সাহায্য করার নির্দেশ। কার্পেন্টার, একটু বিবেচনা করো—আমি অন্ধকারে হাতড়ানো পছন্দ করি না, তাই সন্দিগ্ধ একটু—তুমি তো প্রথম এলে গোলমেলে অবস্থায়—আর, সব ব্যাপারে এড়িয়ে যাচ্ছিলে। তাই, আমি পুরোপুরি খোলসা হতে পারি নি, আমার জায়গায় তুমিও তাই করতে।'

'হবে। কি জানি, তবে আমি নির্দেশ পালন করি ঠিকই। আমি এবার যা বলবো সেটা শুনে বুঝবে কেন ওরা তোমাকে সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছিলো। জেব্রাতে একটা বিশেষ ধরণের অণুচালিত যন্ত্র আছে, রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের গতি এবং অবস্থান নিরূপণের যন্ত্র। বেতার সংযোগ ছিলো না, শুধু একটা বিরাট এরিয়েল, যার জন্যে মনে

হয়েছে তেল-জ্বালানী অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। হাইড্রোজেন সিলিণ্ডারের বিস্ফোরণের ফল। জ্বালানী-কুটিরে ছিলো সেটা।'

'এটার কথা কি জেব্রার সকলে জানতো।'

'না। সবাই ভেবেছিলো ওটা কসমিক-রশ্মি অনুসন্ধানের কোন যন্ত্র। শুধু চারটে মানুষ জানতো এটার প্রকৃত কাজ—আমার ভাই আর তিনটে লোক। একই ঘরে থাকতো ওরা। কুটির পুড়ে ছাই। তোমার সাহেব কেন এত উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবার জানলে?'

'চারজন? কারা তারা?' সোয়ানসান যেন এখনো বুঝতে পারছে না।

'জিজ্ঞাসার দরকার আছে কি? এখানে যে সাতজন পড়ে আছে তার মধ্যে চারজন।'

মাটির দিকে একবার দৃষ্টি মেলে চোখ ফিরিয়ে নিলো, 'তুমি বলছো বন্দর ছেড়ে আসার আগেই জানতে পেরেছিলে কিছু গোলমাল হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আমার ভাইয়ের একটা অতি-গোপন সংকেতের ব্যাপার ছিলো। প্রথম শ্রেণীর বেতার-পরিচালক ছিলো ও, ওর পাঠানো বার্তা পেয়েছি আমরা, প্রথমটায় বলা হয়েছিলো যন্ত্রটা ধ্বংস করার ছুটো চেষ্টা হয়েছে। পরেরটায় বলা হলো, ওকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিলো। তাহলে কি বুঝবো?'

'কিন্তু যন্ত্রটার কথা তো শুধু তোমার ভাই আর তিনটে লোকই জানতো। এ নিশ্চয়ই কোনো পাগলার কাজ—ঠাণ্ডা মাথার খুনে।'

'ঘন্টা তিনেক আগে জাহাজের তিন নম্বর টিউবে যে গোলমাল দেখা দিয়েছিলো, তাও কি কোনো পাগলার কাজ?'

উত্তর নেই। সোয়ানসান বললো অনেক পরে, 'তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, কার্পেন্টার?'

'কি করতে চাও?'

'ডলফিন-এর পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্য দিতে পারছি না,' মৃদু হাসি দেখা দিয়েছে তার ঠোঁটে, কিন্তু হাসছে না বলেই অনুমান আমার,

'ডলফিন-এর সবাই তোমার পাশে আছে। একটু বিস্তারিত শুনবো সব—'

'বিশ্বাস করবে কি তা, এবার?'

'করবো।'

খুসী হলাম মনে মনে। আমি নিজেই তো তা প্রায় বিশ্বাস করেছি।

* * *

সেই খুটিরেই ফিরে গেলাম। ডাক্তার বেনসান আর দুটি মানুষ থেকে গেছে, যে দুজন বেশী অসুস্থ। কুটিরটা যেন এখন আগের চেয়ে বড় দেখাচ্ছে, আরও নোংরা, অগোছালো—চারদিকে সব কিছু ছড়িয়ে।

আমাদের দিকেই ফেরানো ওদের মুখ। ঘুমোচ্ছে, বা অর্দ্ধচেতন ওরা। বেনসানকে ইসারায় এক পাশে ডেকে সব কিছু খুলে বললাম। ওর সব জানা দরকার, কারণ অসুস্থ মানুষগুলোর কাছের লোক সে।

আমার কথা শোনার পর বিমূঢ় হয়ে পড়লো বেনসান, কিন্তু ডাক্তার-দের নাকি নার্ভাস হতে নেই, তাতে রুগী আস্থা হারিয়ে ফেলে।

ওকে নিয়ে তিনজন জানলো ঘটনা। এর পরের যা কিছু বলার সোয়ানসানই বলে গেলো। সোয়ানসান তাকে প্রশ্ন করলো, 'জাহাজে তোলা লোকগুলোকে কোথায় রাখবে ভাবছো?'

'মোটামুটি আরামের জায়গাগুলোতে—সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর হঠাৎ মোড় নেওয়াতে কিছু হেরফের করতে হচ্ছে।'

'হচ্ছেই তো। ওদের ভাল করে স্নান করিয়ে জামাকাপড় পাল্টে দেওয়া দরকার। গুরুতরভাবে আগুনে দগ্ধ মানুষের রোগ সংক্রা-মণের আশংকা থাকে।'

‘জামাকাপড়গুলো ?’

‘জামাকাপড় থেকে আরম্ভ করে অন্য সব কিছুতে লেবেল সেঁটে দিতে হবে। জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগে কাচানোর ব্যবস্থাও।’

‘আমরা কি চাইছি জানতে পারলে সুবিধে হতো।’

‘সবই—যে কোনো সূত্র। একটা জিনিষ পরিস্কার—কোনো বন্দুক কিন্তু পাচ্ছো না। দস্তানাগুলো বিশেষ করে চিহ্নিত করা দরকার।

‘তাহলে সবই দেখে নেবো—’

‘ঠিক তো ? যদি নিজেও এনে থাকো জাহাজে ?’

‘মানে ? কি বলতে চাইছো ?’

‘তোমার পকেটে কিছু চালান হয়ে আসতে পারে।’

‘এ’ কথা তো একবারও মনে হয় নি—’ পকেট হাতড়ে নিলো বেনসান।

ওরা বেরোতে আমি আর সোয়ানসান ভেতরে ঢুকলাম। লোকদুটো সত্যিই অচেতন কিনা নিশ্চিত হবার পর কাজে লেগে গেলাম। সোয়ানসানের তীক্ষ্ণ চোখে কিছু এড়ালো না। পনেরো মিনিট ধরে চললো আমাদের অনুসন্ধান।

কিছুই পাওয়া গেলো না।

‘বন্দুকটার খোঁজ করা যাক। কোথায় ফেলেছে সেটা জানি না আমরা, তবু—খুনে কখনোই তার হাতিয়ার হাতছাড়া করতে চায় না। খোঁজার জায়গা তো তেমন বেশী নেই। এখানে থাকবে না—কারণ, সবসময়েই এখানে লোকজনের যাতায়াত। আবহাওয়া দপ্তর আর গবেষণাগার রইলো বাকি।’

‘পোড়া কুটিরগুলোর কোনোটার ভস্মস্তুপের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে।’

‘না। বরফের রাজত্বে ওটা প্রায় অসম্ভবই—চারদিকে চার-ছ’ ইঞ্চি পুরু বরফের আস্তরণ, ভাঙলেই কেচ্ছা—’

তবু, আবহাওয়া দপ্তর দিয়েই শুরু হলো কাজ। তন্নতন্ন খোঁজ

চললো—তারই ফাঁকে সোয়ানসান বলে উঠলো, 'দাঁড়াও তো, একটা কথা মনে হলো হঠাৎ—মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আসছি আমি।'

দু' মিনিটও লাগলো না, এক মিনিটের মধ্যেই ফিরলো সে—হাতে চারটে বস্তু। পেট্রোলের গন্ধে ভরপুর। মাউজার অটোমেটিক একটা; ছুরির ভাঙা বাঁট; রবারে মোড়া দুটো প্যাকেটে কার্তুজ। সোয়ানসান আমার দিকে তাকালো, 'এগুলোই খুঁজছিলে তো তুমি?'

'কোথায় পেলে এ' সব?'

'ট্রাকটারে। গ্যাস ট্যাঙ্কে।'

'ওখানে খোঁজার কথা মনে হলো কেন তোমার?'

'হঠাৎই। খুনে তার হাতিয়ার হাতছাড়া করতে চায় না বলছিলে তো তুমি, তাই ভাবলাম খোলা জায়গায় যখন রাখতে পারছে না—আর বন্দুকের কলকজা বা তেল জমে যাবার সম্ভবনাও রয়েছে—এখন এই তাপমাত্রায় মাত্র দুটি পন্থা আছে, দুটি বস্তুর জমে যাবার ভয় নেই—অ্যালকোহল আর গ্যাসোলিন। তা, জিন এর বোতলে তো আর বন্দুক রাখা যায় না; সেজন্যে দরকার—'

সোয়ানসান রসিকতার সুযোগ ছাড়লো না।

'তাতেও কাজ হতো না। পেট্রোল তো বরফের অবস্থায়—কাজেই ধাতুর সঙ্কোচন হতেই পারতো।'

'হয়তো সেটা জানতো না লোকটা। বা, ভেবেছে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা কিছু লুকোনোর পক্ষে—হাতের কাছে, দ্রুত কাজ সারা যায়।' আমি বাঁট খুলে গুলি রাখার জায়গাটা দেখলাম, শূন্য। সোয়ানসান এতক্ষণ দেখছিলো ব্যাপারটা, এবার ধারালো গলায় বলে উঠলো, 'বন্দুকটায় দাগ লাগিয়ে ফেলছো না কি?'

'আঙুলের ছাপ? পেট্রোলে ডুবে থাকার পর থাকে না। আর, দস্তানাও তো পরে ছিলো সে।'

'তাহলে দরকার হচ্ছে কেন এটা?'

'ক্রমিক নম্বরের জন্যে। কার জিনিষ জানার জন্যে। পুলিসের খাতায়

নিশ্চয়ই ক্রেতার নাম পাওয়া যাবে। খুনের মাথায় একটাই চিন্তা ছিলো, এটা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না। খোঁজ চালানোর ব্যাপার তো কল্পনার বাইরে।'

'যাই হোক, এই পরিবেশে বন্দুক চালানোটাই ঝুঁকির ব্যাপার ছিলো, তবু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, যে—খুনে সে ঝুঁকিও নিয়েছে। আর, এই ছুরিটাও চালিয়েছে পাঁজরে কিন্তু টুকরো ভেঙে থেকে গিয়েছে—

'তার মানে—খুনে তৃতীয় কাউকে মেরেছে বলতে চাইছো?'

'সেই হয়তো ওর প্রথম শিকার ছিলো, তাই ভগ্নাংশ থেকে গেছে মৃত লোকটির দেহে। কিন্তু তা নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই এখন।'

'কিন্তু, এসব তো উন্মাদের কাজ—এই অহেতুক খুনগুলো?'

'অহেতুক নয়—অন্তত খুনীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে। না, কোনো প্রশ্ন কোরো না। আগুন জ্বালিয়েছে সে, জেনেছি আমরা—কিন্তু মানুষগুলোর প্রাণ কেন নিয়েছে বলতে পারবো না।'

'চলো, ফেরা যাক। কাউকে ওদের সামলাবার জন্যে এখানে রাখা যাক। আমার কথা জানি না, আমি কিন্তু ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছি। আর, তুমি তো গতরাতে চোখের পাতা এক করো নি।'

'আমিই থাকছি। ঘন্টাখানেক সময় নেবো—ভাববার ব্যাপার আছে, অনেক ভাবনার—'

'কিন্তু সূত্র তো নেই কিছু?'

'সেইজনেই তো ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।'

* * *

সোয়ানসানকে যা বললাম তা পুরোপুরি সত্যি নয়। কারণ কিছুই ভাববার নেই আমার—কাজেই সময় নষ্ট করি নি। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি—অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে।

ওইখানেই ফিরে গেলাম। কেন যাচ্ছি জানি না, তবু গেলাম। গবেষণাগারের দেয়ালগুলোতে সারি সারি তাক আর কাবার্ড। তাকালাম না। কুটিরের এক কোণে চলে গেলাম।

মৃতদেহের স্তূপ একদিকে জড় করা—পাটাতন নজরে পড়লো। আস্তে এগিয়ে তুলে ধরলাম একটা দিক।

বাজার বসানোর পরিকল্পনা ছিলো বোধহয় কারুর এখানে—ক্যানেস্তারার সারি স্যুপ থেকে সুরু করে মাংস, ফল, সবজি...সবই রয়েছে। স্টোভও আছে একটা—

কেরোসিন তেলের প্রাচুর্যও চোখে পড়লো। আর একদিকে 'নিফে' ব্যাটারী সেলের পাহাড়। গোটা চল্লিশের মত হবে।

আবহ-দপ্তরে ফিরে গেলাম। একঘন্টা ধরে চললো অনুসন্ধান—না। কিছুই নেই।

একটা বিচিত্র পদার্থ শুধু নজরে এলো—সবুজ রংয়ের একটা ধাতুর তৈরী বাক্স-ছোট্ট। বোতামও আছে। ডায়ালও রয়েছে, মার্কা নেই তাতে। একদিকে একটা গর্ত শুধু।

বোতাম টিপতে ডায়ালে সবুজ আলো জ্বলে উঠলো, অন্যটা যথাপূর্বং। গর্তে প্লাগের ব্যবস্থা। অনেকেই এ' বস্তুটি চিনবে না, আমি কিন্তু আগে দেখেছি এ' জিনিষ।

বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার একধরণের ট্রানসিস্টার, সমুদ্রযাত্রীদের ব্যবহার্য।

জেব্রাতে এটা এলো কেন? রুশদের সাইবেরিয়া থেকে রকেট পাঠানোর কাহিনী যেটা সোয়াসানকে শুনিয়েছি, তা কিছু অংশে সত্যি, কিন্তু তাতে তো বিরাট এরিয়েলের ব্যবস্থা থাকবে—

আবার দেখলাম। 'নিফে' দিয়ে কাজ হয়েছে এতে। ডলফিন-এ এটা থেকে বার্তা প্রচারিত হয়েছিলো—

সেলগুলোর মার্কা একই। পাটাতনের নীচেও তাই। তাজা, অব্যবহৃত সেল। জেব্রায় প্রথম অবস্থায় মার্কা করা ছিলো না।

কয়েকটা অনেকটা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা—সেখানে হাত পৌঁছতে কালো কিছুতে হাত পড়লো—ধাতব কিছু—

অন্ধকারে ঠাহর হয় না, আরও ক'টা তক্তা তুলতে বোঝা গেলো—তিরিশ ইঞ্চি দৈর্ঘের একটা সিলিণ্ডার—'ভর্তি' মার্কা দেওয়া। পাশে একটা প্যাকেট পড়ে—'রেডিও সোণ্ডে বেলুন' খোদাই তাতে।

খাদ্যপানীয় থেকে সিলিণ্ডার—বিচিত্র সহাবস্থান।

কুটিরে যখন ফিরে গেলাম, রুগী দুটোর তখনও শ্বাস চলছে। ঠাণ্ডায় কাহিল হয়ে পড়েছি আমিও—ইলেকট্রিক হীটারের পাশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

পরের বিশ মিনিট ক্যাম্পের চারদিক প্রদক্ষিণ করলাম—বার ছয়েক। মাইল খানেক চক্কর দিয়েছি বোধহয়, তুষারক্ষত বেড়ে চলেছে মুখে—বুঝতে পারছি। সময় নষ্ট হচ্ছে...

আবহ-দপ্তর আর গবেষণাগারের মাঝামাঝি জায়গাটা পেরোতে চোখের কোণ দিয়ে যেন একটা কিছু দেখতে পেলাম। টর্চবাতি মারলাম। বরফ-ঝড়ে জন্ম নিয়েছে যে বরফের আস্তরণ, তা সর্বত্র কিন্তু ধূসরসাদা নয়, কোথাও বা কালো—বিভিন্ন মাপের, বর্ণেরও। কোনোটাই একবর্গ ইঞ্চির বড় নয়।

স্পর্শ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলো দেওয়ালের অনেক গভীরে।

আবহ-দপ্তর থেকে একটা হাতুড়ি আর স্ক্রু ড্রাইভার যোগাড় হলো—কালচে বরফের টুকরো তুলে নিলাম। গলে যাবার পর এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো···কাগজের টুকরো পেলাম কয়েকটা...ভিজে চুপসে গেছে···

আশ্চর্য ব্যাপার। এরকম পোড়া কাগজের টুকরো—তাহলে...

অচেতন লোক দুটোর দিকে চাইলাম। ওরা এখন অনেকটা সুস্থ, তবে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নড়ানো চলবে না। ফোন তুলে বলে

দিলাম, কাউকে পাঠিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে।
ছুটি নাবিক পৌঁছলে ডলফিন-এ ফিরে চললাম।

*　　　　*　　　　*

সারা জাহাজে একটা থমথমে ভাব—শোকাবহ। ডলফিন-এর মানুষগুলোর কাছে জেব্রার জীবিত লোকগুলোর পরিচিতি শুধুমাত্র কটা অখ্যাত জীবরূপে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের ক্ষতবিক্ষত মুখগুলো এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তারপর তাদের টর্পেডো অফিসার মিলস প্রাণ হারিয়েছে, সত্ত।

হ্যানসেনকে তার কেবিনে পেলাম। পরণে তার লোমের প্যান্ট, মুখটা কঠিন রেখায় রেখান্বিত। নিঃশব্দে দেখলো মুখ তুলে আমাকে হ্যানসেন। পোশাক ছাড়বার সময় অটোমেটিকটা বের করতে হঠাৎ বলে উঠলো সে, 'ওসব ছাড়ার দরকার ছিলো না ডাক্তার—' নিজের পোশাকের দিকে চোখ নামালো হ্যানসেন, শোকযাত্রার পোশাক নয়, এটা কি বলো ?'

'মানে ?'

'ক্যাপটেন তার কেবিনে। মিলস আর তার সহকারী—কি যেন নাম—গ্রান্ট বোধহয়, ছজনেরই শোকযাত্রার ব্যবস্থা করছে। লোকও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে—'

'দেখিনি তো কাউকে।'

'পশ্চিম দিকে, বন্দরের দিকটায় আছে তারা।'

'আমি তা ভেবেছিলাম মিলসকে নিয়ে যাওয়া হবে সঙ্গে—'

'বড্ড দূর হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, মনের দিকটাও ভাবতে হবে তো। জাহাজে মৃত মানুষ বয়ে নিয়ে যাওয়া, তাছাড়া ওয়াশিংটানের নির্দেশ—' থেমে গেলো হ্যানসেন, আমার চোখে তাকিয়ে একবার

ফিরিয়ে নিলো দৃষ্টি। ওর মনের কথা বুঝতে দেরী হলো না।

'জেব্রার মানুষদের কথা ভাবছো? না, ওদের অন্ত্যেষ্টির দরকার হবে না কিছু, অন্যভাবে ওদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা দেখানো যাবে।'

আমার বন্দুকটার দিকে একবার তাকালো সে। পরে শান্ত, অথচ নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠলো, 'হতচ্ছাড়া খুনেটা তো এই জাহাজেই রয়েছে। তোমার কি কোনো ধারণা আছে এ' ব্যাপারের কিছু —কে করেছে এসব?'

'যদি থাকতো তাহলে এখানে থাকতাম না এতক্ষণ। আচ্ছা, বেনসান ওদিকে ওই লোকগুলোকে নিয়ে কেমন চালাচ্ছে খবর রাখো?'

'কাজ শেষ। একটু আগেই তো এলাম তার কাছ থেকে।'

মাথাটা হেলিয়ে অটোমেটিকটা প্যান্টের পকেটে ঢোকালাম। হ্যানসেন ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলে।' 'এখানেও রাখছো ওটা?'

'বিশেষ করে এখানেই।'

ওকে ছেড়ে ডাক্তারখানার দিকে এগিয়ে গেলাম। বেনসান বসে। আমি ঢুকতে তাকালো।

'কি, পাওয়া গেলো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তেমন কিছু না। হ্যানসেনই সব বেছে রেখেছে। দেখো, কিছু পেতেও পারো।' স্তূপকরা মালপত্রের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

'জেব্রায় যে দুজন থেকে গেলো ওদের কি অবস্থা?'

'আছে নিজের মত—থাকবে ভালই, তবে এখনি কিছু বলার সময় হয় নি।'

হাঁটু মুড়ে বসে গেলাম। জামাগুলোর পকেট হাতড়ে চললাম। কিছুই পেলাম না। ব্যাগগুলোও উলটে পালটে দেখলাম, ক্যামেরাগুলো খুলে দেখলাম—খালি। বেনসানের দিকে ফিরলাম, 'জলি কি

তার ওষুধের বাক্স জাহাজে তুলেছে ?'

'কেন, সহকর্মীকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ?'

'না।'

'আমিও করতাম না। যাক্ ওগুলো আমি দেখে নিয়েছি।'

'ভালো। তা, রুগীদের অবস্থা কেমন ?'

'ন'জনই সুস্থ হয়ে উঠছে। ওষুধের চেয়ে বেশী কাজ করছে ওদের মন, পরিবেশ। মন্দ শুধু ফলসোম, তবে ভয়ের কারণ নেই। মুখের ক্ষতগুলো নিয়েই ভাবনা। গ্লাসগোতে প্লাস্টিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখবো ভাবছি। হ্যারিংটান যমজ দুটো শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভাল খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামে কাজ হবে, মনে হয়।'

তবে, ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়া একেক জনের কাছে একেক রকম। কিনেয়ার্ড, জলি, নেসবি আর হিউসানের আঘাতও তো কম নয়, তবু ওরা কিন্তু শয্যা-রুগী হতে চায় নি।

শুয়ে ওরা সবাই আছে। তবে থাকবে না। কারণ, জেব্রাতে বাছাই লোকই পাঠানো হয়েছিলো।

দরজায় একটা টোকা পড়লো, সোয়ানসান মুখ বাড়ালো—আমার উদ্দেশে বললো, 'কি, ফিরে এসেছো ?' পরে বেনসানের দিকে ঘুরলো, 'ডাক্তার, মেডিক্যাল ডিসিপ্লিনের একটা ছোট্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে যে—'

সোয়ানসান সামান্য সরে দাঁড়াতে নেসবিকে দেখা গেলো, মার্কিন নৌবহরের পেটি অফিসারের পোশাক পরে আছে সে।

'তোমার রুগীরা অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেবার জন্যে তৈরী—ওদের সহকর্মীদের জানাবে শেষ শ্রদ্ধা—' সোয়ানসান বলে চললো।

'এতে আমার আদৌ মত নেই, স্যর।'

'তুমি যা খুসী মতামত দিতে পারো, দোস্ত—' নেসবির পেছন থেকে গলা এলো। কিনেয়ার্ড দাঁড়িয়ে, তার পরনেও একই পোশাক।

'অপ্রীতিকর কিছু হোক চাই না, তেমনি অকৃতজ্ঞও নই। আমি যাবোই, জিমি গ্রান্ট আমার বন্ধু ছিলো।'

'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। আর, তোমার শরীরের অবস্থাও আমার জানা—তোমার এখন একটাই কাজ, শুয়ে থাকা। আমার কাজ আরও জটিল করে তুলছো তুমি—'

সোয়ানসান এবার শান্তস্বরে বললো, 'জাহাজের দায়িত্ব আমার ওপর—নিষেধ করার অধিকার আমার আছে। আমি নেতিবাচক ফরমাশ দেবো, এবং সেটাই হবে শেষ কথা।'

'আপনিও তো ব্যাপারটা জটিল করে তুলছেন, স্যর। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে লোকগুলো আমাদের বাঁচিয়েছে, তাদের সঙ্গে কটা ঘণ্টা যেতে না যেতে হাতাহাতি শুরু করলে ইঙ্গো-মার্কিন সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে কি?'

সোয়ানসান আমার দিকে ফিরে ভ্রূভঙ্গি করলো, 'এরা তোমার দেশের মানুষ, কাজেই—'

'ডাক্তার বেনসান ঠিকই বলেছে। গৃহযুদ্ধ বাধাবার সময় এটা নয়। ওরা এই বরফের চূড়োয় যদি পাঁচ-সাত দিন কাটিয়ে থাকতে পারে, আর কয়েক মিনিটে মরবে না।'

'আর, তা যদি যায়ও—তোমাকেই দায়ী করবো সে জন্যে।' গভীর-স্বরে বললো সোয়ানসান।

* *

বাইরে বেরোবার আগে পর্যন্ত যে সন্দেহ ছিলো, বেরেনোর পর তা চলে গেলো। বরফের পরিবেশ অন্ত্যেষ্টির পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। ডলফিন-এর ভেতরে যে উষ্ণতার ছোঁয়া পেয়েছিলাম, তা মিলিয়ে গেলো। প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হলো—চারদিকের আঁধার

যেন আরও প্রকট, বাতাসের বেগও বাড়ছে···একটিমাত্র ফ্লাডলাইটের আলোর ছিন্নঅঙ্গ লাস দুটোকে যেন আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে। চারপাশে নতমাথা শোকার্ত মানুষ। সোয়ানসান বাইবেল খুললো, দ্রুত-স্বরে পড়ে চললো। অনুষ্ঠানের শেষে কোনো শিঙের আওয়াজ নেই, নেই বন্দুকের শব্দ মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে···ছায়া ছায়া শরীরের মানুষগুলো বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চললো পায়ে পায়ে। হোঁচট বাঁচিয়ে···

হাজার বছর পরেও এই তুষার সমাধি কোনোদিন যদি বাইরের দুনিয়ার চোখে পড়ে, তেমনি অবিকৃত থাকবে এ দেহ—আজ যেমন দেখলাম। ডলফিন-এ ফিরে চললাম। বিশ ফুট উচ্চতার চড়াই এবার, জাহাজের চারদিকেই বরফের ধ্বস ছড়িয়ে...দড়িগুলোও পিচ্ছিল···বরফাচ্ছন্ন ···যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা, ঘটলোও···

প্রায় ছ'ফুট উঠেছি, জেরেমির দিকে হাত বাড়িয়ে ওকে তুলতে যাচ্ছি—কারণ ওর হাত দুটো এত জখম যে সেগুলো দিয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। একটা আওয়াজ পেলাম—একটা চাপা আর্তনাদের মত। ওপরের দিকে তাকাতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো—কেউ ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে, অস্পষ্ট মূর্তি একটা। জেরেমিকে একটানে নিজের দিকে টেনে নিলাম, কারণ সেই 'কেউ' টাল সামলাতে পারে নি, পেছন দিকে হেলে—আমাদের পাশ দিয়ে পড়ে চললো সে···বরফের ধ্বস পেরিয়ে...দুটো আওয়াজ...প্রথমবার ভারী...পরেরটা কিছু ফাটার···দেহ, তারপর মাথা...

জেরেমিকে ঠেলে দিলাম নিরাপদ জায়গার দিকে। বিশ ফুট উচ্চতা থেকে ঘটেছে পতন—কংক্রীট মেঝের...

আমার আগেই হ্যানসেন পৌঁছেছে সেখানে, তার হাতের বাতি পড়েছে দুটি দেহের ওপর। বেনসান আর জলি, দুজনেই ঠাণ্ডা মেরে গেছে···

হ্যানসেনকে প্রশ্ন করলাম, 'কি হয়েছিলো দেখেছো নাকি?'

'না। দ্রুত ঘটে গেলো ব্যাপারটা। জলির ওপর পড়লো বেনসান, এটুকুই বোঝা গেলো। জলি আমার পাশেই ছিলো—'

'তাই যদি হয়—তাহলে জলি বেনসানকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওদের স্ট্রেচারে করে ভেতরে নেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।'

'স্ট্রেচার? তাই করতে হবে যদি জ্ঞান না ফেরে শিগগির—'

'একজনের ফিরতে পারে, অন্যজনের ফিরতে সময় লাগবে। মাথাটা বরফে পড়তে ফাটার শব্দ তো শুনেছো—'

হ্যানসেন স্ট্রেচারের ব্যবস্থায় চলে যেতে আমি বেনসানের মাথার ঢাকনিটা তুলে দিলাম। ডান কানের কিছু ওপরে তিন ইঞ্চি জায়গা জুড়ে রক্ত জমে রয়েছে···অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে...

বেনসানের নিশ্বাস অতি মৃদু, বোঝাই যায় না প্রায়। জলির অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক। বেনসানের পড়ার সময় জলি নীচের দিকেই ছিলো—তাহলে—

দশ মিনিট লাগলো ওদের সরাতে।

বেনসানকেই আগে পরীক্ষা করা হলো।

জলির দিকে ফিরতে সে চোখ মেললো, ধীরে—চৈতন্য ফিরে পাচ্ছে সে ক্রমে ক্রমে। কণ্ঠে তার আর্তি।

জলি উঠে বসতে চেষ্টা করতে শুইয়ে দিলাম ওকে।

'ইস্—আমার মাথাটা!' চোখ বুজে ফেললো সে।

'কিন্তু কে করলো ব্যাপারটা?'

'কি করলো?' সোয়ানসানের জিজ্ঞাসা।

'এই চোট দিলো মাথায়—কে?'

'মানে?' বিরক্তির গলায় বললো জলি, 'কি করে—' পাশে বেনসানের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলো সে। বেনসানের মাথাটা শুধু বেরিয়ে রয়েছে—ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করা, 'ওই—ওই তো আমার ঘাড়ের ওপর পড়েছে, তাই না?'

'তা তো পড়েছে। ওকে ধরতে চেষ্টা করেছিলে নাকি তুমি?'

'ধরতে? না—ধরতে যাই নি। সমস্ত ব্যাপারটা আধসেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেলো—আর কিছু মনে করতে পারছি না।' যন্ত্রণায় কাতরালো জলি, বেনসানের দিকেই চোখ তার, 'জোর লেগেছে, কি বলো?'

'তা তো বটেই—আঘাত গুরুতর। এক্স-রে করবো। তোমার বরাতও মন্দ, জলি।'

'আমি সামলে নেবো।' আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলো, 'তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

'দরকার নেই। শুধু দয়া করে খাওয়ার ব্যাপারটা সেরে একটা ঘুম দাও। এটা 'আমার' চিকিৎসকের নির্দেশ।

'জি হুজুর।' দাঁতের ফাঁকে হেসে উঠে দাঁড়ালো জলি, 'ঘন্টা বারো ঘুম—মন্দ নয় ব্যাপারটা।'

জলি বেরোতে সোয়ানসান আমাকে প্রশ্ন করলো, 'এবার?'

'বেনসানের কাছাকাছি আর কে ছিলো সেই খোঁজ নাও—ও পড়ে গেছে, না কেউ ঠেলে দিয়েছে—'

'মানে?' সোয়ানসানের গলায় ধার। 'বেনসানকে ঠেলে ফেলতে চাইবে কেন?'

'জেব্রাতে অতগুলো মানুষকে মারতে চাইলো কেন লোকটা?' পাল্টা প্রশ্ন আমার।

'চিন্তার ব্যাপার—' সোয়ানসান শান্তপায়ে বেরিয়ে গেলো।

এক্স-রের ব্যাপারগুলো আমার তেমন আসে না।

বেনসানেরও না। তবু, সবকিছু লেখা ছিলো ওর একটা খাতায়, কিছু নেগেটিভ উঠলো, মোটামুটি কাজ চলবে।

সোয়ানসান ফিরলো, দরজাটা পেছনে টেনে দিয়ে।

'কিছুই পাওনি নিশ্চয়ই?'

'না। প্যাটারসান যা করলো, তাতে কিছুই জানা হলো না।'

প্যাটারসানের ওপর আমার আস্থা আছে। ডলফিন-এর সবচেয়ে

নির্ভরযোগ্য মানুষ।

'প্যাটারসান বললো, বেনসানের ঠিক আগেই সে পৌঁছেছিলো সেতুর কাছটায়। বেনসানের চিৎকার শুনে ফিরতে—দেখে পড়ে যাচ্ছে বেনসান, পেছনের দিকে হেলে—তখন অবশ্য অন্ধকারে চিনতে পারে নি সে।'

'মজার ব্যাপার—পেছনদিকে হেলে পড়ার ব্যাপারটা। বাইরের দিকে ঝুঁকলেও একেবারে পেছনের দিকে হেলে যাওয়াটা কেমন—'

'হয়তো ঘুরে গিয়েছিলো, আর জায়গাটাও তো পেছল ছিলো।'

'বেনসান অদৃশ্য হতে প্যাটারসান দৌড়ে দেখতে যায় ব্যাপারটা, তাই না?'

'হ্যাঁ। ক্লান্ত গলা সোয়ানসানের। 'প্যাটারসান এ'ও বলেছে, যে—সেতুর দশফুটের মধ্যে কেউ ছিলো না, বেনসান যখন পড়ে।'

'বাইরে কে ছিলো?'

'সেটা বলতে পারে নি। জায়গাটার অবস্থা কি ছিলো তা তো শুনেছো, এবং প্যাটারসানে সেতুর চড়া আলোর মুখোমুখি হতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার। তাছাড়া, সে সময় নষ্ট করে নি। স্ট্রেচারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে—'

মাথাটা হেলিয়ে দিলাম। কাবার্ডের ভেতর থেকে নেগেটিভ দুটো বের করে সোয়ানসানের সামনে মেলে ধরলাম।

'কার? বেনসানের?' আমি মাথা কাৎ করতে ও আরও কাছে সরে দেখতে লাগলো, 'ওটা কি—ওই রেখাটা, ফ্র্যাকচার—ভেঙ্গেটেঙ্গে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ ফ্র্যাকচার। আর, বেশ জবর মার।'

'তাহলে অবস্থা নিশ্চয়ই সুবিধের নয়?'

'হুঁ। মেডিক্যাল ছাত্র হলে বলতাম, আশা আছে। প্রথম সারির ব্রেন সার্জেন হলে এক ঘন্টা থেকে এক আধ বছর সময় নিতাম, কিন্তু মগজের ব্যাপারটা এতই জটিল, যে নিশ্চিতভাবে কারুর

পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি দুটোর কোনোটাই নই, তাই দু'এক দিন সময় চাইছি। সেরিব্রাল ব্লিডিং হয়ে থাকতে পারে—জানি না। মনে হয় না। ব্লাডপ্রেসার, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বা টেম্পারেচারে কোনো অর্গ্যানিক ড্যামেজ পাচ্ছি না।'

'তোমার সহকর্মীরা কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হবে না।'

ম্লান হাসি দেখা দিলো সোয়ানসানের ঠোঁটে, 'তোমার এই অজ্ঞতার ভান কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যাক্, জেব্রার অন্য রুগী দুটির খবর কি?'

'ডিনারের পর দেখবো ওদের। আগামী কাল হয়তো ওদের নিয়ে আসার অবস্থা থাকবে, তবে এর মধ্যে আমি তোমাকে একটা উপকার করতে বলবো—তোমার টর্পেডোম্যান রলিংসকে আমার কাজের জন্যে চাইছি। ওকে আমাদের কাজে নেওয়াতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'রলিংস? ওকে কেন চাইছো বুঝলাম না। এ' জাহাজের প্রতিটি অফিসার মার্কিন নৌ-বহরের বাছাই করা, ওদের কাউকে নেওয়া যায় না? অফিসার ছাড়া সাধারণ কোনো নাবিকের কাছে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করাটা আমার কাছে তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'

'তথ্যগুলো অবশ্যই গোপনীয়—তবে, সেগুলোর সঙ্গে নৌ-বহরের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি রলিংসকেই চাইছি। লোকটার মাথা পরিষ্কার, বোঝে তাড়াতাড়ি, নির্বিকার ধরণের লোক—এই খেলায় যেমনটা দরকার। আর খুনীও বোধহয় সন্দেহ করতে পারবে না, যে সামান্য একজন—'

'ওকে চাইছো কি জন্যে?'

'বেনসানকে রাতে পাহারা দেবার জন্যে।'

'বেনসানকে?' মুহূর্তের জন্যে সোয়ানসানের চোখদুটো ছোট হয়ে এলো, 'তাহলে এটাকে অ্যাকসিডেন্ট ভাবছো না তুমি, কেমন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। কোন ঝুঁকি নিতে চাইছি না, আর কি। অ্যাকসিডেন্ট যদি না ঘটে থাকে তো ভবিষ্যতে পাকা কিছু করার আগ্রহ হতে পারে কারো।'

'কিন্তু বেনসানকে বিপদের কারণ মনে করার মানে, লোকটার কারুর দিকে একটা আঙুল তুলে দেখাবার তথ্যও হাতে নেই—

'ও এমন কিছু দেখে বা শুনে থাকতে পারে, যেটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নি। হয়তো—যাক্ রলিংসকেই চাই আমার।'

'ঠিক আছে। তাকেই পাবে।' সোহানসান উঠে দাঁড়ালো, ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা. 'ওয়াশিংটানের নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে শুরু করবে হয়তো তুমি আবার—'

রলিংস এলো মিনিট দুয়েক পরে। বেনসানের খাটের দিকে একবারও তাকালো না সে।

চোখমুখে ভাবের লেশমাত্র নেই, 'আমাকে ডেকেছেন স্যর?'

ডাক্তার নয়, স্যর!

'বোসো রলিংস।'

রলিংস বসতে ওর ওভারল প্যান্টের পকেটের স্ফীত জায়গাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখলাম, 'ওখানে কি রেখেছো, হে? ওইভাবে থাকাতে খুব ভালো দেখাচ্ছে না, কিন্তু।'

রলিংস হাসলো না, 'দুটো একটা যন্ত্রপাতি সঙ্গেই রাখি সবসময়ে। পকেটটা সেইজন্যেই—'

'যন্তরটা দেখা যাক—'

একমুহূর্ত ইতস্তত করলো ও, বিনা আয়াসে বের করে ফেললো বস্তুটি। ইস্পাতের পাইপ রেঞ্জ একটা, বারো ইঞ্চির মত লম্বায়। হাতে

নিয়ে নাচালাম রেঞ্চটা, 'আশ্চর্য ব্যাপার। রলিংস, একটা স্বাভাবিক মানুষের খুলি কি দিয়ে তৈরী মনে হয় তোমার, কংক্রীটের? এটা দিয়ে একটু ঠুকে দিলেই তো খুনের দায়ে চালান হয়ে যাবে।' ব্যাণ্ডেজের একটা বাণ্ডিল তুলে নিলাম, 'এটার গজ দশেক জড়িয়ে নিলে অবশ্য—ঝামেলা কমতে পারে। তবু ঝাড়পিটের চার্জ থেকেই যাবে।'

'আপনি কি ব্যাপারে কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না—' যান্ত্রিকগলা রলিংসের।

'আমি কি সম্বন্ধে বলছি, তুমি ভালকরেই জানো। কমাণ্ডার সাহেব আর আমি যখন গবেষণাগারে কথা বলছিলাম, তুমি আর মার্ফি ঘরের বাইরে ছিলে। সেইসময়ে তোমাদের যতটুকু শোনা দরকার, তার বেশীই কিছু শুনে ফেলেছো—কিছু একটা গড়বড় হয়েছে কোথাও, তাও জেনেছো। আর, সেই জন্যেই এই ডাণ্ডার ব্যবস্থা। কেমন?'

'হ্যাঁ।'

'মার্ফি জানে ব্যাপারটা?'

'না।'

'আমি নৌ-বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের লোক। ওয়াশিংটান আমার সম্পর্কে সবই জানে। নাকি ক্যাপটেনকে ডেকে সেটা প্রমাণ করতে হবে?'

'না, দরকার নেই।' রলিংসের ঠোঁটে এই প্রথম হাসির রেখা পড়লো। 'আপনার খবর শুনেছি আমি। ক্যাপটেনের নাকের ওপর চেম্বার ধরেছিলেন—'

'ক্যাপটেনের নাকে চেম্বার ঠেকানোর কথাই জানো। পরেরটুকু জানো না তো?'

'না।'

'শোনো—জেব্রাতে তিনটে লোক খুন হয়েছে। দুজন মরেছে গুলি

খেয়ে, একজনকে ছুরি মারা হয়েছে। অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে তাদের শরীরে আগুন দিয়ে দেওয়া হয়। আরও চারটে লোক পুড়ে মরে। আর, খুনি জাহাজেই রয়েছে!'

রলিংস নিরুত্তর। চোখ দুটো বিস্ফারিত তার। মুখ ফ্যাকাসে মেরে গেছে। সোয়ানসানকে যা বলেছি সবই জানালাম ওকে। গোপন রাখতে অনুরোধ করলাম, শেষে বললাম, 'ডাক্তার বেনসান গুরুতর আঘাত পেয়েছে—এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আঘাতই বলা যায় তাকে। কারণটা জানি না, যদি এর জীবননাশের চেষ্টা হয়ে থাকে এটা, ব্যর্থ হয়েছে তা—'

রলিংস নিজেকে সংযত করলো। শুষ্কগলা ধ্বনিত হলো তার, 'তাহলে বন্ধুটি আবার দেখা দিতে পারে, বলছেন?'

'তা পারে। শোনো—আমাদের কেউই এখানে আর আসছি না, ওর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারো। প্রয়োজনবোধে যন্ত্রটা ব্যবহার কোরো—'

'বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে—' বিড়বিড় করলো রলিংস। ব্যাণ্ডেজ জড়াতে শুরু করলো রেঞ্চটায় সে। 'দেখা যাক—'

রলিংসকে ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। মনেমনে কামনা করছি, কেউ যেন না আসে আজ। কিন্তু, ভুল একটা হয়েইগেলো—রলিংসকে ভুল লোকের খবরদারীতে ছেড়ে এলাম।

দিনের দ্বিতীয় 'দুর্ঘটনা' এত দ্রুত ঘটে গেলো এবং এত অনায়াসে, যে দুর্ঘটনাই মনে হতে পারতো সেটা…

সেই সন্ধ্যায় সোয়ানসানকে একটা প্রস্তাব দিলাম, আহত মানুষগুলোর কথা বিবেচনা করে সময় নষ্ট না করে অস্ত্রোপচারের ব্যাপারটা সারতে হবে। ক্ষতগুলোর অবস্থা ভালো নয়। জাব্রিনস্কীর ভাঙা পা'টাও

একবার এক্স-রে করা দরকার। বেনসান তার যন্ত্রপাতি কোথায় রাখে জানতে চাইলে সোয়ানসান হেনরিকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিলো।

জেব্রার লোক দুটোকে দেখে যখন ফিরছি তখন ঘড়িতে রাত দশটা। হেনরি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো—ডাক্তারখানায়। ঘরটা ছোট্ট, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি আর ওষুধে ঠাসা। কাজেই যা খুঁজছি, পেতে দেরী হয় নি।

মই বেয়ে উঠে গেলাম। শেষটায় পৌঁছে হাত বাড়িয়ে দিলাম মাল-গুলো নেবার জন্যে। ডেক-এ সেগুলোকে নামিয়ে দিয়ে অন্যহাতে জোড়া লাগানো রাংটা ধরতেই বিপত্তি ঘটলো। কবজাটা খুলে গেলো…কি ঘটতে চলেছে বোঝার আগেই ঢাকনিটা নেমে এলো আমার মাথার ওপর…

বাঁ দিকে হেলে পড়লাম। কিছুটা পেছনদিকে, মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করলাম সামনে ঝুঁকে, মাথায় পড়লো না; বাঁহাতটা কিন্তু পড়ে গেলো ফাঁদে…প্রচণ্ড আঘাত লাগলো…কয়েক মুহূর্ত ওই অবস্থায় ঝুলে রইলাম ··শরীরের ভারে হাতটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো—ডেক-এর ওপর যখন পড়ছি—জ্ঞান চলে গেছে আমার—

'তোমার হাতের অবস্থা শোচনীয়, ঘড়িটা পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছিলো। মাঝের আর কড়ে আঙ্গুলদুটো ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু, আসল বিপদটা বোধহয় হয়েছে হাতের পেছন দিকটায়—কড়ে আর অনামিকার হাড় টুকরো হয়ে গেছে—'

'তাতে কি হচ্ছে?' সোয়ানসান প্রশ্ন করলো।

'তাতে, ওর বাকি জীবনটা কাটবে তিনটে আঙ্গুলে—'

একটা অস্ফুট খিস্তি দিলো সোয়ানসান। হেনরির দিকে ঘুরলো সে 'তুমিই বা এখন কাছাখোলার মত কাজ করলে কি করে? একজন অভিজ্ঞ নাবিক তুমি—ওটা প্রতিবার পরীক্ষা করে কাজ করতে হয় জানতে না? কেন করো নি?'

'দরকার হয় নি তো, স্যর।' কেমন অদ্ভুত গলায় বোকার মত উত্তর দিলো হেনরি, 'ওটা ঠিকই ছিলো, তাই—'

'থাকলে এটা হয় কি করে? ডাক্তারের হাতটা দ্যাখো! ওঃ! তোমরা আইন-কানুন মানো না কেন বলো তো?'

হেনরি চুপ। জলিও অপ্রতিভ। আমাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে, ক্লান্ত-স্বরে শুভরাত্রি জানিয়ে বেরোলো।

'বেকার, তুমি এসো—' হেনরির উদ্দেশে বললো সোয়ানসান। এই প্রথম হেনরিকে তার পদবী ধরে ডাকতে শুনলাম ওকে। 'কাল সকালে যা হয় করা যাবে।'

'সকালের কথা জানি না। কত সকাল যাবে কে জানে। পরে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। তবে, গ্যাঁড়াকল একটা ছিলো, কমাণ্ডার।'

'কি বলতে চাইছো?' ঠাণ্ডাগলা সোয়ানসানের।

'কেউ চান্স নিয়েছে। অবশ্য তেমন কিছু নয়। ওরা প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে—আর ঘটনাটা যখন ঘটে, কন্ট্রোল ঘরে কেউ ছিলো না। আমি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি এ খবর কারুর কানে গিয়ে থাকবে। কন্ট্রোল ঘরে ফিরেছে সবাই পরে, একজন ছাড়া। তোমার ডেক অফিসার সিম্‌স। তারা শুনছিলো লোকটা—'

'আমি এখুনি খবর নিচ্ছি। যেই দায়ী হোক তাকে দেখে থাকবে নিশ্চয়ই অন্য কেউ। বিছানা ছাড়তে দেখে থাকবে—'

'সময় কম, কমাণ্ডার। আমাদের শত্রু যেই হোক—সে অত্যন্ত ধূর্ত, সব দিকেই নজর তার। তাছাড়া, তোমার এই অনুসন্ধান পর্বে সে সতর্ক হয়ে যেতে পারে, কাজেই—'

'তাহলে তো গোটা ব্যাপারটাই তালা-চাবি মেরে রাখতে হয়।' সোয়ানসান গম্ভীর। 'গোলমাল হবে না আর।'

'ফলে আমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়ার আশাও উবে যাবে। না, ওকে সুযোগ দিতে হবে—'

'কিন্তু এ'ভাবে বসে মার খাওয়ার কোনো মানে হয় না। তা,

আমরা—মানে, তুমি কি করতে চাও এখন?'

'গোড়া থেকে শুরু করবো সব। যারা বেঁচে আছে তাদের আগামীকাল সকালে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে চাই। আগুনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কে কি বলে শুনবো। কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে।'

'তাই মনে হয় তোমার? আমার তো কিছু মনে হয় না। তোমার কথাই ধরো, কি অবস্থা করেছে তোমার ভাবো। ওরা—তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে, ফলে মুখ খুলবে না।'

'সেইজন্যেই আমার ওপর হামলা হলো, বলছো?'

'আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'বেনসানও কি একই কারণে জখম হলো?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না সেটা। কাকতালীয় কিছু ঘটে থাকতে পারে।'

'হয়তো তাই।' মানলাম। 'তারপর ধরো, যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলেও আম কে সন্দেহ করার ব্যাপারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই! থাক্ আগামী কালই সব পরিস্কার হবে।'

কেবিনে যখন ফিরলাম, মাঝরাত গড়িয়ে গেছে। পাহারায় ইঞ্জি-নিয়ার অফিসার। হ্যানসেন ঘুমিয়ে। আলো আর জ্বাললাম না। কাপড় জামাও পাল্টালাম না। জুতো ছাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়-লাম, চাদর টেনে দিয়ে—

ঘুমোতে পারলাম না। হাতটায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। দুবার বড়ি বের করলাম, যন্ত্রণার জন্যে প্রথমবার—পরে ঘুমের।

আর, দুবারই সরিয়ে দিলাম সেগুলো।

ভেবে চললাম। আর সেই মুহূর্তেই একটা বিচিত্র ভাবনায় আচ্ছন্ন হলাম—ডলফিন-এ এমন কেউ আছে যে চিকিৎসকদের তেমন গুরু-ত্বের মানুষ মনে করছে না। কেন? আধঘন্টা ধরে চললো আমার

মগজ-সাফাই। নিঃশব্দে উঠে পড়লাম।

রুগীদের ঘরে ঢুকে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। ক্ষীণ আলোয় বেনসানকে দেখতে পাচ্ছি, এক কোণে জড়সড় হয়ে শুয়ে সে। বাতি জ্বেলে দিলাম। পর্দার দিকে চোখ গেলো, কোনো সাড়া নেই।

'রলিংস, হাতের ওটা চালিয়ে দিও না যেন, আমি কার্পেন্টার।'

পর্দা সরে গেলো, রলিংস রেঞ্চ হাতে বেরোলো। চোখে হতাশার প্রতিফলন তার, 'আমি অন্য কাউকে আশা করেছিলাম—কিন্তু, আপনার হাতে কি হলো, ডাক্তার?'

'আমাদের সেই দোস্ত আজ আমার ওপরই একটা চান্স নিয়েছিলো। ফুটিয়ে দিতে চেয়েছিলো কিনা কে জানে।'

সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে ওকে বলে, শেষে প্রশ্ন করলাম, 'জাহাজে এমন কেউ আছে কি, যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়?'

'জাব্রিনস্কী।' নির্দ্বিধায় বলে উঠলো রলিংস।

'কাউকে না জাগিয়ে ওকে এনে ফেলতে পারবে?'

'হাঁটিয়ে আনা যাবে না কিন্তু—'

'তুলে নিয়ে এসো। তোমার গায়ে শক্তি আছে।'

দাঁতে হাসলো রলিংস। মিনিট তিনেকের মধ্যেই জাব্রিনস্কীকে কাঁধে ফেলে নিয়ে এলো সে। তিনকোয়ার্টার পরে রলিংসকে পাহারা থেকে তুলে দিয়ে কেবিনে ফিরে গেলাম।

হ্যানসেন এখনো ঘুমিয়ে। বাতি জ্বালতেও জাগলো না। পোশাক পরে নিলাম। বন্দুক বের করে নিলাম, সেই সঙ্গে ছুরির ভাঙ্গা অংশটাও।

রুগী দুটোকে পরীক্ষা করে নিলাম অবশ্য। ডলফিন-এর যে দুজন তাদের পাহারায় রয়েছে তাদের শুভরাত্রি জানিয়ে এগোলাম। না, জাহাজের দিকে নয়।

ট্র্যাকটার শেডে পৌঁছে বন্দুক আর ছুরি ঢুকিয়ে দিলাম ট্যাঙ্কের মধ্যে। জাহাজে ফিরে গেলাম।

'আমি এ' সব প্রশ্ন করার জন্যে দুঃখিত, তবে জানেনই তো সরকারী দপ্তরগুলোর রেওয়াজই এইরকম। যা জানতে চাইছি, তা সরবরাহ মন্ত্রকে পাঠানোর জন্যে। ডাক্তারের রিপোর্ট দরকার। এই দুর্ঘটনার ব্যাপারটা কার চোখে প্রথম পড়ে?'

'আমার।' নেসবি ইতস্তত করে বললো। আমার চেয়ে কিছুটা সুস্থ সে। মোট আটজন সেখানে। তার মধ্যে একমাত্র ফলসোমেরই তেমন উন্নতি হয় নি। 'রাত দুটো হবে, আগুন তখন ছড়িয়েই পড়েছে—'

'কোথায়! কোথায় শুয়েছিলে তুমি?'

'রান্নাঘরে। ওপরের ঘরেও। উত্তরের সারির পশ্চিমের শেষ বাড়িটায় ছড়িয়েছে।'

'একাই শুয়েছিলে সেখানে?'

'না। হিউসান, ফ্ল্যাণ্ডার্স আর ব্রাইসও ছিলো সঙ্গে। হিউসান আর আমি ঘরের পেছন দিকটায় শুয়েছিলাম। দরজার কাছে ফ্ল্যাণ্ডার্স আর ব্রাইস। ঘুম ভেঙ্গে দেখি ধোঁয়ায় ভর্তি চারদিক, কাশছি। এতো ধোঁয়া জীবনে দেখি নি। ওদের বাইরে বেরোতে বললাম চেঁচিয়ে। হিউসানকে এখানে পাঠালাম ফলসোমকে খবর দিতে।'

হিউসানের দিকে তাকালাম, 'ফলসোমকে ডাকতে তুমি গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে নয়। আগুন-নেভাবার যন্ত্রের দিকে দৌড়ালাম, অচল। বাইরে বেরোলাম...বিশ ফুট উঁচুতে উঠেছে আগুনের শিখা। সেই সঙ্গে তেল উড়ছে।'

'পূর্বদিক থেকে বইছিলো হাওয়া?'

'না। দক্ষিণ-পূর্ব মুখী ছিলো হাওয়া সে রাতে। তারপর কোনো-রকমে পৌঁছলাম সেখানে। যে ঘরে আমাদের দেখেন আপনি।'

'ফলসোমকে তুললে?'

'না। উনি আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। উনি আর জেরেমি আগুন-নেভাবার যন্ত্র নিয়ে মেজর হ্যালিওয়েলের কুটিরের দিকে এগোবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ওঁর যন্ত্র মোটামুটি ভালই কাজ করছিলো, কিন্তু যে রেটে তেল উড়ছিলো—''

'এক মিনিট। মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। আগুন ধরলো কি করে?'

এবার ডাক্তার জলি মুখ খুললো, 'ও নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কোথায় শুরু হয়েছিলো বলতে পারবো, কিন্তু কি করে—তা বলতে পারবো না। আর ওনিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি আছে এখন?'

'আছে। জানতে পারলে পরবর্তী কোনো বিয়োগান্ত নাটকের দর্শক হতে হবে না। হিউসান, তুমি তো জ্বালানী-ঘরের দায়িত্বে ছিলে, জেনারেটার ঘরও তোমার চার্জে—তুমি কি বলো?'

'কিছুই না। বৈদ্যুতিক সংকট হতে পারে। বা জ্বালানী টিন থেকে লিক হয়ে থাকতে পারে কিছু—এসবই আন্দাজ আমার।'

'কোনো পোড়া ন্যাকড়া বা সিগারেটের টুকরো থেকে কিছু হয়নি তো?'

হিউসানের মুখ রাঙা হলো, 'শুনুন সাহেব। আমার কাজটা ভালোই জানি আমি, জ্বালানী ঘরের দায়িত্বটাও বুঝি!'

'আহা, চটবার কিছু নেই। আমি শুধু আমার কর্তব্য করছি।'

নেসবির দিকে ফিরলাম, 'হ্যাঁ, হিউসানকে পাঠালে ফলসোমের খোঁজে, তারপর?'

'রেডিও ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। হ্যানসেনের ঘরের পশ্চিমে ঘরটা।'

'ওই দুজন লোক—কি নাম যেন, ফ্ল্যাণ্ডার্স আর ব্রাইস? তুমি নিশ্চিত, বেরোবার আগে ওরা উঠে পড়েছিলো?'

'ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন—না। ওটা দেখা হয় নি। ওরা বেঁচে নেই আজ। আমার দোষেই মরেছে ওরা—কিন্তু, খাবার-ঘরের অবস্থা কি হয়েছিলো—তা আপনার কল্পনার বাইরে।'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—কানের কাছে চেঁচিয়ে বেরোতে বললাম

ওদের।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি—আমি সে সময়ে ওর পাশেই ছিলাম।' শান্ত গলা হিউসানের।

নেসবি বলে চললো, 'আমি আর অপেক্ষা করিনি, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত নই আমি তখন, ভাবলাম ক্র্যাণ্ডার্স আর ব্রাইস আমার পেছনেই বেরিয়ে এসেছে। আর, অন্যদের সাবধান করা দরকার— কিন্তু, অনেক পরে বুঝলাম—ওরা নেই। তারপর—দেরী হয়ে গেছে তখন।'

কিনেয়ার্ডের দিকে তাকালাম, 'তুমি তো রেডিও ঘরের মধ্যে পড়েছিলে—ওখানেই শুতে তো তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি আর গ্রান্ট। ডাক্তার জলি পার্টিশানের অন্য দিকটায়।'

'তাহলে, তোমার দিকটা থেকেই প্রথম আগুন ছড়িয়ে পড়ে,' জলিকে প্রশ্ন করলাম এবার।

'তাই হবে। তবে, ব্যাপারটা এখন আমার কাছে স্বপ্ন ছাড়া কিছু না—দুঃস্বপ্নও বলা যায়। গ্রান্ট আমার ঘাড়ের ওপর পড়ে চিৎকার করছিলো, মনে পড়ে। কি বলছিলো জানি না—আগুনের কথাই বলছিলো হয়তো। উত্তরে কি বলেছি মনে নেই। তবে গালের দুপাশে কিছুর আঘাতে সচেতন হয়েছি। আমাকে গ্রান্ট অফিসের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছে, ও আমার জীবন দিয়েছে।'

'গ্রান্ট জাগলো কি করে?'

'নেসবি জাগিয়েছিলো তাকে।' কিনেয়ার্ড উত্তর দিলো। 'আমাদের দুজনকেই তুলেছিলো সে। নইলে গিয়েছিলামই আমরা—গ্রান্টকে ডেকে ডাক্তারকে তুলতে বললাম। বাইরের দরজা খোলার চেষ্টা করি এরপর।'

'তালা মারা ছিলো দরজায়?'

'জাম মেরে গিয়েছিলো। অবশ্য রাত্তিরের দিকটায় ওরকমই থাকে। দিনে তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হয় না। কাজেই ঠিক থাকে।

তবে, খুলতে তেমন সময় লাগে না।'

'তারপর?'

'দৌড়ে বেরোলাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—চারদিকে শুধু আগুন ...লাল আভার চিহ্ন। রাতের ওই প্রহরে জেগে, আধা অন্ধ হয়ে দৌড়োদৌড়ি—কল্পনা করুন অবস্থাটা।'

জেরেমি এবার মুখ খুললো, 'কিনেয়র্ডের কাছে আমরা সবাই ঋণী—'

'আরে ঠিক আছে, চুপ করো তো—' কিনেয়ার্ড প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইলো।

'কেন চুপ করবো? তাছাড়া কার্পেন্টার সাহেব তো জানতে চাই-ছেন সব। ফলসোমের পরে আমিই বেরিয়েছিলাম। হ্যালিওয়েল সাহেবের আগুন-নেভাবার যন্ত্র তো আগেই বিকল। চারটে লোক আটকা পড়ে সেখানে। ফলসোম আর একটা যন্ত্রের খোঁজে বেরো-চ্ছেন জানালেন, এদিকটায় সামলাতে বলে। আগুনের মধ্যে দিয়ে এগোলাম, দেখলাম—নেসবি ডাক্তার জলিকে নিয়ে পড়েছে। আমাকে সাহায্য করতে বললো চেঁচিয়ে—এগোচ্ছি, এমন সময়ে কিনেয়ার্ড দৌড়ে এলো—সোজা রেডিও ঘরের দিকে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম আটকাবার জন্যে। আমাকে সরে যেতে বললো ও, ওকে পাগলামি করতে নিষেধ করলাম—উল্টে চেঁচিয়ে উঠলো ও আমার ওপর। বললো বেতার যন্ত্রটা বের করে নিতেই হবে। তেল ফুরিয়ে গেছে তাও বললো—আমাকে ফেলে দিয়ে ঢুকে গেলো। কি করে বাঁচলো কে জানে!'

'তাতেই কি ওভাবে তোমার হাত-পা পুড়লো?' সোয়ানসানের প্রশ্ন এলো এবার। ওয়ার্ডরুমে, দূরের এক কোণে দাঁড়িয়ে সে।

'হ্যাঁ, স্যর।'

'তাহলে তো বাকিংহ্যাম প্রাসাদে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে গেছো তুমি।'

মৃদুস্বরে বললো আবার সোয়ানসান।

'চুলোয় যাক আপনার বাকিংহ্যাম প্রাসাদ।'

কিনেয়ার্ড ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠলো, 'আমার দোস্তের কি হলো?' জিমি গ্রান্টের—সে কি বাকিংহ্যাম ঢুকতে পারবে কোনোদিন? আমি ফিরেও দেখি সে বেতার ঘরে—কাজ করে যাচ্ছে,—এস ও এস চালিয়ে চলেছে—জামায় আগুন, ওকে টেনে তুললাম আসন থেকে, 'নিফে' সেল আর ট্রান্সমিটার নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গ্রান্ট আমার পেছনে। ওখানে যারা ছিলো না, তাদের কল্পনার বাইরে—সেখানকার দৃশ্য। নেসবিকে জিজ্ঞেস করলাম—গ্রান্ট বেরোতে পারলো কিনা। পারে নি শুনে আবার ছুটলাম, ওইটুকুই মনে আছে আমার।'

'আমি পেছন থেকে আঘাত করেছিলাম, করতে হয়েছিলো—' বিষণ্ণতা মাখা তৃপ্তির গলায় বললো জেরেমি।

'তোমাকে হয়তো খুন করতাম পরে—কিন্তু, তুমি তো আমার জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলে।' কিনেয়ার্ডের গলায় বিষাদ।

'নিশ্চয়ই বেরাদার। ওই রাতে এই কর্মই তো করেছি—লোক ঠেঙ্গিয়েছি শুধু। ফ্র্যাণ্ডার্স আর ব্রাইসকেও তো পাওয়া যাচ্ছিলো না। নেসবি তো দৌড়েছিলো রান্নাঘরের দিকে—ওকেও ফেলেছি।'

নেসবির চোখে তাকালো জেরেমি, 'আমি দুঃখিত জনি, সেজন্যে—'

নেসবি চিবুকে হাতটা ঘষে নিলো, ম্লান হাসলো, 'হ্যাঁ, এখনো ফিল করি সেটা—'

'তারপর ক্যাপটেন ফলসোম এলেন, সঙ্গে ডিক ফস্টার। সবগুলো আগুন-নেভানো যন্ত্র চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে জানালেন উনি। গ্রান্টের খবরও শুনলেন। একটা ভিজে কম্বল ছিলো ওদের সঙ্গে—ওদের থামাতে গেলাম, ফলসোম ধমকে সরে যেতে বললেন আমাকে। উনি ওই ধরণের আদেশ দিলে আমরা মানি। মাথায় কম্বল ফেলে ওরা ঢুকলেন ভেতরে···ফলসোম কিছু পরে বেরোলেন, গ্রান্টকে ঘাড়ে করে। সারা শরীর জ্বলছে ওদের···ফস্টারের কি

হলো বলতে পারবো না, কিন্তু, তাকে বেরোতে দেখি নি। ওদিকে হ্যালিওয়েল সাহেবের কুটির, রান্নাঘর ভেঙ্গে পড়েছে। কমার কিছুই ছিলো—ওরা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেছে ওরা—'

'হুঁ। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা মোটামুটি জানা গেলো—তা, মেজর হ্যালিওয়েলের কুটিরের কাছাকাছি যাওয়া যায় নি?'

'জীবিতাবস্থায় পনেরো ফুটের মধ্যে যাওয়া সম্ভব ছিলো না।' নেসবির সোজা উত্তর।

'তারপর কি হলো?'

'তারপর আর কি—যারা তখনও বেঁচে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বাইরে—চুড়োয় বের করে নিয়ে এলাম ওদের। আগুন নেভা পর্যন্ত রইলো। কিনেয়ার্ড অনেক কাজ করেছে, আমার সহকারী হিসেবে। আর, গ্রান্টের অবস্থা তো তখনই শোচনীয়।' জলি বললো।

'পরের ক'দিন আর খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?'

'না। শরীর গরম করার ব্যবস্থাও ছিলো না, ওই ক'টা কোলম্যান বাতির তাপ ভরসা। বরফ-গলানো জল, ব্যাস আর, সবাইকে যা-হোক কিছু জড়িয়ে পড়ে থাকতে বলে দিলাম—'

'কিনেয়ার্ড, তোমার তো ধকল গেছে সবার বেশী, কারণ বার্তাগুলো তো পাঠাতে হয়েছে তোমাকে ঘন্টায় ঘন্টায়—'

'ও, আমি একা চালাই নি। হিউসান, জেরেমি আর অন্যেরাও হাত লাগিয়েছে।

'তা ডাক্তার—আপনিই সারাক্ষণ দায়িত্বে ছিলেন এ' সবের?'

'না, না। প্রথম চব্বিশটা ঘন্টা ঝামেলা গেছে ক্যাপটেন ফলসোমের। সুস্থ হয়ে সেই সমস্ত কিছু কাঁধে তুলে নিয়েছে।'

'কাজ অবশ্যই খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে তোমার। অন্যদেরও—' চারদিকে তাকিয়ে নিলাম। আর ডাক্তার জলির দক্ষ চিকিৎসার

তোমাদের অনেককেই চিরজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে থাকতে হলো না। সে রাতের ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই থেকে গেলো, মানে, ওই অ্যাকসিডেন্ট বলেই ধরে নিতে হচ্ছে এটা। হিউসান, তোমার ব্যাখ্যাই ঠিক—যদিও মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে এর জন্যে, তবু শিক্ষা হলো—ক্যাম্পের একশো গজের মধ্যে মূল জ্বালানী গুদাম আর কখনোই রাখবো না আমরা।'

জলি তার কাজে চলে গেলো। আমি ফিরে গেলাম কেবিনে। স্যুটকেস খুলে একটা ছোট্ট ব্যাগ বের করে সোয়ানসানের কেবিনের দিকে চললাম। স্কটল্যাণ্ডে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পর ওর হাসি অনেক স্তিমিত। আমি ঢুকতেই চোখ তুলে তাকালো ও, 'ওই লোকদুটো যদি সরানোর মত অবস্থায় থাকে, আমি তাহলে ওদের জাহাজে তুলে নেবো। যত তাড়াতাড়ি ফেরা যায়, ততই মঙ্গল—তোমাকে বলেছিলাম এই অনুসন্ধান-পর্ব ব্যর্থ হবে। আর, কার জীবন শেষ হবে কে জানে, একটা জলজ্যান্ত খুনে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে।'

'তিনটে জিনিষ মনে রাখো—আর কারো জীবন বিপন্ন হচ্ছে না, একরকম নিশ্চিতই বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ; আইনের আওতায় পড়ছে না এ'সব। আর, আজ সকালের সম্মেলনে কিছু সুফল পাওয়া গেছে—তিনজন সন্দেহভাজনকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে আমাদের আলোচনা।'

'আমি তাহলে এমন কিছু ধরতে পারি নি, যা ধরেছো তুমি?'

'তা নয়। আমি কিছু জেনেছি যা তুমি জানতে পারো নি। গবেষণাগারের মাটির তলায় প্রায়-নতুন অবস্থায় চল্লিশটা 'নিফে' সেল রয়েছে—কিন্তু সেগুলো ব্যবহৃত।'

'আমাকে বলতে ভুলেছো তাহলে?'

'এ' লাইনের কারবারে আমি তাকেই কিছু জানাই, যদি বুঝি সে আমার সাহায্যে আসবে ওটা জানার পর—'

'তাহলে তো বান্ধবের সংখ্যা বাড়াতে হয়, আর—'

'ওটা আরও ঝামেলার দরকার। যারা এস ও এস পাঠানোর কাজে নিযুক্ত ছিলো—তারাই, ধরা যাক। তাহলে ক্যাপটেন ফলসোম আর হ্যারিংটান ছেলে দুটো প্রথম ক্ষেপেই বাদ চলে যাচ্ছে। তাহলে রইলো হিউসান, নেসবি, জলি ডাক্তার, জেরেমি, হ্যাগার্ড আর কিনেয়ার্ড। ওদের মধ্যে একজন কেউ হত্যাকারী। কে, বের করো সেটা—'

'বাড়তি সেলগুলোই বা দরকার হলো কেন? আর ব্যবহার করা সেলগুলোর ওপর নির্ভর করে জীবন বিপন্নই বা করলো কেন তারা? এর কোনো ব্যাখ্যা আছে কি?'

'সব কিছুরই ব্যাখ্যা আছে।' পকেট থেকে ব্যাগটা বের করে নিলাম। তা থেকে বেরোলো আমার পরিচয়-পত্র। ছড়িয়ে দিলাম সেগুলো ওর সামনে। সোয়ানসান সেগুলো পরীক্ষা করে ফেরৎ দিলো।

'তাহলে এবার জানলাম আমরা—' শান্তকণ্ঠে বললো সোয়ানসান। 'সত্য উদ্‌ঘাটিত হলো—এম আই সিক্রেট অফিসার তুমি। প্রতি-গোয়েন্দা। সরকারী প্রতিনিধি—যাক্ এ' নিয়ে হৈচৈ করবো না, কার্পেন্টার। গতকালই আমার মনে হয়েছে একথা—আর, তোমরা তো শেষ মুহূর্ত ছাড়া আত্মপ্রকাশ করো না।'

'তিনটে কারণে। বলছি সেগুলো। শোনো, তোমাকে দলে চাই আমি সোয়ানসান। তুমি পার্কিন-এলমার রোটি উপগ্রহ ক্ষেপন-অনুসারী ক্যামেরার কথা শুনেছো?'

'ওরে বাবা। অতবড় নাম—না।'

'স্যামোস থ্রি'র নাম?'

'উপগ্রহ আর ক্ষেপনাস্ত্র পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপার কি? শুনেছি। তার সঙ্গে জেব্রার এই নৃশংস খুনের কি সম্পর্ক?'

বললাম। সম্ভাবনা নয় যা—প্রকৃত ঘটেছে যেটা। অখণ্ড মনোযোগে শুনলো সব সোয়ানসান। শেষে চেয়ারে হেলান দিলো, 'ঠিকই ধরেছো

তাহলে তুমি, কিন্তু এখন প্রশ্ন—কে লোকটা? ওকে সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া—'

'সঙ্গে সঙ্গেই হাতকড়া লাগাতে চাও তুমি?'

'যাব্‌ বাবা। তুমি তা চাও না।' আমার দিকে সোজা তাকিয়ে রইলো সে।

'জানি না। না, জানি। তবে কি জানো—আমাদের এই দোস্তটির শৃঙ্খলটি যথেষ্ট দীর্ঘ, আর—অনেক মক্কেলই জড়িয়ে পড়বে এই গ্যাঁড়াকলে। হুঁ্যা—খুনে একজন নয়—'

'দুজন? দুজন খুনে জাহাজে, বলছো?' প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে সোয়ানসান। 'একজন হলে এখুনি তাকে গ্রেপ্তার করা যায়। কারণ খোলা সমুদ্রে পড়ার আগে আমাদের কয়েক শো মাইল বরফ ঠেঙ্গাতে হবে। ওদের দু'জনের ওপরে একসঙ্গে নজর রাখা সম্ভব নয়। আর এই অবস্থায়, সাবমেরিন সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে, বিপদে ফেলে দিতে পারে আমাদের।'

'সে নিজেও বিপদগ্রস্ত হবে সে ক্ষেত্রে।'

'আরে, ওরা উন্মাদ হয়ে যায় শেষটায়—কাজেই—'

সোয়ানসানের যুক্তি অর্ধসত্য। অধিকাংশ খুনীই জীবনে একবার হত্যা করে, এবং প্রচণ্ড আবেগের তাড়নায়। কিন্তু, এ লোকটা একাধিক হত্যার জন্যে দায়ী।

'হ্যাঁ। আমি একমত। তাহলে কার গলায় ফাঁস পরাতে চাইছো, কমাণ্ডার?'

'ধুত্তোর। সকালে সকলের সব কথাই তো শুনলাম, সবার চোখেই তাকালাম, যারা কথা বলছিলো আর নীরব শ্রোতাদেরও। ভেবেই চলেছি সেই থেকে, তা, কিনিয়ার্ডকে কি মনে হয়?'

'ওকেই সন্দেহ করা স্বাভাবিক। লোকটা দক্ষ রেডিও অপারেটার। কাজেই তার পক্ষে এটাও পয়েন্ট।'

'রেডিও ঘর থেকে 'নিফে' সেল সরিয়ে গবেষণাগারে নেওয়া হয়েছে।

কিনেয়ার্ডের পক্ষে সেখানে পৌঁছনো সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিলো। আর ডাক্তার জলি, যে একই কুটিরে থাকতো—।'

'তাহলে ওই দুজনই তালিকায়?'

'তাই তো হওয়া উচিৎ। তবে, গবেষণাগারে টিনের কৌটো, থাকতো খাবারের—তাতে হিউসান আর নেসবিও জড়িয়ে পড়ছে। রেডিও-সোণ্ড বেলুন থাকতে আবার জেরেমি আর হ্যাসার্ডও এসে যাচ্ছে ছবিতে।'

'হ্যাঁ, আরও তালগোল পাকাও সব!' সোয়ানসান বিরক্তির ভঙ্গিতে বলে উঠলো।

'মোটেই না। আমি বলতে চাইছি—যে, কোনো বিশেষ কারণে যদি কোনো কিছুকে মেনে নিতে হয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও মানতে হবে তা। আর কিনেয়ার্ডের স্বপক্ষেও যুক্তি আছে। সে জীবন তুচ্ছ করে ট্রানসমিটার বের করার জন্যে ঢুকেছিলো বেতার-ঘরে। দ্বিতীয়বার, গ্রান্টকে বের করার জন্যেও সে নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। জেরেমি ওকে না মারলে আজ, কিনেয়ার্ড মৃত। ফস্টার আর ফেরে নি—তাছাড়া, অপরাধবোধ থাকলে সে সেগুলোর উল্লেখ করতো না।'

'তাহলে কিনেয়ার্ডকে ছেড়ে দিলে, জলি ডাক্তারকেও বাদ দিতে হয়।'

'কিনেয়ার্ডকে ছাড়ছি না। আবার খুনের দায়ে তাকে এখুনি চালান করছি না। জলির বিরুদ্ধে কিছু নেই।'

'নেসবি আর হিউসান সম্বন্ধে কি ভাবছো? ওরা দুজনে রান্নাঘরের শেষ প্রান্তে ঘুমিয়ে ছিলো—যে দিকটাতে আগুন ধরে প্রথমেই। ওরা পালাতে পারলো অথচ ফ্ল্যাণ্ডার্স আর ব্রাইস পারলো না। নেসবি বলছে সে নাকি ওদের বাঁচিয়েছিলো, তা যদি হয়—তাহলে তার আগেই তারা হয় মৃত না হয় মুমূর্ষু। বা হিউসান আর নেসবিকে খাবার পাচার করতে দেখেছে বলছে। তাদের চুপ করিয়ে দেওয়া

হয়েছে। বন্দুকটার কথাও ভুললে চলবে না। ট্রাকটারের ট্যান্‌কে সেটা রাখাটা হাস্যকর। কিন্তু হিউসানের কাছে তা মনে হয়নি, সে ট্র্যাকটার-চালক। ক্যাপটেন ফলসোমকে সাবধান করার সময় পেয়েছে সে, অনেক ঘুরে যেতে হয়েছে তাকে, আবার—নেসবি সরা-সরি গেছে। 'হিউসান নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে এতগুলো অভিযোগ জমতে দেবে তার বিরুদ্ধে। অন্তত লোকদেখানো দৌড় ঝাঁপ তো করতো—তাই না, কমাণ্ডার?'

'দরকার হয় নি—কারণ এ' নিয়ে কোনো নাড়াচাড়া হবে, ধারণা করে নি।'

'আগেই বলেছি আমি, আবারও বলছি—ওই ধরণের মানুষ কখনো চান্স নেয় না, ধরা পড়বে ভেবেই কাজ করে, কাজেই—'

'কি করে ধরা পড়বে?' সোয়ানসান প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলো 'ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে মনে করছে কি?'

'আমরা ওদের সন্দেহ করছি, এটা ভাবছে না বলছো?'

'তাই মনে হয় আমার—'

'গতরাতে কিন্তু অন্য কথা বলেছিলে—' ধরিয়ে দিলাম। 'বলেছিলে কেউ আমার পেছনে লেগেছে।'

'আসলে বুঝলে ডাক্তার—আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আচ্ছা—এই নেসবি লোকটার সম্বন্ধে কি বলছো?'

'হিউসানের দলের লোক বলছো? ওই যদি সন্দেহভাজন হয় তাহলে রেডিও-ঘরের দরজায় জাম ছিলো বলবে কেন। আর ভাঙ্গার কথাই বা বলবে কেন। আর খুনিরা সবসময়েই অন্য সন্দেহভাজনদের রাস্তা পরিস্কার রাখবে না।'

'হ্যাঁ। সব ব্যাটাকে গারদে পুরে রাখি তাহলে।'

'হ্যাঁ। বুদ্ধির কথাই বলছো—তাই করো! তবে তাতে খুনীকে ধরার সুযোগ আর থাকছে না।'

সোয়ানসান অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'ঠিক আছে, তাহলে ওরা দাপাদাপি করুক জাহাজে। তোমার ওপর বিশ্বাস আমি হারাইনি ডাক্তার—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, শেষ কথা—তুমি তো একজন দক্ষ গোয়েন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে একটা ভুল করে ফেললে দেখলাম—'

'কেন, গবেষণাগারের লাস সরানোর ব্যাপারেই তার উত্তর মেলে নি কি?' সোয়ানসান কি বলতে চায় জানি।

'মাফ চাইছি—তোমার যুক্তি অকাট্য তাহলে—'

'নিশ্চয়ই। প্রশ্ন করলেই ব্যাপারটা তার কাছে পরিস্কার হয়ে যেতো —আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারতো সে। ক্যাপটেন ফলসোমের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে, যদিও তার নিজের নির্দেশ নয় সেটা—'

* * *

আর কয়েক মাস আগের সকাল যদি হতো দিনটা, তো উজ্জ্বলতার চিহ্ন থাকতো মেঘের গায়ে—কিন্তু আজ সূর্য নেই আকাশে, বছরের এই সময়ে থাকে না। ছত্রিশ ঘন্টা আগে ওরা যাত্রা শুরু করেছিলো —আর. এখন—এই মুহূর্তে পরিবেশের কত পরিবর্তন হয়েছে। আবহাওয়ারও উন্নতি হয়েছে।

জলি রুগীদের দেখা শোনা করছিলো, মেজাজ তার খুসী খুসী।

'কেমন আছে সব?' জিজ্ঞেস করলাম, ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে।

'ভালোই। বেনসান তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে। খাওয়াদাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা—তা, তোমার হাতটা দেখা যাক—'

পরীক্ষা পর্ব চললো। বেশ জানান দিয়েই চললো সে পরীক্ষা—কারণ আমি তো তার সহকর্মী। শেষে বললো, 'যাক সবই মিটলো, শুধু ব্রাউনেল আর বোল্টন বাকি।'

‘চলো, আমিও যাচ্ছি। কমাণ্ডার আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, এখান থেকে চলে যেতে চায়।’

‘আমিও ; কিন্তু কম্যাণ্ডারের মাথাব্যথা কি নিয়ে ?’

‘বরফ। কখন কি ঘটে তার ঠিক নেই। এখানে তো সারা বছর পড়ে থাকা যায় না।’

জলির ঠোঁটে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো, ‘বরফ—বরফের রাজ্যে আর কতদিন থাকতে হবে আমাদের ?’

‘আরও চব্বিশটা ঘণ্টা ধরো, সোয়ানসানের কথামত। আহা, অত মনমরা হয়ে পড়লে যে—এই বরফের তলায় থাকা অনেক ভালো বুঝলে—’

অস্বস্তিতে ভরে গেলো জলির মুখচোখ। সে ওষুধের সরঞ্জাম তুলে নিলো।

সোয়ানসান আমাদের অপেক্ষায় ছিলো কন্ট্রোল-ঘরে। অন্যেরাও উপস্থিত। গোমড়ামুখে বসে তারা। রুগ্নও। অনেকেই চোখ তুলে পর্যন্ত তাকালো না।

ব্রাউনেলের জ্ঞান ফিরে আসছে ক্রমশ। উঠে বসেছে সে। স্যুপ খাচ্ছে।

সোয়ানসানের দিকে ফিরে বললাম, ‘এই নাও, একজন তৈরী যাবার জন্যে।’

জলি বোলটনের ওপর ঝুঁকে পড়লো, ‘বড্ড অসুস্থ কমাণ্ডার—ওকে সরানো যাবে না।’

‘তাহলে দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়।’ সোয়ানসান সোজা বলে বসলো। ‘এর ব্যাপারে আর একটা অভিমত দরকার আমার—’

ওর কথার ঢঙে বোঝা গেলো জলির কথাটা ভুলতে পারছে না সে, সন্দেহ থেকেই গেছে তার মনে।

আমি বোলটনের ওপর ঝুঁকে পরীক্ষা করলাম ওকে, ‘জলি ঠিকই বলেছে, লোকটা খুবই অসুস্থ—তবে বোধহয় তোলা যাবে—’

'বোধহয় টোধহয়ের ব্যাপারগুলো কোনো রুগীর সম্পর্কে ডিসিশান নেবার পক্ষে অনুকূল নয়।'

'জানি—কিন্তু পরিবেশও স্বাভাবিক নয়।'

'আমিই দায়িত্ব নিচ্ছি—ডাক্তার জলি, ওই দুটি লোককে জাহাজে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করলে খুশী হবো। লোক লাগলে দেবো।'

জলি শেষ পর্যন্ত রাজী হলো। সুষ্ঠুভাবেই সব হোলো।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর চললাম ট্র্যাকটার শেডের দিকে। ছুরির ভাঙ্গা অংশ তখনো ট্যাঙ্কে রাখা রয়েছে।

বন্দুক নেই, নেই কার্তুজও! আর যেই সেগুলো সরিয়ে থাকুক—জলি সরায় নি। কারণ আমার চোখের ওপরই ছিলো সে, সমস্ত সময়টা।

সে দিন বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা খোলা সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলাম।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো। তুষারকেন্দ্র জেব্রার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন আমাদের—মৃত্যুর আবাস হয়ে থাকবে এই কেন্দ্র যুগযুগান্ত ধরে, ডলফিন-এর মানুষদের মনে বিভীষিকার এক স্মৃতি হয়ে থাকবে অনন্তকাল।

একটা কালো দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের পেছনে, আমরাও পেছন ফিরেছি...ফিরে চলেছি আমরা, নাবিকদের মনে স্বস্তি আর সুখের ভাব ফিরেছে···আমার মনে কিন্তু গ্লানি ছড়িয়ে আছে—নেই স্বস্তির বিন্দুমাত্র ছোঁয়া, অনেক কিছু যে ফেলে এলাম জেব্রায়—

সোয়ানসান আর হ্যানসেনের মনেও সুখ নেই, রলিংস আর জাব্রিনস্কীও অসুখী, ওদের মন একটা চিন্তাতেই আচ্ছন্ন—ডলফিন একটা খুনেকে নিয়ে চলেছে···মানুষের রক্তে যার হাত রাঙা···

একাধিক খুনের দায় যার ঘাড়ে...বেনসানও অসুস্থ···

জেব্রার লোকেরা ডলফিন ঘুরেফিরে দেখতে চাইলে সোয়ানসান সম্মতি দিলো। অনিচ্ছায় সম্মতি, কিন্তু তার মুখচোখের কোথাও নেই তার প্রতিফলন। অসম্মতির প্রয়োজন ছিলো না, কারণ ডলফিন-এর গোপনতা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়বে না আর কখনো···

শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরে কিন্তু এই সম্মতি নয়, ওদের সন্দিগ্ধ করে তোলার কোনো ঝুঁকি আর নেবে না সোয়ানসান।

হ্যানসেনের সঙ্গে আমিও রইলাম ওদের সঙ্গে—লোকগুলোর প্রতিক্রিয়ার নজর করা দরকার—সমস্ত জলযান পরিক্রমা হলো, রিঅ্যাকটার-ঘর ছাড়া। আর ইনারশিয়াল নেভিগেশান ঘরটাও বাদ গেলো। এ দুটো ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ সাধারণের।

পরিক্রমায় সবার চোখে তাকিয়ে চলেছি, বিশেষ করে দুজনের—তাদের অজ্ঞাতে যতটা অনুসন্ধানী হওয়া সম্ভব।

কিছু জানতে যাওয়া নিরর্থক—খুনী তার মুখে মুখোস লাগিয়ে। সে মুখোসের জাল ভেদ করা দুঃসাধ্য এখন। কিন্তু—আমাকে তো চালিয়ে যেতে হবে খেলা; পর্যায়ক্রমে—কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে খসে পড়তে পারে মুখোস···

খানার পর, জলির সঙ্গে রুগী পরিচর্যা চালালাম। জলি আর যাই হোক চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠ। দ্রুত কাজ করে চলেছে সে। এর পর চললাম আমরা জাহাজের পেছন দিকটায়—নিউ ক্লিওনিক্স গবেষণাগারে, যেখানে চারজন রুগীর জায়গা হয়েছে। ওরা সকলেই শয্যাগত: হ্যারিংটনের ভাইয়েরা; ব্রাউনেল আর বোলটন।

ফলসোম আর বেনসানকে রাখা হয়েছে অসমর্থ-ঘরে।

নাড়াচড়া করার দরুণ বোলটন আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে—প্রচণ্ড যন্ত্রণা তার সারা শরীরে। কিছু ব্যাণ্ডেজ পরিবর্তনের কাজ সেরে

রাতের মত ছুটি মিললো আমাদের।

ছুটো রাত বিনিদ্র গেছে। বাঁ হাতের যন্ত্রণাও বেড়েছে। ভীষণ-ভাবে ক্লান্ত আমি।

ঘরে যখন ফিরলাম হ্যানসেন ঘুমিয়ে। আজ আর ঘুমের বড়ি লাগলো না আমার।

রাত ছুটায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো আমার। ক্লান্তি রয়েছে, ঘুমের ঘোর চোখে। মনে হচ্ছে পাঁচ মিনিটও ঘুমোইনি। কিন্তু মুহূর্তে সজাগ হয়েছি—পূর্ণ সচেতন।

একটা বিচিত্র শব্দ উঠলো—একটানা...জোরালো, তীক্ষ্ণ...হ্যানসেনের বান্‌কের ওপর থেকে আসছে শব্দটা...ভীতিউদ্রেকারী... হ্যানসেন উঠে পড়েছে। দ্রুতহাতে জামাকাপড়ও গলিয়ে নিচ্ছে। শান্তগলার ওই টেক্সাস-প্রদেশের যুবকের দ্রুততায় হতভম্ব আমি।

'আরে কি হয়েছেটা কি?' তারস্বরে চেঁচাতে হলো আমাকে বাঁশীর আওয়াজ ছাপাতে।

'আগুন! জাহাজে আগুন ধরে গেছে!'

হ্যানসেন ছিটকে বেরোলো।

বাঁশী থেমে গেলো—আকস্মিক স্তব্ধতায় ভরে গেলো চারদিক। স্তব্ধতার আড়ালে আর একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—জাহাজের কাঁপুনি থেমে গেছে—ইঞ্জিন চলছে না!

আর এক অনুভব হলো আমার...শিরদাঁড়া বেয়ে এক শিহরণ নামছে...

ইঞ্জিন থেমে গেলো কেন? আনবিক ইঞ্জিন। রিঅ্যাকটার ঘর থেকেই হয়তো আগুন ছড়িয়েছে—পোশাক পরতে শুরু করলাম, তাড়া নেই যেন। বাঁ হাতটা কাজ করছে না, তবে সেজন্যে দেরী হচ্ছে তা নয়...জাহাজে যদি আগুন ধরেই থাকে, এবং সোয়ানসানের বাছাই লোকগুলো যদি এর কোনো বিহিত না করতে পারে, তাহলে আমার ছোটাছুটিতে কোনো কাজ হবে না।

হ্যানসেন বেরোবার মিনিট তিনেক পরে কন্ট্রোল-ঘরে পৌঁছলাম, উঁকি দিলাম—আঁধারে ভরে গেছে ঘর, ধোঁয়ায় চোখ চলে না। সোয়ানসানের তীক্ষ্ণ গলা পেলাম, 'ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দাও।'

দরজা বন্ধ করে চারদিকে চোখ চালালাম, কষ্ট হচ্ছে তাকাতে। তারই ভেতর দেখতে পেলাম লোকগুলো তাদের জায়গায় বসে, কারো দম বন্ধ হয়ে আসছে। কারো চোখে জল···কিন্তু আতঙ্কের ছায়া নেই কোথাও—

'দরজার অন্য পাশে চলে গেলেই ভালো করতে ডাক্তার, তোমাকে ধমকাবার জন্যে ক্ষমা চাইছি কিন্তু আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি—'

'আগুন, কোথায়?'

'ইঞ্জিন-ঘরে।' নিরুত্তাপ গলা সোয়ানসানের, 'ঠিক কোথায় বলা যাচ্ছে না—

'ইঞ্জিন তো বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো গোলমাল দেখা দিয়েছে কি?'

চোখ মুছে ধোঁয়া-মুখোস পরা একটা লোকের সঙ্গে নীচুগলায় কিছু বললো সে। পরে আমার উদ্দেশ্যে বললো, 'তেমন ক্ষতি কিছু হয় নি এখনো—'

সোয়ানসানের ঠোঁটে হাসি।

তাহলে ক্ষতি কিছু হচ্ছে না এই মুহূর্তে—শুধু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া আস্তে আস্তে···

'এখন কি কর্তব্য?' প্রশ্ন করলাম।

'মাথার ওপর চোদ্দফুট পুরু বরফের আস্তরণ; তবু ভাসাতে হবে জাহাজ। এক মিনিট—'

মুখোসধারীর সঙ্গে কথা শুরু করে দিলো সোয়ানসান। ইঞ্জিন-ঘরের দিকে চললো ওরা। সারা মুখে ধোঁয়া নিয়ে সোয়ানসান এগিয়ে গেলো মাইক্রোফোনের দিকে, হাতড়ে।

'ক্যাপটেন বলছি। ইঞ্জিন-ঘরে আগুন লেগেছে। তবে কি ধরণের সেটা বোঝা যাচ্ছে না। রেডিয়েশান লিক-এর টেস্ট করার ব্যবস্থা হয়েছে। নেগেটিভ হলে স্টীম লিক খুঁজতে হবে—আর তাতেও কাজ না হলে অন্যভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। কাজটা সহজসাধ্য হবে না, কারণ—দৃষ্টিগোচরতার ব্যাপারটা শূন্যের কোঠায় সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধূমপান নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। হিটার, পাখা আর বৈদ্যুতিক সব কিছুই বন্ধ থাকছে। বরফযন্ত্রও এর আওতায় পড়ছে। চলাফেরা কম করলে ভালো হয়—যখন যেমন তথ্য পাওয়া যাবে—জানাবো—'

আমার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে, মনে হলো হঠাৎ। সারা মুখে তার কুঞ্চন, ত্রাসের প্রতিফলন—চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'এসব কি ভাই? উদ্ধার পেয়ে তো বিপদ বাড়ালে দেখছি—ধূমপান নিষিদ্ধ, চলাফেরা বন্ধ—এগুলো কি সত্যি বলে ধরে নেবো?'

'নেওয়াই উচিত—' উত্তর দিলো সোয়ানসান। 'এই ব্যাপারটা—মানেই বরফের তলায় অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারটা অনুচালিত যে কোনো সাবমেরিনের দুঃস্বপ্নই বলা যায়। প্রথম অবস্থাতেই সাধারণ সাব-মেরিনের স্তরে নেমে যেতে হয়। আমাদের অবস্থা তার চেয়েও মন্দ—কোনো সাধারণ সাবমেরিন বরফের তলায় থাকবে না, তাছাড়া তাদের স্টোরেজ ব্যাটারী থাকে প্রচুর পরিমাণে—আমাদের বাড়তি ব্যাটারী নামমাত্র—'

'হুঁ—কিন্তু ওই ধূমপান-টানের ব্যাপারটা—'

'ওই ছোট্ট ব্যাটারীটা—সেটাই ভরসা আমাদের। রিঅ্যাকটার মেরা-মত হবার আগে ফুরোলে আমাদের শেষ হয়ে যেতে হবে।'

'জেব্রাতে থেকে যাওয়াটাই বোধহয় ভালো ছিলো, কমাণ্ডার—' দীর্ঘশ্বাস পড়লো জলির।

'আমরা তো এখনো মরি নি। ডাক্তার...জন, কি বলছো?' হ্যান-সেনের উদ্দেশে বললো কথাগুলো এবার।

'স্যাণ্ডার্সের কথা বলছি স্যর, বরফ-যন্ত্রে বসে আছে—চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে। ধোঁয়া-মুখোশ পাওয়া যাবে একটা?'

'নিশ্চয়ই। ওর কাজ যেন ঠিক ঠিক চলে, গ্রাফ পড়া বন্ধ হলে চলবে না। আর বরফের ঘনত্ব সম্পর্কে রিপোর্টও চাই—'

মার্ফি তার মুখোস খুলে ফেলে, দম নিলো প্রাণভরে। 'সুসংবাদ ক্যাপটেন, রেডিয়েশান লিক পাওয়া যায় নি।'

'ভালই। মেস-ঘরে চলে যাও—একটু খোলা হাওয়া অন্তত পাবে—'

সোয়ানসান স্বস্তি পেলো।

সেই মুহূর্তেই দরজা খুলে কেউ ঢুকলো। দ্রুতহাতে দরজা টেনে দিলো সে। লোকটা কে আমি জানি, ওকে না দেখলেও।

'আপনার সঙ্গে মোলাকাতের বিশেষ অনুমতি পেয়ে এসেছি—টর্পেডোর একনম্বর মানুষ প্যাটারসানের কাছ থেকে। এইমাত্র মার্ফিকে দেখলাম, বেশ অসুস্থই মনে হলো ওকে—মানে ওদের মত ছেলে-ছোকরা দিয়ে—'

'তার মানে কি বুঝবো তুমিই এরপর ওই দায়িত্বে যেতে চাইছো? রলিংস?' সোয়ানসান নিজেকে সংযত রাখার প্রয়াস পেলেও টেনসানের ভাব তার সারা মুখে।

'ঠিক তা নয় স্যর। তবে আর কেউ তো নেই—'

'ডলফিন-এর টর্পোডো শাখা তো এ যাবৎ প্রশংসাই কুড়িয়ে এসেছে, তা, দেখো—স্টিম লিক-এর একটা ব্যাপার ঘটেছে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে তো স্যর, মার্ফির পোশাকে জানা যেতো কিছুটা—অন্তত আর্দ্রতার কিছু চিহ্ন থাকতো।'

'হয়তো তাই—বা গরমে চিহ্ন পড়তে পায় নি। যাক ওখানে বেশীক্ষণ থাকার দরকার নেই।'

'একটা প্রস্তাব আছে ক্যাপটেন,' হ্যানসেন বলে উঠলো, ও তো মুখোস খুলতে পারবে না ঢোকার পর, তবে চার পাঁচ মিনিট পর পর একটা করে সংকেত পাঠালে, বুঝবো, চালিয়ে যেতে পারছে,—না পাঠালে,

অন্য কেউ তখন ঢুকবে।'

সোয়ানসান সায় দিলে, রলিংস বেরিয়ে গেলো।

কন্ট্রোল ঘরের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, এর মধ্যে কিছু গগলস্ এলো—সবাই চোখে পরলো সেগুলো। এমন সময়ে ফোন বেজে উঠলো। হ্যানসেন ধরলো, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রিসিভার ছেড়ে দিলো, 'জ্যাক কার্টরাইট কথা বলছিলো, ক্যাপটেন।'

জ্যাক কার্টরাইট জাহাজের মূল পরিচালক। ম্যানোভারিং-য়ের জায়গা থেকে সরে জাহাজের পেছনের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে।

'ধোঁয়ার শিকার হয়েছিলো বেচারা—এখন সুস্থ হয়েছে। মুখোস চেয়ে পাঠালো। বললাম পাঠাচ্ছি।'

'জ্যাক নিজে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারলে খুসী হতাম। কাউকে পাঠাও না—'

'নিজেই যাবো ভাবছি—'

সোয়ানসান হ্যানসেনের জখমী হাতটার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করলো, 'ঠিক আছে। তবে সোজা ইঞ্জিন-ঘর—আর সোজা ফিরে এখানে—।'

হ্যানসেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরলো। শ্বাস-যন্ত্র খুলে ফেললো মুখ থেকে—বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। ঘামে ভেজা মুখ।

'ইঞ্জিন-ঘরে আগুন রয়েছে এখনো, কোনো স্ফুলিঙ্গের চিহ্ন নেই, শিখাও নেই—কিন্তু ধোঁয়ার ঠেলায়—'

'রলিংসকে দেখলে?' সোয়ানসান ওর কথা কেটে দিলো।

'না। ফোন করে নি?'

'দুবার, কিন্তু—' থেমে গেলো সোয়ানসান, ইঞ্জিন-ঘরের ফোন বেজে উঠতে। কথা শেষে নামিয়ে দিলো ফোন, 'ঠিক আছে ও।' হ্যানসেনকে জানালো।

মিনিট পনেরো পরে রলিংস এলো। অত্যন্ত দুর্বল। শ্বাস-যন্ত্র সরিয়ে

নিতে হলো। ঘামে সারা শরীর ভিজে, কিন্তু ঠোঁটে হাসি তার, 'স্টিম-এ লিক নেই, ক্যাপটেন। যন্ত্রপাতির নীচেই শুধু আগুন—অল্পই। জাহাজের তলাকার আচ্ছাদনে আগুন ধরে গেছে।'

'তুমি পুরস্কার পাবে রলিংস, যদি নিজে হাতেও তা তৈরী করতে হয় আমাকে।' দমকলের লোকগুলোর দিকে ফিরলো সে, শুনলে তো—রেবার্ন, প্রথম দল নিয়ে বেরিয়ে পড়—চারজন করে। নাও—চলো—'

ওরা গেলো। সোয়ানসানকে প্রশ্ন করলাম, 'কতক্ষণ লাগবে? দশ-পনেরো মিনিটে হবে?'

বিষণ্ণ গলা পেলাম ওর, 'ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তিন থেকে চার ঘন্টা—ভালব, টিউব থেকে কনডেনসার কি নেই ওখানে!'

'কিন্তু আগুন লাগার কারণটা কি?'

'স্বতঃস্ফূর্ত দহনক্রিয়া। আগেও হয়েছে এরকম। এ জাহাজে পঞ্চাশ হাজার মাইল অতিক্রম করেছি। তলাটা সম্পূর্ণ সংপৃক্ত হয়ে গেছে। জেব্রায় ছাড়ার পর প্রচণ্ড বেগে চলেছি। আর বাড়তি তাপে··· জন—কার্টরাইটের কোনো খবর নেই?'

'না।'

'বিশ বিনিট তো হয়ে গেলো—'

'হ্যাঁ—ও আর রিংম্যান তো জামাকাপড় পরছিলো আমি যখন আসি। দেখি পেছনের ঘরে একবার—'

ফোন করে বলে উঠলো, 'ওরা বলছে মিনিট পঁচিশ হলো বেরিয়ে গেছে। খবর নেবো স্যর?'

'তুমি থাকো এখানে, আমি—' কথা শেষ হলো না সোয়ানসানের, শব্দ করে দরজা খুলে গেলো। দুটো লোক হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। মুখোস খুলে নিলো ওরা; কার্টরাইট আর একজন। যে লোকটা রেবার্নের সঙ্গে ছিলো। কার্টরাইটকে ধরে ঢুকছে সে। 'রেবার্ন আমাদের পাঠিয়ে দিলো। ওর অবস্থা তেমন ভালো নয়।'

প্রায় অচৈতন্য লোকটা কোনোক্রমে বলে উঠলো, 'রিংম্যান আর আমি—পাঁচমিনি—ট আগে—আম—রা ফিরে যাচ্ছি—লাম—'

'রিংম্যান? কি ব্যাপার—' সোয়ানসানের গলায় উদ্বেগ।

'পড়ে গেলো—যন্ত্রপাতি যেখানটায় থাকে—আমি ওর পেছন পেছন নেমে তোলার চেষ্টা করলাম—চেঁচিয়ে উঠলো ও, স্বর—বিকট—উঃ ভগবান—' চেয়ারে পড়ে গেলো লোকটা।

একমুহূর্ত কি ভেবে জলি বলে উঠলো, 'একটা মুখোস আর স্যুটের ব্যবস্থা করে দাও আমাকে। বেনসানের জরুরি-ওষুধের বাক্সটা আনতে হবে—'

'তুমি?' সোয়ানসান তাকালো জলির চোখে। 'তোমার সদিচ্ছার প্রশংসা করছি। কিন্তু আমি তোমাকে—'

'একবার—একবারের জন্যে অন্তত তোমার সমুদ্র আইনগুলো শিকেয় তুলে রাখো কমাণ্ডার। আমাদের জীবন-মৃত্যুর যোগ একই সূত্রে বাঁধা—মজা করছি না।'

'কিন্তু ওগুলো চালাতে জানো না তো তুমি—'

'শিখে নেবো—' জলির গলায় রুক্ষতার সুর। বেরিয়ে গেলো সে। সোয়ানসান এবার আমার দিকে ঘুরলো। গগলসের ফাঁকেও তার চোখে উদ্বেগ ফুটেছে, 'তোমার কি মনে হয়—'

'জলি ঠিকই বলেছে অন্য উপায় নেই, তাছাড়া সে নিজে চিকিৎসক।'

'তুমি ওখানে নামো নি, ডাক্তার। নরক হয়ে আছে জায়গাটা—'

'দেখাই যাক না!' কথার ছেদ টানলাম।

সোয়ানসান নিঃশব্দে বরফ-পরিমাপক যন্ত্রের দিকে এগোতে আমি হ্যানসেনকে বললাম, 'ব্যাপারটা সুবিধের নয়, কি বলো?'

'ঘোর অসুবিধেই বলা যায়। রিঅ্যাকটার ঠিক না হলে বাঁচবো কিনা কে জানে!'

'ওই বস্তুটি ঠিক হতে কতক্ষণ লাগবে মনে হয়?'

'ঘণ্টাখানেকের কম নয়। তাও আগুন নেভার পর।'

'সোয়ানসানের হিসেবে আগুন নেভাতে চার ঘণ্টা, তাহলে মোট পাঁচ ঘণ্টা। অনেক সময়। তার চেয়ে বাড়তি যে শক্তি আছে তা কাজে লাগালে—'

'আরও বিপদ বাড়বে তাতে। এ ব্যাপারে ক্যাপটেনের সঙ্গে একমত আমি।'

জলি ঢুকলো ঠিক সেই মুহূর্তে। হ্যানসেন তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে সে দ্রুত বুঝলো যেন ব্যাপারটা।

'তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার, জলি—আর, মনে রেখো এ-কাজ তোমার কাছে নতুন। দশ মিনিটের মধ্যে ফিরবে তুমি, আশা করছি—'

ঠিক চার মিনিটের মাথায় ফিরলো ওরা।

না। রিংম্যান নেই সঙ্গে—জলিকেই বয়ে নিয়ে ঢুকলো ব্রাউন, অচেতন।

'কি হয়েছিলো ঠিক করে বলা শক্ত।' ব্রাউনের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কাঁপছে সে—কারণ জলির দেহের ওজন তার থেকে অন্তত ত্রিশ পাউণ্ড বেশী, 'ইঞ্জিন-ঘরে ঢুকে সবে দরজা টেনে দিয়েছি—আমি আগে, হঠাৎ ডাক্তার জলি আমার গায়ের ওপর পড়লো। কিছুতে হোঁচট খেয়েছে সম্ভবত। আমাকে ফেলে দিলো। উঠতে দেখি আমার পেছনে পড়ে আছে সে। বাতি জ্বেলে দিলাম। ডাক্তারের জ্ঞান নেই। মুখোস ছিঁড়ে গেছে—কোনো রকমে পরিয়ে নিয়ে এসেছি।'

'ডলফিন-এর চিকিৎসকদের সময় ভালো যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে—' বেনসান বলে উঠলো, জলিকে সরিয়ে নেবার মুহূর্তে।

সোয়ানসান নিরুত্তর। আমি সোয়ানসানের উদ্দেশ্যে বললাম' 'রিংম্যানের ইনজেকশানটা—কি দেওয়া হবে, বা কি করে, কোথায় দেওয়া হবে জানো তুমি?'

'না।'

'জাহাজের কেউ জানে কি ?'

'আমার তর্ক করার মত মনের অবস্থা নেই, কার্পেনটার।'

নিজেই ইনজেকশান নিলাম। রলিংস-এর দিকে ফিরে তাকালাম, 'কেমন বোধ করছো এখন ?'

'মোটামুটি। ভয়ের কিছু নেই ডাক্তার। তোমার পাশে প্রথম সারির টর্পেডোম্যান রলিংস সব সময়ে আছে।'

আমরা ইঞ্জিন-ঘরে ঢুকলাম। প্রচণ্ড গরম। সবার মুখেই মুখোস। রলিংস আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। চারদিকে তাকালাম। ভাগ্যিস মধ্যযুগে সাবমেরিনের অস্তিত্ব ছিলো না, নইলে দাঁতে তাঁর 'ইনফেরনো'র বহু মশলা পেতেন—এ-দৃশ্য বর্ণনার অতীত।

আগুন-নেভানো যন্ত্র হাতে রেবান এগিয়ে এলো। আমাকে নিয়ে চললো যেখানে রিংম্যান পড়ে আছে। ওর গগলস-এর ফাঁকে চোখের তারা নড়ছে···ঝুঁকে পড়লাম, 'পা গেছে ?'

চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। মাথাটা হেলিয়ে দিলো ও। 'বাঁ পা ?'

আবার মাথা হেলালো রিংম্যান।

দ্রুতহাতে কাজ শুরু করে দিলাম রলিংসের সাহায্যে।

আগুন-নেভানোর কাজে রত দুটি লোকের সাহায্যে আমরা যখন ওকে তুলে আনলাম, আমার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে।

কন্ট্রোল-ঘরেই ঢুকে মুখোস ছাড়িয়ে নিলাম। কাশছি। চোখ ফেটে জল নামলো। ঘরের বাতাসও ভারী।

সোয়ানসান আমার দিকে তাকালো, 'ওখানকার অবস্থা কেমন ?'

'খারাপ। অসহ্য নয় যদিও—দশ মিনিট সময় যথেষ্ট নয় তোমার লোকদের পক্ষে।'

'ওরা সংখ্যায় অনেক নয়—দশ মিনিটেই হবে।'

রিংম্যানকে চিকিৎসা-ঘরে নেওয়া হলো। বেনসান আর ফলসোম রয়েছে সেখানে। বেনসান অস্থির। ফলসোম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

পরীক্ষা টেবিলে রাখা হলো রিংম্যানকে। ফ্র্যাকচার হয়েছে, তবে

মারাত্মক কিছু না। রলিংস-এর সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম পা। জলি সেরে উঠুক, পরে বাড়তি ব্যবস্থা করা যাবে।

আর, সেই মুহুর্তেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রলিংস দ্রুতহাতে তুলে নিলো সেটা, সামান্য কথার পর ছেড়ে দিলো রিসিভার। 'কন্ট্রোল ঘর থেকে খবর দিচ্ছে—'

ওর চোখমুখের ভাব বড় কঠিন, 'খবরটা তোমাকে দিতে বললো; নিউক্লিয়োনিক্স গবেষণাগারের সেই অসুস্থ লোকটা—বোলটন, মারা গেছে, মিনিট ছয়েক হলো—'

নিরাশার চিহ্ন তার মুখে, 'ওঃ—আর একটা মৃত্যু!'

'না আর একটা খুন।' আস্তে বললাম।

সকাল সাড়ে ছটা। ডলফিন যেন একটা বরফের কবর। সাড়ে চার ঘণ্টা লড়াইয়ের পরও অবস্থা আয়ত্তে আসে নি। আরও কিছু মানুষ মরবে—জাহাজ হিসেবে ডলফিন তো এখনই মৃত।

তবু লড়াই চলেছে। লোক বাড়ানো হয়েছে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একবার নেমেছিলাম জলিকে দেখতে কিন্তু দেখেছি এক দুঃস্বপ্নের প্রতিচ্ছবি—কালো কালো মূর্তি কাজ করে চলেছে, পা টেনে টেনে।

জলি ডাক্তার অনেকটা সুস্থ এখন।

তবু, বোলটনের মৃত্যু তাকে নাড়া দিয়েছে। ওই অবস্থাতেই সে কাজ তুলে নিয়েছে কাঁধে—বেশ ক'বার যাওয়া আসা করেছে সেই অগ্নিদগ্ধ ডেকে।

ছটা পয়তাল্লিশে প্যাটারসান কন্ট্রোল-ঘরে এলো। হেঁটে আসছে ও ভেবেছিলাম, কিন্তু কাছে আসতে বুঝেছি কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে, যন্ত্রণাকাতর স্বরে বলে উঠলো, 'কিছু একটা করুন, ক্যাপটেন—সাতজন অন্তত বসে গেছে।'

'দেখছি কি করা যায়—' সোয়ানসানের মুখেও মুখোস নেই—অবস্থা তারও কিছু ভালো না।

'অক্সিজেন বাড়াও জাহাজে—' আমি বলে ফেললাম।

'অক্সিজেন?—না—প্রেসার বেশী তো—'

'প্রেসারে লোক মরবে না।' আমারও কথা বলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। 'কার্বন মনোক্সাইডে মরবে—মরতে বসেছেও।'

'হ্যাঁ, অক্সিজেন বাড়াও—'

সোয়ানসান নির্দেশ দিলো। ভালব ঘুরলো—অক্সিজেন এলো। অবস্থার উন্নতি হয় নি যদিও। জলি তখনো ইঞ্জিন ঘরে। ফিরে এলাম কন্ট্রোলে, বসে পড়লাম ওর পাশে।

'ওরা কেমন আছে, ডাক্তার?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো সোয়ানসান।

এই একটা লোক, যে শত দুর্বিপাকেও অটল—এই সোয়ানসান।

'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কার্বন-মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় কিছু লোক মরবে—'

'এত শিগগির?' চোখে এবং গলার স্বরে বিস্ময় ফুটলো সোয়ানসানের।

'হ্যাঁ। দ্রুত কাজ করে, ঘণ্টায় পাঁচ জন নামিয়ে দেবে—'

'দেখি কি করা যায়। জন, প্রপালসান অফিসারকে পাওয়া যাবে?'

'দেখছি।' হ্যানসেন ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালো।

বেলা আটটা নাগাদ অবস্থা স্বাভাবিক হলো। ডলফিন যাত্রার জন্যে তৈরী। এ' খবরে আনন্দের জোয়ার বইলো—কিন্তু আমার চোখে ঘুম এলো না—সোয়ানসান তো জানে না আমি কতটুকু জেনেছি এ' সবের। সামান্যই বলেছি ওকে। সবই বলতে হবে—আগামী কাল সকালেই বলবো।

অন্যেরা নিশ্চিন্ত ঘুমের আমেজে ভরপুর।

রলিংসকে দরকার আমার এখন। আর একবার রাত জাগার প্রস্তাব রাখলাম তার কাছে, রলিংস রাজী।

টানা ন'টা ঘণ্টা ঘুম দিলাম—স্বার্থপরতার কাজেই হলো রলিংসকে

জেগে থাকতে বলে।

রাতের কোনো এক সময়ে আমরা আর্কটিক সাগরের খোলা পরিবেশে এসে পড়েছি—

সকালে সাতটার কিছু পরে ঘুম ভাঙলো, দাড়ি কামিয়ে, মুখহাত ধুয়ে প্রাতরাশের টেবিলে পৌঁছলাম। সেখানকার কাজ সেরে ন'টা নাগাদ কন্ট্রোলে ঢুকলাম। হ্যানসেন পর্যবেক্ষণে রয়েছে। কাছে গিয়ে নিচুগলায় প্রশ্ন করলাম, 'কমাণ্ডার কোথায় ?'

'কেবিনে।'

'তোমাদের দুজনের সঙ্গে কিছু কথা বলবো, গোপনে।' হ্যানসেন আমার দিকে তাকালো, চিন্তার ছায়া তার চোখে। পরে আমাকে নিয়ে চললো সোয়ানসানের কেবিনে। আমরা ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ভূমিকা না করেই বললাম, 'হত্যাকারী কে, আমি জানি। প্রমাণ কিছু নেই অবশ্য হাতে এখনো—তবে পেয়ে যাবো। কাছাকাছি থাকা দরকার তোমার—যদি সময় দিতে পারো তুমি।'

গত ত্রিশ ঘন্টার ধকলে ওদের ভাবাবেগের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তাই কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই—ওরা পরস্পর চোখ চাইলো শুধু। সোয়ানসান তালিকা গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'সময় দেওয়া যাবে নিশ্চয়ই, কার্পেন্টার। আমি এর আগে কোনো খুনীকে চোখে দেখি নি—'

কণ্ঠস্বরে কোনো উদ্বেগ নেই ওর, ধূসর চোখ দুটোয় অসীম শীতলতা, 'আটটা হত্যা যার হাতে ঘটেছে—তার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া নিশ্চয়ই একটা অভিজ্ঞতা—'

'আটটায় ছেড়েছে বলে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারো তুমি—গতকাল ওই সংখ্যা অনেক বেশীতে তোলার সংকল্প নিয়েছিলো সে—'

'তার মানে ?' সোয়ানসান সোজা তাকালো।

'আমাদের সেই দোস্তটি শুধু বন্দুক নিয়েই ঘোরে না, দেশলাইয়ের বাক্সও থাকে সঙ্গে—আর, সেগুলো নিয়ে গতকাল ইঞ্জিন-ঘরে ব্যস্ত

হয়ে পড়েছিলো সে—'

'কেউ জাহাজে জোর করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিলো বলছেন?' হ্যানসেনের গলায় অবিশ্বাস, 'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি করছি। আমি কার্পেন্টারের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করি। একটা উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমরা—তা নাহলে এ-রকমটা করবে কেন?'

'চালে একটু ভুল করে ফেলেছে ও, এসো, দেখবে এসো—'

ওয়ার্ডরুমে ওরা আমাদের অপেক্ষায় বসে, এগারোটা মানুষ। রলিংস জাব্রিনস্কী, ফলসোম; ডাক্তার জলি; হ্যারিংটান ভাই দুটি (ওরা সবে সুস্থ); নেসবি, হিউসান, হ্যাসার্ড; কিনেয়ার্ড আর জেরেমি। রলিংস ছাড়া সকলেই বসে। রলিংস দরজা খুলে দিলো; আমরা ঢুকতে ওদের কেউ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে সোয়ানসান হাতের ইঙ্গিতে বসিয়ে দিলো। ওরা নিঃশব্দে বসে রইলো, ব্যতিক্রম শুধু জলি ডাক্তার, 'গুড মর্নিং ক্যাপটেন,—আরে—এতো জরুরী শমন দেখছি ষড়যন্ত্র কিছু নেই তো, ক্যাপটেন? তা, কি জন্যে তলব করলে আমাদের?'

গলা পরিষ্কার করে নিলাম, সামান্য বঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সেজন্যে। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী আমি, ক্যাপটেন নন।'

'তুমি?' জলি ঠোঁট কোঁচকালো, 'ঠিক বুঝলাম না, তুমি কেন?'

'আর একটা ছোট্ট বঞ্চনার ব্যাপার স্বীকার করে নিচ্ছি আমি, যা বলছি আগে, সরবরাহ দপ্তরের লোক আমি নই। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি। প্রতি-গোয়েন্দা এম আই সিক্সের লোক।'

প্রতিক্রিয়া হলো। ওরা বসে আছে। মুখগুলো কাঠ হয়ে গেছে ওদের···জলি অবশ্য নিজেকে ফিরে পেলো, দ্রুত সমন্বয়-সাধন ক্ষমতা তার স্বভাব।

'প্রতি গোয়েন্দা! যাব্‌বাবা! গুপ্তচর, ছোরাছুরি আর স্বর্ণকেশী-

দের ব্যাপার। কিন্তু তুমি 'এখানে' কেন? আর আমাদের সঙ্গে দরকারটাই বা কি তোমার?'

'একটা ছোট্ট খুনের মামলা।'

ধরে নিলো উনিই আছেন এ'সবের মূলে। ঝুঁকি নিলো না সে আর—হ্যালিওলের কেবিনে ঢুকলো সে বন্দুক হাতে। গুলি করলো দুজনকেই—হ্যালিওয়েল আর তার সঙ্গের লোককে। পরে জেনেছি এটা আমি। অল্প দূরত্ব থেকে গুলি এসেছে। আচ্ছা, আমার প্রকৃত পরিচয়টা দিই এবার—আমার নাম কার্পেন্টার নয়—হ্যালিওয়েল। জেব্রার মেজর হ্যালিওয়েল আমার বড় ভাই ছিলেন।'

'হা ভগবান।' জলি ফিসফিস করে উঠলো।

'খুনি তার কুকীর্তির সমস্ত চিহ্ন মুছে দেবার ব্যাপারটা ভোলে নি। তাই, পুড়িয়ে দিলো ওদের চারজনকেই।'

ঘরে সকলেই হতবাক। কেমন আচ্ছন্ন।

'খুনে পালাতে পারলো না, দুটো কারণে—এক, ধরা পড়লো, আর—আবহাওয়া বাদ সাধলো। অব্যবহৃত 'নিফে' সেলগুলোকে কাজে লাগাতে পারলো না তাই 'বিশেষ' সংকেতেও আগুন ধরিয়ে দিলো সে। ফিল্মগুলো অবশ্য থেকে গেলো—'

'একমিনিট ডাক্তার।' সোয়ানসান সতর্ক গলায় বলে উঠলো, 'ফিল্মগুলো কি এই জাহাজেই আছে, বলছো?'

'না থাকাটাই অস্বাভাবিক। যাক, ডলফিন জেব্রায় চলেছে তখন, আর সমস্ত ব্যাপারটাই ওলটপালট হয়ে গেলো, খুনের সংখ্যাও বাড়লো। যদিও রুশদের হিসেবে এ'খুনগুলো হবার কথা নয়।'

'কে? কে লোকটা, কার্পেন্টার?' জেরেমি উত্তেজিত, 'এখানে আমরা আছি ন'জন। কে খুন করেছে আমাদের মধ্যে?'

'আমি তাকে জানি। গত ষাট ঘণ্টা ধরে জানি। ন'জন নয়, ছ'জনের মধ্যেই রয়েছে সে। ফলসোম আর হ্যারিংটন দুজন বাদ। তাহলে রইলো কিনেয়ার্ড; ডাক্তার জলি, হ্যাসার্ড, নেসবি,

হিউসান আর তুমি। বিচারপর্ব একদিনেই শেষ হবে। তুমি লোকটা খুবই চালাক কিন্তু, পালাতে পারলে না, ডাক্তার জলি···' জলির দিকে ফিরে শেষ কথাগুলো বললাম।

পিন-পড়া নৈঃশব্দ্য। অনেক—অনেকক্ষণ কথা নেই কারো মুখে। সবার চোখ জলির দিকে। জলি উঠে আমার দিকে এগোলো···চোখ দুটো বিস্ফোরিত তার। ঠোঁট কাঁপছে, 'আমি!'

অবিশ্বাস্য রকম নীচুগলা তার, কর্কশ। 'আমি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ভগবানের···'

ওর মুখে ঘুষি চালিয়ে দিলাম, থেমে গেলো কথা। কেন মারলাম জানি না। তবে, আমার হাতে যদি কোনো অস্ত্র থাকতো তো খুন করে ফেলতাম ওকে। কোনো মায়া নেই, দয়া নেই আর আমার শরীরে। জলি পড়ে গেলো···ক্রমে আমার চোখ থেকে কুয়াশা সরে গেলো···সবাই অনড়।

জলির নাক বেয়ে রক্ত পড়ছে...রুমাল ভিজে গেছে···

'আমার ভাই। আমার ভাই আর জেব্রার মৃত মানুষগুলো তাদের দিব্যি দিয়ে বলছি...তোমার ফাঁসীর সময় যেন জহ্লাদের দড়ির গোলমাল হয়, অনেকক্ষণ যেন তোমাকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।'

মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে নিলো জলি, 'তুমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছো, কার্পেন্টার। 'কি বলছো তুমি...'

'ঠিকই বলছি। অনেক কাণ্ড হয়েছে সে রাতে। নেসবি ফ্লাওয়ার্স আর ব্রাইসকে ঝাঁকিয়েও জাগাতে পারে নি, কেন তাও জানো তুমি। তাছাড়া জলি, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, বলেছিলে, আগুন কি করে লেগেছিলো সেটা গুরুত্বের ব্যাপার নয়।'

'এ'সবই দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে, আমার কাছে। আমি বলছি, ঈশ্বরের নামে বলছি, কিছুই জানি না আমি।'

ওর কথায় কান দিলাম না, 'ডলফিনের ফেরত যাত্রা বিলম্বিত করতে

চেয়েছিলে জলি, তুমি…'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'সময়ে দেখা যাবে সেটা—ফিল্মগুলো কোথায়, জলি?'

'কি বলছো তুমি জানি না, আর—'

'ওতে আঙ্গুলের ছাপ সম্বন্ধে কি বলবে? মোড়কের?'

'যে কোনো চিকিৎসকই ভুল করে থাকতে পারে—'

'ওগুলো কোথায়, জলি?'

'ওঃ। দোহাই তোমার—আমাকে একা থাকতে দাও!' ক্লান্তগলা জলির।

'যেমন বোঝো—' সোয়ানসানের দিকে ফিরলাম, 'এই বস্তুটিকে বেশ মোক্ষমভাবে আটকে রাখার জায়গা আছে তোমার?'

'আছে বই কি। আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি ওকে…'

'কেউ কাউকে নিয়ে যাচ্ছে না দোস্ত।'

কিনেয়ার্ডের গলা। আমার দিকেই তাকিয়ে সে। হাতে একটা বিদঘুটে দর্শন মাউজার পিস্তল। সোজা আমার কপালে তাক করা।

'তাহলে, চালু গোয়েন্দা? নাকি প্রতি-গোয়েন্দা বলবো? দিন কেমন বদলায় দেখবে? যতটুকু জেনেছো তাতে খুব একটা কাজ হবে না, তবু, কোনো চালাকি করার চেষ্টা কোরো না—' কিনেয়ার্ডের হাত অত্যন্ত পরিস্কার—

রুমাল দিয়ে রক্তে ভেজা মুখটা আর একবার মুছলো সে। 'কার্পেন্টার' একটা বন্দুকও সঙ্গে রাখতে পারো নি। এবার ঘোরো তো, কিনেয়ার্ডের দিকে পেছন ফিরে।'

ঘুরলাম। জলির মুখোমুখি। সপাটে চড় কষালো আমার গালে সে, দুবার—হাতের উলটোপিঠ দিয়ে। সর্বশক্তি দিয়ে মারলো সে। আমি পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। রক্তের স্বাদ ঠোঁটে…

'ঠাণ্ডামাথায়ই হয়েছে খুন—' তৃপ্ত গলা জলির।

'তাহলে কিনেয়ার্ডই খুনি?' ওই-ই বন্দুক ধরেছিলো?'

'না, সমস্ত কৃতিত্বটুকু আমি নেবো না দোস্ত, আধা-আধি বলা যায়—'
'মনিটর নিয়ে বেরিয়েছিলে তুমিই, তাই বরফক্ষত তোমার সারা মুখে।'
'হুঁ। কেন্দ্রের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'
জলি আর কিনেয়ার্ড—নোংরা, খুনে তোমরা—' জেরেমি বলতে শুরু করতেই তাকে থামিয়ে দিলো জলি, 'চুপ। কিনেয়ার্ড ওদের প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার নেই। কমাণ্ডার সাহেব—কন্ট্রোল রুমে একটা খবর দাও তো, জাহাজ উত্তর দিকে চালাতে হবে।'
'তুমি সাবমেরিন হাইজ্যাক করবে, জলি? এতোটা বাড়াবাড়ি—'
সোয়ানসানকে আবার থামতে হলো জলির কথায়, 'কিনেয়ার্ড, তোমার বন্দুকের নলটা হ্যানসেনের দিকে ফেরাও, পাঁচ গোনা শেষ করলেই ঘোড়া টিপে দেবে।'
সোয়ানসান আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুললো। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টার এসে যাবে। তারপর, শেষ কাজ আমাদের—'
'ফিল্মগুলো কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলাম।
'ওই জাহাজে।'
'কোথায়?' সোয়ানসান বললো।
'দুঃখিত, পেশাদারী গোপনতার খাতিরে আর মুখ খোলা যাবে না।'
'তাহলে পালাতে পারছো তুমি?' তিক্ত গলায় বললাম।
'ঠেকাচ্ছে কে? অপরাধের বিচার সব সময়ে হয় না, দোস্ত।'
'আটটা লোক খুন হয়েছে আর তুমি দাঁড়িয়ে মজা করছো।' বললাম।
'মজা! না তা নয় ঠিক। আমি পেশাদার মানুষ। আর পেশাদার খুনেরা অকারণে নরহত্যা করে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছিলো। পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা।'
'সবই তো হলো—কিন্তু তোমার ওই হেলিকপ্টার বা জাহাজের সন্ধান তো মিলবে না, জলি।' নম্রস্বরে বললাম।
'সে আবার কি?' জলির কথায় উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। 'আবার কি গুল দিচ্ছো?'

'ষাট ঘণ্টা তো তোমার জন্যেই খরচা করি নি। কিনেয়ার্ডকেও চোখে চোখে রেখেছি। তবে কাজটা হাঁশিল হলো—তোমরা তো স্বীকারই করলে সব।'

কিনেয়াডে'র দিকে ঘুরলাম, 'তোমার হাতের ওই বস্তুটি কাজ করে তো?'

'আমার সঙ্গে মকশা কোরো না, দোস্ত!' নোংরাগলায় বলে উঠলো কিনেয়াড'।

'না। ভাবছিলাম ট্যান্‌কের পেট্রলে হয়তো লুব্রিকেটিং তেল শুষে নিয়ে থাকবে।'

জলি আমার কাছাকাছি হলো। মুখটা কঠিন তার, 'এ' ব্যাপারটাও জানতে তুমি কার্পেন্টার?'

কিনেয়ার্ড বন্দুকটা আরও এগিয়ে দিলো, 'তোমার ভড়কির উত্তরটা দিয়ে দিই—' অশ্রাব্য একটা কথা বেরোলো ওর মুখ দিয়ে।

জাব্রিনস্কী আর অপেক্ষা করলো না। তার বন্দুক মুখ খুললো, কিনেয়ার্ডের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে গেলো, হাতদিয়ে রক্ত পড়ছে।

'জলি, চিকিৎসার ভারটা নাও বন্ধুর এবার,' বেশ কিছুক্ষণ পরে বললাম। 'তুমিই নাও।' খেঁকিয়ে উঠলো জলি।

রলিংস সোয়ানসানের দিকে ফিরলো, 'জলি সাহেবের মাথায় একটা বাড়ি দেবার অনুমতি চাইছি, স্যার।'

'অনুমতি দিলাম।' সোয়ানসান নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠলো…